

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

দশম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

দশম খণ্ড

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ তৎকর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (দশম খণ্ড)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী আল জুফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৫৫/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0951-7

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৩

আষাঢ় ১৪১০

রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ

মেসার্স মডার্ন কম্পিউটার

২০৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), ঢাকা।

প্রচ্ছদ

সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

সেতু অফসেট প্রেস

৩৭, আর, এম, দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা - ১১০০।

মূল্য : ২৪৮.০০ (দুইশত আটচল্লিশ) টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME) (Compilation of Hadith Sharif): by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (Rh.) in Arabic, translated under the supervision of the Editorial Board of Sihah Sittah and edited by the same board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : Tk 248.00; US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী।’ মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্বরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ে মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দশম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	"
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	"
৫. মাওলানা রুহুল আমীন খান	"
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	"
৭. মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৮. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা এ, কে, এম, মুমিনুল হক
২. মাওলানা আবুল কালাম
৩. মাওলানা আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহুইয়া
৪. মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন খান উজানবী

সূচিপত্র

দোয়া অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার যিকুর-এর ফযীলত	২৯
'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলা	৩০
আল্লাহ্ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে	৩১
সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা	৩১

কোমল হওয়া অধ্যায়

নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী: আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন	৩৫
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত	৩৬
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক	৩৬
আশা এবং এর দৈর্ঘ্য	৩৭
যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তার বয়সের ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি	৩৮
যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়া হয়	৩৯
দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা	৩৯
মহান আল্লাহ্র বাণী: হে মানুষ! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত	৪৩
নেক্কার লোকদের বিদায় গ্রহণ	৪৪
ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে	৪৪
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর	৪৬
মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে	৪৬
প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী	৪৭
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : আমার জন্য উহুদ সোনা হোক, আমি তা কামনা করি না	৪৯
প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য	৫০
দরিদ্রতার ফযীলত	৫০
নবী <small>ﷺ</small> ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন যাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন	৫২
আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা	৫৬
ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা	৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা	৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট	৬০
অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয়	৬১
যবান সাবধান রাখা	৬১
আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদা	৬৩
আল্লাহ্র ভয়	৬৩
সব গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা	৬৫
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমার অবশ্যই হাসতে কম	৬৬
প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে	৬৬
জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ	৬৬

দশ

মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চস্তর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়	৬৭
যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের	৬৭
সগীরা গুনাহু থেকে বেঁচে থাকা	৬৮
আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা	৬৮
অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শান্তিদায়ক	৬৯
আমানতদারী উঠে যাওয়া	৭০
লোক দেখানো ও শোনানো ইবাদত	৭১
যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে, আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে	৭২
তাওয়াজু (বিনয়)	৭৩
নবী ﷺ-এর বাণী : “আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু’টি অঙ্গুলীর ন্যায়”	৭৪
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ তা’আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন	৭৫
মৃত্যুযন্ত্রণা	৭৭
শিঙ্গায় ফুৎকার	৭৯
আল্লাহ তা’আলা যমীনকে মুঠিতে নেবেন	৮০
হাশরের অবস্থা	৮১
মহান আল্লাহর বাণী : কিয়ামতের প্রকল্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার	৮৫
মহান আল্লাহর বাণী : তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে?	৮৬
কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ	৮৬
যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে	৮৭
সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে	৯০
জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা	৯২
সিরাত হল জাহান্নামের পুল	১০১

হাউয অধ্যায়

আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি	১০৭
---	-----	-----	-----

তাকদীর অধ্যায়

আল্লাহ তা’আলার ইলম-এর ওপর (মুতবিকদ) কলম শুকিয়ে গিয়েছে	১১৬
(মহান আল্লাহর বাণী) : মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক অবহিত	১১৭
(মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ তা’আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত	১১৮
আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে	১১৯
বান্দার মানতকে তাকদীরে হাওলা করে দেওয়া	১২১
‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ প্রসঙ্গে	১২২
নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ তা’আলা রক্ষা করেন	১২২

এগার

আল্লাহর বাণী : যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে,	১২৩
তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না	১২৩
(মহান আল্লাহর বাণী) : আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য	১২৩
আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন	১২৪
আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই	১২৪
যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাকদীর থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়	১২৫
(আল্লাহ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান	১২৬
(মহান আল্লাহর বাণী) : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না	১২৬
(মহান আল্লাহ বাণী) : আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না	১২৭
শপথ ও মানত অধ্যায়			
আল্লাহর বাণী: তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না	১৩১
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : আল্লাহর কসম	১৩৩
নবী <small>ﷺ</small> -এর কসম কিরূপ ছিল	১৩৪
তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না	১৪০
লাত, উয্যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যাব না	১৪৩
কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাকে কসম দেয়া হয়নি	১৪৩
কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে	১৪৩
“যা আল্লাহ যা চান ও তুমি যা চাও” বলবে না	১৪৪
(মহান আল্লাহর বাণী) : তারা আল্লাহ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে	১৪৪
কোন ব্যক্তি যখন বলে : আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে,	১৪৬
আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি	১৪৬
আল্লাহ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা	১৪৬
আল্লাহ তা'আলার ইযযত, গুণাবলি ও কলমাসমূহের কসম করা	১৪৭
কোন ব্যক্তির আল্লাহর কসম বলা	১৪৮
(মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না,	১৪৮
কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন	১৪৮
কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে	১৪৯
মিথ্যা কসম	১৫৩
আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে	১৫৪
এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও	১৫৫
রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা	১৫৫
কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহর কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল	১৫৬
অথবা কুরআন পাঠ করল	১৫৬
যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় ঊনত্রিশ দিনে...	১৫৭
যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে	১৫৮
যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়	১৫৯
কসমের মধ্যে নিয়ত করা	১৬০

বার

যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওয়ার লক্ষ্যে দান করে	১৬১
যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়	১৬১
মানত পুরা করা এবং আল্লাহর বাণী : তাদের দ্বারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে	১৬২
মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহর কাজ	১৬৩
ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা	১৬৪
কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে	১৬৪
মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়	১৬৪
গুনাহর কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই	১৬৫
কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়ে যায়	১৬৭
কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বকরী, কৃষি ও আসবাবপত্র शामिल হয় কি?	১৬৮

শপথের কাফফারা অধ্যায়

মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন	১৭২
যে ব্যক্তি কাফফারা দিয়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে	১৭২
দশজন মিসকীনকে কাফফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাত্ত্বীয় হোক বা দূরের হোক	১৭৩
মদীনা শরীফের সা' ও নবী <small>ﷺ</small> -এর মুদ এবং এর বরকত	১৭৪
মহান আল্লাহর বাণী : অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম	১৭৫
কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উয়ে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা	১৭৫
যখন দু'জনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে	১৭৬
তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্বাধিকারী) কে পাবে?	১৭৬
কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা	১৭৬
কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফফারা আদায় করা	১৭৮

উত্তরাধিকার অধ্যায়

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া	১৮৩
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী: আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকান্বরূপ	১৮৪
নবী <small>ﷺ</small> -এর বাণী : যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার পরিজনের হবে	১৮৭
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের উত্তরাধিকার	১৮৮
কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার	১৮৮
পুত্রের অবর্তমানে নাড়ির উত্তরাধিকার	১৮৯
কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাত্নীর উত্তরাধিকার	১৯০
পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার	১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার	১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার	১৯২
কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসাবে উত্তরাধিকারিণী হয়	১৯২
ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার	১৯৩

তের

(মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন	১৯৩
(কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়	১৯৪
যাবিল আরহাম	১৯৪
লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার	১৯৫
শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির	১৯৫
অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার	১৯৬
সায়বার উত্তরাধিকার	১৯৬
যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ	১৯৭
কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে	১৯৮
নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে	১৯৯
কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত	২০০
বন্দীর উত্তরাধিকার	২০০
মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না	২০১
নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ	২০১
যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে	২০১
প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা	২০২
কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান	২০২
চিহ্ন ধরে অনুসরণ	২০৩

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

যিনা ও শরাব পান	২০৭
শরাবপায়ীকে প্রহার করা	২০৮
যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়	২০৮
বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা	২০৮
শরাব পানকারীকে লা'নত করা মাকরুহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়	২১০
চোর যখন চুরি করে	২১১
চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা	২১১
হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহর) কাফ্যারা হয়ে যায়	২১১
শরীয়তের কোন হুদুদ (শাস্তি) বা হুকুম ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত	২১২
শরীয়তের হুদুদমূহ (শাস্তি) কায়ম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া	২১৩
আশরাফ-আতরাফ (উঁচু-নিচু) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়ম করা	২১৩
বাদশাহর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীন	২১৩
আল্লাহর বাণী : পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। কি পরিমাণ মাল	২১৪
চুরি করলে হাত কাটা যাবে	২১৪
চোরের তওবা	২১৭

চৌদ্দ

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল	...	২২২
ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল	...	২২২
নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন	...	২২৩
অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযীলত	...	২২৩
ব্যভিচারীদের পাপ	...	২২৪
বিবাহিতকে রজম করা	...	২২৬
পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না	...	২২৭
ব্যভিচারীর জন্য পাথর	...	২২৭
সমতল স্থানে রজম করা	...	২২৮
ঈদগাহ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা	...	২২৯
যে এমন কোন অপরাধ করল যা হৃদয়ের আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল	...	২২৯
যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?	...	২৩০
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ?	...	২৩১
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন “তুমি কি বিবাহিত?”	...	২৩১
যিনার স্বীকারোক্তি	...	২৩২
যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা	...	২৩৪
অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে	...	২৩৯
গুনাহ্গার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা	...	২৪০
ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হৃদয় প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা	...	২৪০
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে কারো সাক্ষী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে	...	২৪১
দাসী যখন যিনা করে	...	২৪১
দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না	...	২৪২
যিম্মির যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান	...	২৪২
বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয়	...	২৪৩
প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে	...	২৪৪
যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে	...	২৪৫
কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা	...	২৪৫
শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু	...	২৪৬
যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়	...	২৪৮
সাক্ষী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা	...	২৪৯
ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা	...	২৫০
ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হৃদয় প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি?	...	২৫০

রক্তপণ অধ্যায়

আল্লাহর বাণী : আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে	...	২৫৭
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে	২৬০

পনের

(ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ড বিধির			
ব্যাপারে স্বীকারোক্তি	২৬০
পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা	২৬১
আল্লাহর বাণী : প্রাণের বদলে প্রাণ	২৬১
যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল	২৬২
কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের			
ইখতিয়ার লাভ করে	২৬২
যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা	২৬৪
ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা	২৬৪
আল্লাহ তা'আলার বাণী : কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়	২৬৪
একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে	২৬৪
মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা	২৬৫
আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস	২৬৫
হাকিমের কাছে মোকদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা	২৬৬
(জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে	২৬৬
যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই	২৬৭
কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে	২৬৮
দাঁতের বদলে দাঁত	২৬৮
আঙ্গুলের রক্তপণ	২৬৮
যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা			
হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি?	২৬৯
'কাসামাহ' (শপথ)	২৭০
যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল	২৭৫
আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে	২৭৫
মহিলার ঋণ	২৭৬
মহিলার ঋণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের উপর বর্তায়, সম্বানের উপর নয়	২৭৭
যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়	২৭৮
খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত	২৭৯
পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই	২৭৯
যে ব্যক্তি যিম্মিকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ	২৮০
কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না	২৮০
যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় খাপ্পড় লাগাল	২৮০

আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তি	২৮৫
ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম	২৮৭
যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা			
হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা	২৮৯

মোল

যখন কোন যিশী বা অন্য কেউ নবী <small>স্বা মাহাত্মা আল্লাহ রাসূল</small> -কে বাকচাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না	...	২৯০
অনুচ্ছেদ	...	২৯১
খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা	...	২৯১
যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা	...	২৯৩
তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে	...	২৯৩
নবী <small>স্বা মাহাত্মা আল্লাহ রাসূল</small> -এর বাণী : কস্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর	...	২৯৪
লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিনু	...	২৯৪
ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে	...	২৯৪

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

যে ব্যক্তি কুফরী কবুল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়	...	৩০২
জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো	...	৩০৩
বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না	...	৩০৪
কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি	...	৩০৫
করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না	...	৩০৫
'ইকরাহ' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিনু	...	৩০৫
যখন কোন মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়, তখন তার উপর কোন হদ্ আসে না	...	৩০৬
যখন কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছু আশংকা পোষণ করে,	...	৩০৭
তখন (তার কল্যাণার্থে) কসম করা যে, সে তার ভাই	...	৩০৭

কূটকৌশল অধ্যায়

কূটকৌশল পরিত্যাগ করা। এবং কসম ইত্যাদিতে যে যা নিয়ত করবে তা-ই তার ব্যাপারে	...	৩১১
প্রযোজ্য হবে	...	৩১১
নামায	...	৩১১
যাকাত এবং সাদাকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্রিত পুঁজিকে বিভক্ত করা না হয় এবং বিভক্ত	...	৩১২
পুঁজিকে যেন একত্রিত করা না হয়	...	৩১২
অনুচ্ছেদ	...	৩১৪
ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপছন্দনীয়	...	৩১৫
দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৫
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৫
অভিভাবকের পক্ষে বাঞ্ছিত ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা	...	৩১৬
নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৬
যদি কেউ কোন বাঁদী অপহরণ করার পর বলে, সে মরে গেছে এবং বিচারকও মৃত বাঁদীর মূল্যের	...	৩১৭
ফায়সালা করে দেন	...	৩১৭
অনুচ্ছেদ	...	৩১৭
বিয়ে	...	৩১৭
কোন মহিলার জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কৌশল করা অপছন্দনীয়	...	৩১৯

সতের

প্লেগ মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়া নিষিদ্ধ	৩২১
হেবা ও শুফ'আর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন	৩২২
বখশিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন	৩২৪

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহীর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে	৩২৯
নেককার লোকদের স্বপ্ন	৩৩১
(রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী) : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়	৩৩২
ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ	৩৩২
সুসংবাদবাহী বিষয়াদি	৩৩৩
ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল..... তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়	৩৩৪
ইব্রাহীম (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহর বাণী : অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ..... এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি	৩৩৪
একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা	৩৩৪
বন্দী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন	৩৩৫
যে ব্যক্তি নবী ﷺ -কে স্বপ্নে দেখে	৩৩৫
রাত্রিকালীন স্বপ্ন	৩৩৬
দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা	৩৩৮
মহিলাদের স্বপ্ন	৩৩৯
খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে	৩৪০
স্বপ্নে দুধ দেখা	৩৪০
যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়	৩৪১
স্বপ্নে জামা দেখা	৩৪১
স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা	৩৪২
স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা	৩৪২
স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন	৩৪৩
স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা	৩৪৩
স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা	৩৪৪
স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা	৩৪৪
স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা	৩৪৫
স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা	৩৪৫
স্বপ্নে বন্ধন দেখা	৩৪৬
স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা	৩৪৬
স্বপ্নযোগে কূপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়	৩৪৭
স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা	৩৪৮
স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা	৩৪৯

আঠার

স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা	৩৪৯
স্বপ্নে ওয়ূ করতে দেখা	৩৫০
স্বপ্নে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা	৩৫১
স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া	৩৫১
স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা	৩৫২
স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা	৩৫৩
স্বপ্নে পেয়ালা দেখা	৩৫৪
স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা	৩৫৪
স্বপ্নে গরু যবেহ হাতে দেখা	৩৫৫
স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া	৩৫৫
কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে	৩৫৬
স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা	৩৫৬
স্বপ্নে এলামেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা	৩৫৬
স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা	৩৫৭
যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল	৩৫৭
স্বপ্নে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা	৩৫৮
ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা	৩৫৯
ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া	৩৬০

ফিত্না অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই			
আপত্তি হবে না। এবং যা নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন	৩৬৭
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না	৩৬৮
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে	৩৭০
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : আরবরা অভ্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে	৩৭১
ফিত্নার প্রকাশ	৩৭২
প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে	৩৭৩
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়	৩৭৪
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না	৩৭৫
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : ফিত্না ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে	৩৭৭
দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে	৩৭৮
যখন জামাআত (মুসলমানরা সংঘবদ্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে	৩৭৯
যে ফিত্নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে	৩৮০
যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে	৩৮১
ফিত্নার সময় বেদুঈনসুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয়	৩৮২
ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৩৮৩
নবী <small>সালাতুল্লাহু ওয়াসাল্লাম</small> -এর বাণী : ফিত্না পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে	৩৮৪

উনিশ

সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিতনা তরঙ্গায়িত হবে	৩৮৬
অনুচ্ছেদ	৩৮৮
যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাযিল করেন	৩৯১
হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ -এর উক্তি : অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার			
আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দুটি দলের মধ্যে			
সমঝোতা সৃষ্টি করবেন	৩৯১
যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে	৩৯২
কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না	৩৯৪
যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে	৩৯৪
আগুন বের হওয়া	৩৯৫
অনুচ্ছেদ	৩৯৬
দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা	৩৯৭
দাজ্জাল মদীনায প্রবেশ করবে না	৪০০
ইয়াজ্জু ও মা'জ্জু	৪০১

আহকাম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের,	৪০৫
যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী	৪০৬
আমীর কুরাইশদের থেকে হবে	৪০৭
হিক্মাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান	৪০৭
ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়	৪০৮
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন	৪০৯
যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়	৪০৯
নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়	৪১০
জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা	৪১১
যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ্ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন	৪১২
রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাতওয়া দেওয়া	৪১২
উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ -এর কোন দারোয়ান ছিল না	৪১৩
বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন	৪১৪
রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফতী ফাতওয়া দিতে পারবেন কি?	৪১৫
যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফয়সালা	৪১৬
করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে	৪১৬
মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, ও এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের	৪১৮
চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে	৪১৯
লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়	৪২০
প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা	৪২০
যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন করে	৪২০

বিশ

যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন হদ্ কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে	৪২১
মসজিদ থেকে বের করে হদ্ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়	৪২১
বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া	৪২১
বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে	৪২২
দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়,	৪২৪
যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে	৪২৪
প্রশাসকের দাওয়াত কবুল করা	৪২৫
কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা	৪২৫
আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা	৪২৬
লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা	৪২৬
শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়	৪২৭
অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার	৪২৭
যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে কেননা,	৪২৮
বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না	৪২৯
কুয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার	৪৩০
মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই	৪৩০
ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা	৪৩০
না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়	৪৩১
অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে	৪৩১
বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্মের মতামতের উল্টো	৪৩২
ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়	৪৩২
ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া	৪৩৩
লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়	৪৩৩
শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি	৪৩৫
কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?	৪৩৬
প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা?	৪৩৭
শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া	৪৩৮
রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা	৪৩৯
রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন	৪৪০
যে ব্যক্তি দু'বার বায়'আত গ্রহণ করে	৪৪৩
বেদুঈনদের বায়'আত গ্রহণ	৪৪৪
বালকদের বায়'আত গ্রহণ	৪৪৪
কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অতঃপর তা প্রত্যাহার করা	৪৪৪
কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা	৪৪৫
স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ	৪৪৫
যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও	৪৪৭
আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে	৪৪৭

একুশ

খলীফা বানানো	৪৪৭
অনুচ্ছেদ	৪৫০
বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া	৪৫০
শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?	৪৫১

আকাজ্জা অধ্যায়

আকাজ্জা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন	৪৫৫
কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী (সা)-এর বাণী : যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্গে পরিণত হত	৪৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম	৪৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : যদি এরূপ এরূপ হত	৪৫৮
কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইলম (জ্ঞানার্জনের) আকাজ্জা করা	৪৫৮
যে বিষয়ে আকাজ্জা করা নিষিদ্ধ	৪৫৯
কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ না করতেন তা হলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না	৪৫৯
শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাজ্জা করা নিষিদ্ধ	৪৬০
لو 'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ	৪৬০

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহুকামের বিষয় গ্রহণযোগ্য...	৪৬৭
নবী (সা) একা যুবায়র (রা)-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন	৪৭২
আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়	৪৭৩
নবী (সা) আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন	৪৭৪
আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের প্রতি নবী (সা)-এর ওসিয়ত ছিল, যেন	৪৭৫
তারা (তঁার কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌছিয়ে দেয়	৪৭৫
একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর	৪৭৬

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা	৪৭৯
নবী ﷺ -এর বাণী : 'আমি জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপদ সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি...	৪৮০
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়	৪৮১
অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয়	৪৮৮
নবী ﷺ -এর কাজকর্মের অনুসরণ	৪৯২
দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বাড়াবাড়ি করা এবং	৪৯৩
বিদ্'আত অপছন্দনীয়	৪৯৩

বাইশ

বিদ্'আত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ	৪৯৯
মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়	৫০০
ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না	৫০১
নবী ﷺ নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়	৫০২
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন আর তাঁরা হলেন আহলে ইল্ম (দীনি ইলমে বিশেষজ্ঞ)	৫০৩
আল্লাহ তা'আলার বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্টছকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা	৫০৪
আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজ্তিহাদ করা	৫০৫
নবী ﷺ -এর বাণী : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে..	৫০৬
গোমরাহীর দিকে আহ্বান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ	৫০৭
নবী (সা) যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যে সব বিষয়ে মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ -এর নামাযের স্থান, মিন্বর ও কবর সম্পর্কে	৫০৭
মহান আল্লাহর বাণী : (হে আমার হান্নীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়	৫১৪
মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়	৫১৫
মহান আল্লাহর বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি	৫১৬
কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে	৫১৭
বিচারক ইজ্তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে	৫১৮
প্রমাণ তাদের উক্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল	৫১৮
কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ	৫১৯
দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়	৫২০
নবী ﷺ -এর বাণী : আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না	৫২৩
নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত	৫২৪
মতবিরোধ অপছন্দনীয়	৫২৬
মহান আল্লাহর বাণী : তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে	৫২৮

তেইশ

জাহ্মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

মহান আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মাতকে নবী ﷺ -এর দাওয়াত	৫৩৩
আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান কর বা রাহমান নামে আহ্বান কর	৫৩৫
মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত	৫৩৬
আল্লাহর বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না	৫৩৬
মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক	৫৩৭
আল্লাহর বাণী : মানুষের অধিপতি এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন...	৫৩৮
আল্লাহর বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়	৫৩৯
আল্লাহর বাণী : এবং তিনিই সে সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি	৫৪০
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদষ্টা	৫৪১
আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী	৫৪২
অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরানুস্বইটি) নাম রয়েছে	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা	৫৪৬
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন	৫৪৭
মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসসীল	৫৪৮
মহান আল্লাহর বাণী : যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও	৫৪৯
মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা	৫৪৯
মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি	৫৫০
নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়	৫৫৪
মহান আল্লাহর বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কি? বল, আল্লাহ	৫৫৪
মহান আল্লাহর বাণী : তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক	৫৫৫
আল্লাহর বাণী : ফয়েশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়	৫৬০
মহান আল্লাহর বাণী : সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের	৫৬২
দিকে তাকিয়ে থাকবে	৫৬২
আল্লাহর বাণী : আল্লাহর অনুগ্রহ সংকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী	৫৭৬
আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয়	৫৭৮
আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে, এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ	৫৭৯
আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে	৫৭৯
মহান আল্লাহর বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে.....	৫৮২
আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়	৫৮৪
আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া	৫৮৪

চব্বিশ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না	৫৯২
জিব্রাঈলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্র আহ্বান	৫৯৪
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেগুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশতারা এর সাক্ষী	৫৯৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়	৫৯৬
কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহ্র কথাবার্তা	৬০৪
মহান আল্লাহ্র বাণী : এবং মুসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন	৬০৯
জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ	৬১৪
নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে স্মরণ করা	৬১৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : সুতরাং জেনেগুনে কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করা না	৬১৬
আল্লাহ্র বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না	৬১৭
মহান আল্লাহ্র বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত	৬১৮
আল্লাহ্র বাণী : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না	৬১৯
আল্লাহ্র বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী	৬২০
নবী ﷺ -এর বাণী : এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন	৬২১
আল্লাহ্র বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর.....	৬২২
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর	৬২৪
নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন.....	৬২৬
মহান আল্লাহ্র বাণী : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিন্তুরূপে	৬২৬
নবী (সা) কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা	৬২৭
তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ	৬২৯
নবী ﷺ -এর বাণী : কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত	৬৩০
পূত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে	৬৩০
মহান আল্লাহ্র বাণী : কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর	৬৩২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।	৬৩৩
অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	৬৩৩
আল্লাহ্র বাণী : বস্তৃত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ	৬৩৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও	৬৩৫
গুনাহগার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না	৬৩৮
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড	৬৪০

বুখারী শরীফ (দশম খণ্ড)

كِتَابُ الدُّعَوَاتِ
দোয়া অধ্যায়
(অবশিষ্ট অংশ)

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ দোয়া অধ্যায় (অবশিষ্ট অংশ)

২৬৭৭ بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৬৭৯ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার যিক্র-এর ফযীলত

৫৭৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ -

৫৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রবের যিক্র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্র করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের।

৫৭৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتَكُمْ قَالَ فَيُحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَآكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوَ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ

يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقُولُ فَاشْهَدُكُمْ أَنِّي فَدَعَفْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৬৬ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর যিক্রে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিক্রে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন : হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সন্তান কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কি হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।

২৬৮. بَابُ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

২৬৮০ অনুচ্ছেদ : 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা

৫৯৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي

عَقَبَةً أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا. رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوِيََا عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

৫৯৬৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).... আবু মুসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটি গিরিপথ দিয়ে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, একটি চুড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এর উপরে উঠে জোরে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। আবু মুসা বলেন : তখন রাসূল ﷺ তাঁর খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন : হে আবু মুসা, অথবা বললেন : হে আবদুল্লাহ। আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বাতলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতলে দিন। তিনি বললেন : তা হলো 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'।

২৬৮১ بَابُ لِلَّهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرِ وَاحِدٍ

২৬৮১ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে

৫৯৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يُحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتَرٍ يُحِبُّ الْوَتَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَحْصَاهَا مَنْ حَفِظَهَا

৫৯৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফায়ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'মান আহসাহ' অর্থ যে হিফায়ত করল।

২৬৮২ بَابُ الْمُؤَعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

২৬৮২ অনুচ্ছেদ : সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা

৫৯৬৯ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا لَا تَجْلِسُ ؟ قَالَ لَا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَالْأَجْنُثُ أَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَخْبَرْتُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمُؤَعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّأَمَةِ عَلَيْنَا-

৫৯৬৯ উমর ইব্ন হাফস (র)..... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর (ওয়ায শোনার) জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ইয়াযিদ ইব্ন মুয়াবিয়া (রা) এসে পড়লেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি বসবেন না? তিনি বললেন, না, বরং আমি ভেতরে প্রবেশ করব এবং আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গীকে নিয়ে আসব। নতুবা আমি ফিরে এসে বসব। সুতরাং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে উপস্থিতির কথা অবহিত ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এ কথাটা যে, নবী ﷺ ওয়ায নসীহত করতে আমাদের অবকাশ দিতেন, যাতে আমাদের বিরক্তির কারণ না হয়।

كِتَابُ الرِّقَاقِ
কোমল হওয়া অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الرِّقَاقِ

কোমল হওয়া অধ্যায়

٢٦٨٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

২৬৮৩ অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

৫৭৭০ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصُّحَّةُ وَالْفَرَاغُ قَالَ الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৫৯৭০ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি নিয়ামত এমন আছে, যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো, সুস্থতা আর অবসর। আব্বাস আশ্বরী (র).... সাঈদ ইবন আবু হিন্দ (র) থেকে ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৭৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ-

৫৯৭১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আয় আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।

৫৭৭২ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفَرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَبَصُرْنَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

[৫৯৭২] আহমাদ ইবন মিকদাম (র).... সাহুল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খনন করছিলেন এবং আমরা মাটি সরচ্ছিলাম। তিনি আমাদের দেখছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন : আয় আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন।

২৬৮১ **بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْغُرُورِ**

২৬৮৪ অনুচ্ছেদ : আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক..... ছলনাময় ভোগ (৫৭ : ২০)

[৫৭৩৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوَاطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-

[৫৯৭৩] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... সাহুল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মধ্যে একটা চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহর রাস্তায় সকালের এক মুহূর্ত অথবা বিকালের এক মুহূর্ত দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।

২৬৮৫ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ**

২৬৮৫ অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : দুনিয়াতে তুমি একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক

[৫৭৭৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ الطَّقَاوِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

[৫৯৭৪] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন : তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইবন উমর (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।

۲۶۸۶ بَابُ فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ . ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَلَىٰ أَرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَأَرْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ، بِمَزْحَرِجِهِ بِمُبَاعَدِهِ

২৬৮৬ অনুচ্ছেদ : আশা এবং এর দৈর্ঘ্য । মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফল হলো আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় । (৩ : ১৮) এদের ছেড়ে দাও— খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা এদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে । (১৫ : ৩) আলী (রা) বলেন, এ দুনিয়া পেছনের দিকে যাচ্ছে, আর আখিরাত এগিয়ে আসছে । এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে সম্ভাবনা । সুতরাং তোমরা আখিরাতে আসক্ত হও । দুনিয়ার আসক্ত হওয়া না । কারণ, আজ আমলের সময়, হিসাব নেই । আর আগামীকাল হিসাব, আমল নেই

৫৭৭০ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرْبَعًا وَخَطَّ فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُّهُ صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ ، فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا -

৫৯৭৫ সাদাকা ইবন ফায়ল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা ভুজ অতিক্রম করে গেল । তারপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ । আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে । আর বাইরের দিকে অতিক্রান্ত রেখাটি হলো তার আশা । আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বিপত্তি । যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে । আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে ।

৫৭৭৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا ، فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ -

৫৯৭৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।

২৬৮৭ **بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمْرِ لِقَوْلِهِ : أَوْلَمْ نَعْمُرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ**

২৬৮৭ অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ তা'আলা তার বয়সের ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল.....
(৩৫ : ৩৭)

৫৯৭৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي آخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً تَابَعَهُ وَأَبْنُ عَجَلَانَ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ-

৫৯৭৭ আবদুস সালাম ইব্ন মুতাহহার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি।

৫৯৭৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلِ الْأَمَلِ . قَالَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ وَأَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ وَأَبُو سَلَمَةَ-

৫৯৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মহব্বত, আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লায়ছ (র) সাঈদ ও আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৯৭৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ ، وَطَوْلُ الْعُمْرِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ-

৫৯৭৯ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দু'টি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা।

২৬৮৮ **بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، فِيهِ سَعْدُ**

২৬৮৮ অনুচ্ছেদ : যে আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়। এ বিষয়ে সা'দ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস আছে

৫৯৮০ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةٌ مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

৫৯৮০ মুয়ায ইব্ন আসাদ (র).... মাহমুদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা তাঁর স্বরণ আছে। আর তিনি বলেন, তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্বরণ আছে। তিনি বলেন, ইতবান ইব্ন মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে আমার এখানে এলেন এবং বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

৫৯৮১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسِبُهُ إِلَّا الْجَنَّةَ

৫৯৮১ কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই।

২৬৮৯ **بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا**

২৬৮৯ অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা

৫৯৮২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزِيرَتَيْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَوْهُمْ وَقَالَ أَطُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسْرُكُمُ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ-

[৫৯৮২] ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আমর ইবন আওফ (রা), তিনি বনী আমর ইবন লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা ইবন জাররাহকে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইবন হায়রামী (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন, আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হন। সালাত শেষে তাঁরা তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন : আমি মনে করি তোমরা আবু উবায়দা (রা)-এর আগমনের এবং তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা তোমাদের খুশী করবে। তবে, আল্লাহর কসম। আমি তোমাদের উপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা নয় তা তোমাদের আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদের জন্য বিমুখ করেছিল।

[৫৯৮৩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ إِنِّي فَرَطُنُكُمْ وَأَنَا شَهِيدُ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرَ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا-

৫৯৮৩ কুতায়বা (র)..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং উহুদের শহীদানের উপর সালাত আদায় করলেন, যেমন তিনি মূর্দার উপর সালাত আদায় করে থাকেন। তারপর মিশরে আরোহণ করে বললেন : আমি তোমাদের অগ্রণী। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার 'হাওয়'কে এখন দেখছি। আমাকে তো যমীনের ধনাগারের চাবিসমূহ অথবা যমীনের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উপর এ আশংকা করছি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে যাবে।

৫৯৮৪ **৫৯৮৫** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنْ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَةِ تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ فَاجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَآكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ—

৫৯৮৪ ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভাল কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদ্রুণ আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভাল একমাত্র ভালকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্যি বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।

৫৭৮৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذَرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ-

৫৭৮৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যমানার লোকেরা। তারপর এদের পরবর্তী যমানার লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই— তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত মানবে তা পূরণ করবে না। তাদের দৈহিক হুষ্টিপুষ্টিতা প্রকাশিত হবে।

৫৭৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ وَأَمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ-

৫৭৮৬ আবদান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে, আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে।

৬৭৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ خُبَّابًا وَقَدْ أَكْتُوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَضَوْا أَوْلَمَ تَنْقُصُهُمُ الدُّنْيَا بَشْيًءٍ وَأَنَا أَصْبَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ-

৬৭৮৭ ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব (রা) সাতবার তার পেটে উত্তপ্ত লোহার দাগ নেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবার অনেকেই (দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়েই) চলে গিয়েছেন। অথচ দুনিয়া তাঁদের আখিরাতের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যার জন্য মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

৫৭৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا شَيْئًا وَأَنَا أَصْبَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ -

৫৭৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র).....কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাবাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটা দেয়াল তৈরি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমাদের যে সাথীরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা তাদের পর দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যেগুলোর জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

৫৭৮৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৭৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র).....খাবাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হিজরত করেছিলাম।

২৬৯০. ۲۶۹. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيرِ جَمَعَهُ سَعُرٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْغُرُورُ الشَّيْطَانُ

২৬৯০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রভাবিত না করে.....যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত (৩৫ : ৫-৬)। ইমাম বুখারী বলেন, এর বহুবচন সَعُرٌ আর মুজাহিদ বলেন, الْغُرُورُ -এর মানে শয়তান।

৫৭৯০ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بَطْهَوْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجِيسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَغْتَرُّوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ هُوَ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ -

৫৭৯০ সা'দ ইব্ন হাফস (র).....ইব্ন আবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে অযূর পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি মাকায়িদ-এ বসা ছিলেন। তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে এ স্থানেই দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন, এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ অযূর মতো অযূ করবে, তারপর মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায়

করে সেখানে বসবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, নবী ﷺ আরও বলেন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হুমরান ইব্ন আবান।

২৬৯১. بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

২৬৯১. অনুচ্ছেদ : নেক্কার লোকদের বিদায় গ্রহণ

৫৯৯১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةُ كَحُفَالَةِ الشَّعْرِ أَوْ التَّمَرِ لَا يَبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً -

৫৯৯১ ইয়াহুইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র)..... মিরদাস আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নেক্কার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা—যব অথবা খেজুরের মত লোকজন। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি জ্রক্ষেপও করবেন না।

২৬৯২. بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

২৬৯২. অনুচ্ছেদ : ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা (৮ : ২৮)

৫৯৯২ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالْدَّرْهَمُ وَالْقَطِيفَةُ وَالْخَمِصَةُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ -

৫৯৯২ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর (শাল), পশমী কাপড়ের (চাদর) গোলামরা ধ্বংস হোক। যাদের এসব দেয়া হলে সন্তুষ্ট থাকে আর দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।

৫৯৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَلَاثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ -

৫৯৯৩ আবু আসিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু'টি উপত্যকাপূর্ণ ধনসম্পদ থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া লোভী আদম সন্তানের পেট ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন।

৫৭৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَا لَا حَبَّ أَنْ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمُنْبَرِ-

৫৭৭৮ মুহাম্মদ (র) ইবন আব্বাস (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : বনী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তাহলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের লোভী চোখ মাটি ছাড়া আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন। ইবন আব্বাস বলেন, সুতরাং আমি জানি না—এটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তিনি বলেন, আমি ইবনু যুবায়েরকে বলতে শুনেছি—এটি মিশরের উপরের (বর্ণনা)।

৫৭৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمُنْبَرِ مَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَى مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ-

৫৭৭৫ আবু নুয়াইম (র).....আব্বাস ইবন সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনু যুবায়ের (রা)-কে মক্কায় মিশ্বারের উপর তার খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলছেন : হে লোকেরা! নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন যে, যদি আদম সম্ভানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে এরকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকবে। আর তাকে এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন।

৫৭৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَنِ الْكَعْبِ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَلَكُمُ التَّكَاثُرُ-

৫৯৯৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেন : যদি আদম সন্তানের স্বর্ণপরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ছাড়া অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভবত এ কুরআনেরই আয়াত। অবশেষে (সূরায়ে তাকাসুর) নাথিল হলো।

২৬৭২ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، قَالَ عُمَرُ أَلَلَّهُمُ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيْنَتْ لَنَا أَلَلَهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ -**

২৬৯৩. অনুচ্ছেদ : নবী সাবিতরুহ -এর বাণী : এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর। মহান আল্লাহর বাণী : মানুষের জন্য (দুনিয়াতে) মনোহর করে দেওয়া হয়েছে কাজিজত জিনিসগুলোর মায়া-মহক্বতকে অর্থাৎ নারীকুল ও সন্তান-সন্ততি এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। (৩ : ১৪) উমর (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যেসব জিনিস চিত্তাকর্ষক করে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম। ইয়া আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি এগুলোকে যথাযথ খরচ করতে পারি

৫৯৯৭ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَالُ وَرَبِّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى -**

৫৯৯৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাবিতরুহ -এর কাছে মাল চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবারও চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন : এই ধন-সম্পদ সুফয়ানের বর্ণনামতে নবী সাবিতরুহ বললেন : হে হাকীম! অবশ্যই এই মাল শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য এটাকে বরকতময় করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লোভ সহকারে নেবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায়, কিন্তু পেট ভরে না। আর (জেনে রেখো) উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।

২৬৭৪ **بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ**

২৬৯৪. অনুচ্ছেদ : মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে

৫৭৭৮ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثِهِ مَا آخَرَ-


৫৭৭৮ আমর ইব্ন হাফস (র) আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে সবাই তার নিজের সম্পদকে সবচাইতে বেশি প্রিয় মনে করি। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর পিছনে যা ছেড়ে যাবে তা ওয়ারিছের মাল।

২৬৭০ بَابُ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْأَقْلُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا إِلَى قَوْلِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২৬৯৫. অনুচ্ছেদ : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে এবং তারা যা করে থাকে (১১ : ১৫-১৬)

৫৭৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقَاوُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَفَنَفَخَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثْتُ عِنِّي فَنَاطَلَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَمَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، قَالَ بِشِيرٍ أُمَّتِكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا

جَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ
 الْخَمْرَ . قَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ
 الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهَذَا وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
 أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَدَّثْتُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلُ
 لَا يَصِحُّ إِنَّمَا أوردناه لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي
 الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلُ
 أَيْضًا لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 عِنْدَ الْمَوْتِ -

৫৯৯৯ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের
 হলাম। তখন নবী  -কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোন লোক ছিল না। আমি মনে করলাম,
 তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপসন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে
 লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি
 বললাম, আমি আবু যার। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন : ওহে
 আবু যার, এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই
 কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে,
 বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত)। তারপর আমি আরও
 কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন : তুমি এখানে বসে থাক। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে
 চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই
 বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি আমার দৃষ্টির
 অগোচরে চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি
 তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন
 আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ
 আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো
 আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি এই
 কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতদের সুসংবাদ দেবেন যে,
 যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা
 করলাম, ওহে জিবরাঈল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললামঃ
 যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললাম : যদিও সে চুরি করে আর
 যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে। নযর (র) আবুদদারদা (রা) থেকে অনুরূপ
 বর্ণনা করেছেন। আবুদদারদা থেকে আবু সালিহের বর্ণনা মুরসাল, যা সহীহ নয়। আমরা পরিচয়ের জন্য

এনেছি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তবে এ সুসংবাদ এ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে, যদি সে তওবা করে আর মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।

২৬৭৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي أُحْدَا ذَهَبًا

২৬৯৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : আমার জন্য উছদ সোনা হোক; আমি তা কামনা করি না

[৬০০০] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحْدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أُحْدٍ هَذَا ذَهَبًا يَمْضِي عَلَى ثَالِثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصَدُهُ لِذَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أُحْدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ-

[৬০০০] আল হাসন ইব্নুর রাবী (র)..... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার কংকরময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উছদ আমাদের সামনে এল। তখন তিনি বললেন : হে আবু যার! আমি বললাম, লাঝাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : আমার নিকট এ উছদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন : জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্লাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন : তুমি এখানে থাক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করো। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, সম্ভবত তিনি কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছেই যেতে

চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্বরণ হলো যে, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটা শব্দ শুনে তো শংকিত হয়ে পড়ছিলাম। বাকী ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি শব্দ শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : ইনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার কাছে এসে বললেন : আপনার উম্মাতের কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন : যদিও সে যিনা করে এবং যদিও চুরি করে।

[৬০০১] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَّيْنِي أَنْ لَا تَمُرُّ عَلَى ثَلَاثَ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِذَيْنِ-

[৬০০১] আহমাদ ইবন শাবীব (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ব বলেন : আমার জন্য উহুদের সমতুল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না— তাতেই আমি সুখী হবো। তবে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য হয় (তা ব্যতিক্রম)

২৬৯৭. بَابُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَقَوْلُهُ : أَيَحْسَبُونَ أَنْ مَانِمِذْهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، إِلَى قَوْلِهِ عَامِلُونَ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمْ يَعْمَلُوهَا لَا بَدُّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا-

২৬৯৭. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা কি ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যেসব ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করছি করে যাচ্ছে, পর্যন্ত

[৬০০২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

[৬০০২] আহমাদ ইবন ইউনুস (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী বলেছেন : বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।

২৬৯৮. بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

২৬৯৮. অনুচ্ছেদ : দরিদ্রতার ফযীলত

[৬০০৩] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا

رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ أَنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ ،
وَأَنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ أَنْ
خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَأَنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ ، وَأَنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلِّ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا-

৬০০৩ ইসমাঈল (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ
-এর পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি তার কাছে বসা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে
তোমার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তো একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! তিনি
এমন মর্যাদাবান যে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কারো জন্য সুপারিশ করলে তা
গ্রহণযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক ব্যক্তি নবী -এর পাশ
দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার অভিমত
কি? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি তো এক গরীব মুসলমান। এ এমন ব্যক্তি যে, যদি সে বিয়ের
প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি কারো সুপারিশ করে, তবে তা কবুলও হবে না। এবং যদি
সে কোন কথা বলে, তবে তা শোনার যোগ্য হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ দুনিয়া ভরা আগের
ব্যক্তি থেকে এ ব্যক্তি উত্তম।

٦.٠٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
قَالَ عَدْنَا خَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ
فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ
نَمْرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرْنَا النَّبِيَّ
ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْأَذْخَرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ
يَهْدُبُهَا-

৬০০৪ আল হুমায়দী (র)..... আবু ওয়াহিল (র) বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাবাব (রা)-এর সুশ্রায
গেলাম। তখন তিনি বললেন : আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী -এর সঙ্গে (মদীনায়)
হিজরত করেছি; যার সাওয়াব আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ
সাওয়াব দুনিয়াতে লাভ করার আগেই বিদায় নিয়েছেন। তন্মধ্যে মুসআব ইবন উমায়র (রা), তিনি তো
উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধু একখানা চাদর রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা
ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। নবী -এর আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তা
দিয়ে মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর কিছু 'ইখ্থির' ঘাস বিছিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও
অনেক রয়েছেন, যাদের ফল পাকছে এবং তারা তা সরবরাহ করছেন।

৬.০৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. تَابِعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -

৬০০৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরীব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জাহান্নামী স্ত্রীলোক।

৬.০৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ -

৬০০৬ আবু মা'মার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমৃত্যু টেবিলের উপর খাবার খাননি আর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মসৃণ রুটি খেতে পাননি।

৬.০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوَفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَفِيٍّ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكَلَّتُهُ فَفَنِي -

৬০০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করলেন যে, তখন কোন প্রাণী খেতে পারে আমার তাকের উপর এমন কিছু ছিল না। তবে আমার তাকে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে (পরিমাপ না করে) বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। একদা মেপে নিলাম, যদ্বরুন তা শেষ হয়ে যায়।

২৬৯৭ بَابُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَخَلُّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

২৬৯৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনযাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন

৬.০৮ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوِ مَنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشْدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ

كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّبِي أَبُو الْقَاسِمِ عليه السلام فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَى وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِ ثُمَّ قَالَ أَبَاهُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأْذَنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبْنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبْنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةٌ قَالَ أَبَاهُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَأَدْعُهُمْ لِي ، قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا آتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا آتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَ نَبِيٌّ ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبْنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبْنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبْنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بَدُ فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا ، فَاسْتَأْذَنُوا فَأْذَنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ يَا أَبَاهُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ فَأَعْطِيهِ ، وَالْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوْى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عليه السلام وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ يَا أَبَاهُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ أَشْرَبْ فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالُ يَقُولُ أَشْرَبْ ، حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ-

৬০০৮ আবু নূয়াইম (র) আবু হুরায়রা (রা) বলতেন : আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর (রা) যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাহলে আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। এ সময়ও আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে আবুল কাসিম রাঃ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কি অস্থিরতা বিরাজমান এবং আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন : তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে ঢুকবার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন : এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তুমি সুফ্যাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফ্যাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিল না এবং তাদের কোন সম্পদ ছিল না এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। যখন কোন সাদাকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এলো। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্যাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম। এরপর যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাঁদেরকে দেই, আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এক্রূপে দিতে দিতে নবী রাঃ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর নবী রাঃ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আর বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হাযির, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : এখন তো আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। (আমার পেটে) আর পান করার মত জায়গা আমি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে বাকীটা পান করলেন।

৬.৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ

الْأَوْرَقُ الْحُبْلَةُ وَهَذَا السَّمُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعْزَرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خَبْتُ أَذِنَ وَضَلَّ سَعَى -

৬০০৯ মুসাদ্দাদ (র)..... কায়স (র) বর্ণনা করেন, আমি সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহ্র পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন নিজেদেরকে যে দুব্লাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া খাবারের কিছুই ছিল না, অবস্থায় দেখেছি। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার ন্যায় পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুকনো। অথচ এখন আবার বনু আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরস্কার করেছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

৬.১. حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بَرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ -

৬০১০ উসমান (র) আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে লাগাতার তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিন দিন গমের রুটি পরিভুক্ত হয়ে খাননি।

৬.১১ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا أَحَدًا هُمَا تَمْرٌ -

৬০১১ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুরমা খেয়েছেন।

৬.১২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ وَحَشَوهُ مِنْ لَيْفٍ -

৬০১২ আহমাদ ইব্ন আবু রাজা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা চামড়ার তৈরি ছিল এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ।

৬.১৩ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازَهُ فَقَالَ كُلُّوْا فَمَا أَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مَرْقَقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ -

৬০১৩ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে এমন অবস্থায় যেতাম যে, তাঁর বাবুর্চি (মেহমান আপ্যায়নের জন্য) দণ্ডায়মান। আনাস (রা)

বলতেন, আপনারা খান। আমি জানি না যে, নবী ﷺ ইতিকালের সময় পর্যন্ত একটা চাপাতি রুটিও চোখে দেখেছেন। আর তিনি কখনও একটি ভূনা ছাগল নিজ চোখে দেখেননি।

৬.১৪ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نَوْقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحِيمِ -

৬০১৪ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস অতিবাহিত হয়ে যেত আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্বলিত করতাম না। তখন একমাত্র খুরমা আর পানি চলত। অবশ্য তবে যদি যৎসামান্য গোস্ত আমাদের নিকট এসে যেত।

৬.১৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَسْقِينَاهُ -

৬০১৫ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ আল ওয়াইসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া (রা)-কে বললেন, বোন পুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসুলের গৃহগুলোতে (রান্নার জন্য) আগুন জ্বালানো হতো না। আমি বললাম, আপনাদের জীবন ধারণের কি ছিল? তিনি বললেন, কালো দু'টি জিনিস। খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসার সাহাবীর অনেকগুলো দুগ্ধবতী প্রাণী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা দিত। তখন আমরা তা পান করে নিতাম।

৬.১৬ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا -

৬০১৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন : ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

২৭.. بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

২৭০০. অনুচ্ছেদ : আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা

৬.১৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيْ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَإِذَا كَانَ يَفُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ -

৬০১৭ আবদান (র)..... মাসরুক (র) বর্ণনা করেন। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কি রকম আমল সবচাইতে প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতে কোন সময় উঠতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

৬.১৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

৬০১৮ কুতায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে, সে আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল।

৬.১৭ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَغْدُوا وَرُجُوا وَشَىءٌ مِنَ الدُّالْجَةِ وَالْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلَّغُوا -

৬০১৯ আদাম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কশ্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দেবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেও না? তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি আমল কর, ঘনিষ্ঠ হও। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাজ কর। মধ্যম পস্থা অবলম্বন কর। আঁকড়ে ধর মধ্যমপস্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।

৬.২০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْلَمُوا أَنْ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنْ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ -

৬০২০ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যম পস্থায় নেক আমল করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের কাউকে তার আমল বেহেশতে নেবে না এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়। তা অল্পই হোক না কেন।

৬.২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ -

[৬০২১] মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন : যে আমল নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হোক। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যমত আমল করে যাও।

[৬.২২] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ -

[৬০২২] উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) আলকামা (র) বর্ণনা করেন। আমি মুসলিম-জননী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর আমল কি রকম ছিল? তিনি কি কোন আমলের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, না। তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী ﷺ যেমন সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তোমাদের কেউ কি সে সক্ষমতার অধিকারী?

[৬.২৩] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ قَالَ أَظْنُهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عَفَّانٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَدُّوا وَأَبْشِرُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَدِيدًا سَدَادٌ صِدْقًا -

[৬০২৩] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা ঠিক ঠিকভাবে মধ্যম পন্থায় আমল করতে থাক। আর সুসংবাদ নাও। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো আমল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাগ্ফিরাত ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে আমি ধারণা করছি আবু নাযর.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আফফান (র)....আয়েশা (রা)....নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা সঠিকভাবে আমল কর আর সুসংবাদ নাও। মুজাহিদ বলেছেন, সزاز অর্থ সত্য।

[৬.২৪] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أَرَيْتُ الْآنَ مَنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قَبْلِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَكَ يَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَرَّتَيْنِ -

৬০২৪ ইব্রাহীম ইব্নুল মুনযির (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর মিশরে উঠে মসজিদের কিবলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : যখন আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম, তখন এ প্রাচীরের সম্মুখে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হলো। আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ আর কোন দিন দেখিনি। এ শেষ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

۲۷.۱ بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَى مَنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

২৭০১. অনুচ্ছেদ : ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনের মধ্যে আমার কাছে এই আয়াত থেকে কঠিন আর কিছুই নেই। তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) তোমরা তা বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিতের উপর নেই

৬.২৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةً رَحْمَةً فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْئَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ -

৬০২৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা রহমত সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্নাত লাভ থেকে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহর কাছে শাস্তি সম্পর্কে জানে তা হলে সে জাহান্নাম থেকে বে-পরওয়া হবে না।

۲۷.۲ بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ، إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ -

২৭০২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা। (মহান আল্লাহর বাণী) : ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে। উমর (রা) বলেন, আমরা শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করেছিলাম একমাত্র ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমেই

৬.২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدْخِرُهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِيفُ يُعَفِّهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَلَنْ تَعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -

৬০২৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন। একবার আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যা চাইলেন, তিনি তা-ই দিলেন, এমন কি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাত দিয়ে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : আমার কাছে যা কিছু মালামাল থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সংরক্ষণ করি না। অবশ্য যে নিজেকে মুখাপেক্ষিতামুক্ত রাখতে চায়, আল্লাহ তাকে তাই রাখেন; আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভর হতে চায় না, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবার অপেক্ষা বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কস্মিনকালেও তোমাদেরকে দান করা হবে না।

৬.২৭ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ، فَيَقَالَ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا -

৬০২৭ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... মিয়াদ ইবন ইলাকাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শুবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত সালাত আদায় করতেন, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন : আমি কি অত্যধিক কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

২৭.৩ بَابُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ

২৭০৩. অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

৬.২৮ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَصِينَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

৬০২৮ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

২৭.৪ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ قِيلٍ وَقَالَ

২৭০৪. অনুচ্ছেদ : অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয়

৯.২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةَ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَأَضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ النَّبَاتِ وَعَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০২৯ আলী ইবন মুসলিম (র) মুগীরা ইবন শুবা (রা)-এর কাতিব ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবন শুবা (রা)-কে লিখলেন যে, আপনি আমার কাছে একটা হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুগীরা ইবন শুবা (রা) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ-কে সালাত থেকে ফিরার সময় বলতে শুনেছি। لا اله الا الله..... وهو على كل شيء قدير। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং হাম্দ তাঁরই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথাবার্তা, অধিক সাওয়াল, মালের অপচয়, উচিত বস্তুকে দেওয়া, অনুচিতকে চাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা থেকে। হুশায়ম (র).....আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াররাদ (রা)-কে আল মুগীরা.... নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

২৭.৫ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلُهُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

২৭০৫. অনুচ্ছেদ : যবান সাবধান রাখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে

৬.২০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَقَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ -

৬০৩০ মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর আল মুকাদামী (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফায়ত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

৬.২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ -

৬০৩১ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নয়তো নীরব থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

৬.২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَكْتُ -

৬০৩২ আবুল ওয়ালীদ (র) আবু শুরাইহ আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারী তিন দিন, সৌজন্যসহ। জিজ্ঞাসা করা হলো, সৌজন্য কি? তিনি বললেন : এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

৬.২৩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزُلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ -

৬০৩৩ ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিষ্কিণ হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাসরিক-এর দূরত্বের চাইতে অধিক।

৬.২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَلَاءٌ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَلَاءٌ يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ-

৬০৩৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে-কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।

২৭.৬ بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

২৭০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কাঁদা

৬.২৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ-

৬০৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দেবেন। এক জাতীয় ব্যক্তি হবে আল্লাহর যিক্র করে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করল।

২৭.৭ بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

২৭০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ভয়

৬.২৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَخَذُونِي فَذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ففَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ فغفر له-

৬০৩৬ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের

লোকদেরকে বলল, যখন আমি মারা যাবো, তখন তোমরা আমাকে নিয়ে (জ্বালিয়ে দেবে) অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তার পরিবারের লোকেরা সে অনুযায়ী কাজ করলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই ভস্ম একত্রিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যা করলে, তা কেন করলে? সে বললো, একমাত্র আপনার ভীতিই আমাকে এটিতে বাধ্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

[৬.২৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا يَعْزِي أَعْطَاهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لِبَنِيهِ أَيُّ أَبِ كُنْتُ؟ قَالُوا خَيْرًا، قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا. فَسَرَّهَا قَتَادَةُ لَمْ يَذْخِرْ وَإِنْ يَفْقَدُ عَلَى اللَّهِ يَعْذِبُهُ فَانْظُرُوا فَإِذَا مِتُّ فَاحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَادْرُونِي فِيهَا فَاخْذْ مَوَاشِيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فَقَالَ أَيُّ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ مَخَافَتِكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ فَحَدَّثْتُ أَبَا عُرْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَادْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

[৬০৩৭] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পূর্ব অথবা তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম। সে বললো, যে আল্লাহর কাছে কোন সম্পদ সঞ্চয় রাখেনি, সে আল্লাহর কাছে হাযির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই ভস্ম করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দেবে। এভাবে সে তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা যথাযথ তাই করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, অস্তিত্বে এসে যাও। হঠাৎ এক ব্যক্তিরূপে দণ্ডায়মান হলো। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো, তা একমাত্র আপনার ভয়ে। তখন তিনি এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন আপনার ভীতি অথবা আপনার থেকে সরে থাকার কারণে। আমি আবু উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত করেছেন.... আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মু'আয (র).... উক্বা (র) বলেন : আমি আবু সাঈদ (রা)-কে শুনেছি নবী (সা) থেকে।

২৭.৮ بَابُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي

২৭০৮. অনুচ্ছেদ : সব গুনাহ থেকে বিরত থাকা

[৬.৩৮] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثْنِي وَأَنْتِ أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَجَاءُ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَادَّجَوْا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاَحَهُمْ -

[৬০৩৮] মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো এমন ব্যক্তির মত, যে তার কওমের কাছে এসে বললো, আমি স্ব-চক্ষে শত্রু সেনাদলকে দেখেছি আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্বর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একদল তার কথায় সাড়া দিয়ে শেষ রজনীতে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে বেঁচে গেল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যারোপ করে, যদ্বন্ধন তাদেরকে ভোর বেলায় শত্রুসেনা এসে সমূলে নিপাত করে দিল।

[৬.৩৯] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَأَنَّا اخَذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا -

[৬০৩৯] আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগলো। কিন্তু তারা আগুনে পড়ে মরলো। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে দোষখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

[৬.৪.] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ -

৬০৪০ আবু নুয়াঈম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমান (প্রকৃত) সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির (প্রকৃত) সে, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

২৭.৭ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا**

২৭০৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম

৬.৪১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا-

৬০৪১ ইয়াহইয়া ইব্ন যুকাইর (র) আবু হুরায়রা (রা) বলতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

৬.৪২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬০৪২ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

২৭১. **بَابُ حُجَبَتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ**

২৭১০. অনুচ্ছেদ : প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টিত করা হয়েছে

৬.৪৩ حَدَّثَنَا اسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُجَبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجَبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-

৬০৪৩ ইসমাঈল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।

২৭১১ **بَابُ الْجَنَّةِ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ**

২৭১১. অনুচ্ছেদ : জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ

৬.৪৪ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ -

[৬০৪৪] মুসা ইব্ন মাসউদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চাইতেও বেশি কাছাকাছি আর জাহান্নামও তদ্রূপ।

[৬.৪৫] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ-

[৬০৪৫] মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক সত্য কবিতা যা জনৈক কবি বলেছেন : “তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই অনর্থক।”

২৭১২ بَابُ لِيَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ

২৭১২. অনুচ্ছেদ : মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চস্তর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়

[৬.৪৬] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْظُرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضِلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ-

[৬০৪৬] ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

২৭১৩ بَابُ مَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ

২৭১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের

[৬.৪৭] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْدُ أَبُو عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ وَالْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ بِهَا عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ-

৬০৪৭ আবু মা'মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (হাদীসে কুদসী স্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছা করল ভাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।

২৭১৬ بَابُ مَا يَتَّقِي مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ : সগীরা শুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

৬.৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَوْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ -

৬০৪৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) বলেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নবী ﷺ -এর যমানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন অর্থাৎ المهلكات ধ্বংসাত্মক।

২৭১৫ بَابُ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

২৭১৫ অনুচ্ছেদ : আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল, আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা

৬.৪৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَمَا سَتَعَجَلَ الْمَوْتُ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا -

৬০৪৯ আলী ইব্ন আইয়্যাস (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকের চাইতে ধনী ছিল। তিনি বললেন : কেউ যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল, সে তারই তরবারীর অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষস্থল ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন : কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতী লোকের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে হয়। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই মানুষের যাবতীয় আমল পরিণামের সাথে নির্ভরশীল।

২৭১৬ بَابُ الْعِزَّةِ رَاحَةً مِنْ خُلَاطِ السُّوءِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ : অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শাস্তিদায়ক

৬.০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابِعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرُهُ-

৬০৫০ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলান্নাহ্! কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন : সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর সে ব্যক্তি যে পর্বতের কোন গুহায় তার রবের ইবাদত করতে থাকে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়। যুবাযদী সুলায়মান (র) ও নো'মান (র) যুহরী (র) থেকে শুআইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। মা'মার (র)..... আবু সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস (র), ইব্ন মুসাফির (র) ও ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) জনৈক সাহাবী কর্তৃক নবী (সা) থেকে অর্থাৎ আবুল ইয়ামানের হাদীসের ন্যায় “কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম বর্ণনা করেছেন।”

৬০৫১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَّبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৬০৫১ আবু নুয়ঈম (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। সে তা নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা ও বারি ভূমির অনুসরণ করবে, তাঁর দীনকে নিয়ে ফিতনা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে।

২৭১৭ بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

২৭১৭. অনুচ্ছেদ : আমনতদারী উঠে যাওয়া

৬০৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -

৬০৫২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমানত কেমন করে নষ্ট হয়ে যাবে, তিনি বললেন : যখন অযোগ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

৬০৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتِهِ عَلَى رَجْلِكَ فَتَنْفِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ،

وَلَقَدْ آتَىٰ عَلَىٰ زَمَانٍ وَمَا أُبَالَىٰ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَىٰ سَاعِيهِ، فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا-

৬০৫৩ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... হযাযফা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নবী ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমালে পর, তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোঙ্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করলাম, সেদিকে জ্রক্ষেপ করতাম না। কারণ সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে নাসরানী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া বেচাকেনা করি না।

৬.০৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا لِلنَّاسِ كَالِإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً-

৬০৫৪ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনেছি। তিনি বলতেন : নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের ন্যায়, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

২৭১৮ بَابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ

২৭১৮. অনুচ্ছেদ : লোকদেখানো ও শোনানো ইবাদত

৬.০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرُهُ، فَذَنُوتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَرَأَى يَرَأَى اللَّهُ بِهِ-

৬০৫৫ মুসাদ্দাদ ও আবু নুআয়ম (র)..... সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি নবী ﷺ বলেন। তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাউকে 'নবী ﷺ বলেন' এরূপ বলতে শুনি। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে 'লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে 'লোক দেখানো দেবেন'।

২৭১৭ **بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ**

২৭১৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে

৬.৫৬ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ-

৬০৫৬ হুদ্বাহ ইবন খালিদ (র)..... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সহযাত্রী হলাম। অথচ আমার ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান ছিল শুধু সাওয়ারীর গদির কাঠ-খণ্ড। তিনি বললেন : হে মুয়ায! আমি বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন : হে মুয়ায! আমি বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন : হে মুয়ায ইবন জাবাল! আমিও আবার বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানো যে, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন : বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার আবার ডাকলেন, হে মুয়ায ইবন জাবাল! আমি বললাম, লাক্বাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : যদি বান্দা তা করে তখন আল্লাহ্র কাছে বান্দার প্রাপ্য কি হবে, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : তখন বান্দার হক আল্লাহ্র কাছে হলো তাদেরকে আযাব না দেওয়া।

২৭২. بَابُ التَّوَاضُّعِ

২৭২০. অনুচ্ছেদ : তাওয়াজু (বিনয়)

৬.০৭ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُسَمَّى الْعُضْبَاءُ، وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْعُضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ—

৬০৫৭ মালিক ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর 'আয্বা' নামী একটি উটনী ছিল। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার একজন বেদুঈন তার একটি উটে সাওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কঠোর মনে হল। তারা বলল যে, 'আয্বা'কে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো, দুনিয়ার কোন জিনিসকে উত্তীর্ণ করা হলে তাকে পতিতও করা হয়।

৬.০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجُلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَنْ اسْتَغَاذَنِي لَأُعِذَّنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ—

৬০৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি যা তার উপর ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান দিয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ দিয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত দিয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা দিয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু

সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি-না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।

২৭২১ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-**

২৭২১. অনুচ্ছেদ : নবী আল্লাহর রাসূল -এর বাণী : “আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু’টি অঙ্গুলীর ন্যায়।” (আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ) আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্ত্বর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৬ : ৭৭)

৬.৫৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِإصْبَعَيْهِ فِيمُدُّ بِهِمَا-

৬০৫৯ সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম। এ বলে তিনি আঙ্গুল দু’টিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

৬.৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ-

৬০৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম।

৬.৬১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ-

৬০৬১ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আমার ও কিয়ামতের আবির্ভাব এ রকম। অর্থাৎ এ দু’টি আঙ্গুলের ন্যায়।

৬.৬২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمْنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفَحْتِهِ فَلَا يَطْعُمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهَا-

৬০৬২ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সকলেই ঈমান নিয়ে আসবে। তখনকার সম্পর্কেই (আল্লাহ তা'আলার বাণী) “সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু'ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উটনীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরি করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খেতে পারবে না।

২৭২২ بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

২৭২২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

৬.৬৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْئٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -

৬০৬৩ হাজ্জাজ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করেন না। তখন আয়েশা (রা) অথবা তাঁর অন্য কোন সহধর্মিণী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পসন্দ করি না। তিনি বললেন : বিষয়টা এরূপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে, যখন মু'মিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন তার সামনের সুসংবাদের চাইতে তার নিকট বেশি পসন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পসন্দ করে, আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনের আযাবের সংবাদের চাইতে তার কাছে অধিক অপসন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা অপসন্দ করে, আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন।

৬.৬৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ-

৬০৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) আবু মূসা আশ্বারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর মুলাকাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার মুলাকাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মুলাকাতকে ভালবাসে না, আল্লাহ তা'আলাও তার মুলাকাত ভালবাসেন না।

৬.৬৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نُرِلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي غَشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ ثُمَّ أَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قُلْتُ اإِذْ لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى-

৬০৬৫ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, কোন নবীরই (জান) কব্ধ করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা না দেখানো হয়, আর তাঁকে (জীবন অথবা মৃত্যুর) অধিকার না দেওয়া হয়। সুতরাং যখন নবী ﷺ -এর মৃত্যুকাল ঘনিযে এলো, এ সময় তাঁর মাথা আমার রানের উপর

ছিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বেহুঁশি থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর চোখ উপরের দিকে তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ‘আল্লাহ্‌ম্মার রাফীকাল আলা’ (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্‌! আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পসন্দ করলাম)। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তখনই আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এখন আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হচ্ছে সেই হাদীসের মর্ম, যা তিনি ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং এটাই ছিল তার শেষ কথা, যা তিনি বলেছেন : اللهم الرفيق الأعلى—“আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।”

২৭২৩. بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ-

২৭২৩. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুযন্ত্রণা

৬.৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو وَذَكَوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلبَةٌ فِيهَا مَاءٌ يَشْكُ عُمَرُ فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ-

৬০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মুন (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একপাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন)। তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পানির মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মসেহ করতেন এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ বলতেন। আরও বলতেন : নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে। এরপর দু’হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। ইয়া আল্লাহ্‌! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌঁছিয়ে দিন। এ সময়ই তার (রুহ) কব্বা করা হলো। আর হাত দু’টি ঢলে পড়ল।

৬.৬৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَفَاءً يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنَّ يَعْشَ هَذَا لَا يَدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى يَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامُ : يَعْنِي مَوْتَهُمْ-

৬০৬৭ সাদাকা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের গ্রাম্য লোক নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতো কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন : যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন যে, এ কিয়ামতের অর্থ হলো, তাদের মৃত্যু।

৬.৬৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَا حٌ مِنْهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَا حٌ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالِدَوَابُّ-

৬০৬৮ ইসমাঈল (র) কাতাদা ইবন রিব্বি আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন : সে শান্তি প্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘মুস্তারিহ’ ও ‘মুস্তারাহ মিনহু’-এর অর্থ কি? তিনি বললেন : মু’মিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়।

৬.৬৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَا حٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ-

৬০৬৯ মুসাদ্দাদ (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মৃত ব্যক্তি হয়ত মুস্তারীহ (নিজে শান্তিপ্রাপ্ত) হবে অথবা মুস্তারাহ মিনহু (লোকজন) তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মু’মিন (দুনিয়ার ফিতনা যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে।

৬.৭. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

৬০৭০ হুমায়দী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু’টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

৬.৭১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدَةِ غُدُوَّةٍ وَعَشِيَّةٍ إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تَبْعَثَ-

৬০৭১ আবু নু'মান (র) ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা। তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত।

৬.৭২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا-

৬০৭২ আলী ইবন জা'দ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

২৭২৬ بَابُ نَفْخِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صِيْحَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النَّاقُورُ الصُّورُ ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ

২৭২৪. অনুচ্ছেদ : শিক্ষায় ফুৎকার। মুজাহিদ বলেছেন, শিক্ষা হচ্ছে ডংকা আকৃতির, 'যাযরাহ' মানে চিৎকার, এবং ইবন আব্বাস (রা) বলেন, 'নাকুর' মানে শিক্ষা, 'রাযিফা' প্রথম ফুৎকার 'রাদিফা' দ্বিতীয় ফুৎকার

৬.৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يَفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فَيَمُنَّ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ أَسْتَتَنَى اللَّهَ-

৬০৭৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করল। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ কে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইহুদী বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মূসা (আ)-কে জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাবী বলেন, এতে মুসলমান রাগান্বিত হয়ে গেল এবং ইহুদীর মুখমণ্ডলে একটি চপেটাঘাত করে বসল। এরপর ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার মাঝে এবং মুসলমানের

মাঝে যা ঘটেছিল এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মুসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, আর আমিই হব সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম হুঁশে আসবে। হুঁশ হয়েই আমি দেখতে পাব যে মুসা (আ) আরশে আযীমের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না মুসা (আ) কি সেই লোক যিনি বেহুঁশ হবেন আর আমার পূর্বেই প্রকৃতিস্থ হয়ে যাবেন। নাকি তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া থেকে সতন্ত্র রেখেছেন।

৬.৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَاذَا مُوسَى أَخَذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرَى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ، رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৭৪ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত হবে তখন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে হুঁশ হয়ে দাঁড়াবে। আর আমি দেখতে পাব যে, মুসা (আ) আরশে আযীমকে ধরে আছেন। মূলত আমি জানি না যে, তিনি বেহুঁশীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? এ হাদীস আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৭২৫ بَابُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ২৭২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুষ্টিতে নেবেন। এ কথা নাসী' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬.৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ -

৬০৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা যমীনকে আপন মুঠোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন : “আমিই বাদশাহ্, দুনিয়ার বাদশাহ্ কোথায়?”

৬.৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُ هَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السُّفْرِ نَزْلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَاتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنَزْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ

خُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أُخْبِرَكَ بِإِدَامِهِمْ بِالْأَمِّ وَنُونٌ . قَالُوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِ هِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا -

৬০৭৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা বেহেশতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইহুদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও সেইরূপই বলল)। এবার নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন : তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন : তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নুন। সাহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন : ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

৬.৭৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لَاحِدٌ -

৬০৭৭ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রুটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুই চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না।

২৭২৬ بَابُ كَيْفِ الْحَشْرِ

২৭২৬. অনুচ্ছেদ : হাশরের অবস্থা

৬.৭৮ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَنْثَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةِ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَيُحْشَرُ بِقِيَّتِهِمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبَيَّتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا -

৬০৭৮ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।

৬.৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ الْيَسَّ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٌ رَبَّنَا -

৬০৭৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র নবী। অধোবদন অবস্থায় কাফেরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন : দুনিয়াতে যে মহান সত্তা (মানুষকে) দু'পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন? তখন কাতাদা (রা) বললেন, আমাদের রবের ইচ্ছাতের কসম! হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন।

৬.৮. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ حِفَاةً عُرَاءَ مَشَاةٍ غُرُلًا، قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِمَّا يُعَدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৮০ আলী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসকে ঐ সমস্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে স্বয়ং শুনেছেন।

৬.৮১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ حِفَاةً عُرَاءَ غُرُلًا -

৬০৮১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিন্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মূলাকাত করবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।

৬.৮২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حِفَاةَ عُرَاةٍ غَرَلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ آيَةً ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَاَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ ، فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ -

৬০৮২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত : كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বাম ওয়ালাদের (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কি করেছে। তখন আমি আরয় করব, যেমন আরয় করেছে নেক্কার বান্দা অর্থাৎ ঈসা (আ) আয়াত الْحَكِيمُ..... পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম..... الْحَكِيمُ পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : এরপর জবাব দেওয়া হবে। এরা সর্বদাই দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।

৬.৮৩ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُونَ حِفَاةَ عُرَاةٍ غَرَلًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَهُمَّهُمْ ذَاكَ -


৬০৮৩ কায়স ইব্ন হাফস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন : এইরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।

৬.৮৪ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ أَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ-

৬০৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক তাঁবুতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা বেহেশতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে বেহেশতে কেবলমাত্র মুসলমানগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছে এমন, যেমন কাল ঘাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম। অথবা লাল ঘাঁড়ের চামড়ার ওপর কাল পশম।

৬.৮৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَرَأَى ذُرِّيَّتَهُ فَيَقَالُ هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ أَخْرَجَ بَعَثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ يَارَبِّ كَمْ أَخْرَجَ، فَيَقُولُ أَخْرَجَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ- فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَخَذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَ هُوَ تَسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأَمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ-



৬০৮৫ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর বংশধরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম (আ)। জবাবে তারা বলবে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ হাযির! হাযির! মোরা তব খিদমতে হাযির! এরপর তাঁকে আল্লাহ বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আ) বলবেন, প্রভু হে! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : প্রতি একশ' থেকে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি একশ' থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর

আমাদের মাঝে বাকী থাকবে কি? তিনি  বললেন : নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ের গুত্র পশমের ন্যায়।

২৭২৭ **بَابُ إِنْ زَلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْئٌ عَظِيمٌ ، أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ، اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ**

২৭২৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার (২২ : ১)।
কিয়ামত আসন্ন (৫৩ : ৫৭)। কিয়ামত আসন্ন (৫৪ : ১)

৬.৮৬ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ - فَأُشْتُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثَلَاثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ -

৬০৮৬ ইউসুফ ইবন মুসা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ  বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামীদের (দেওয়ার জন্য) বের কর। আদম (আ) আরম্ভ করবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) : আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ্জঃ ২) এটা সাহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন : তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াযুয ও মাযুয থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহ

আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন : শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উম্মাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।

২৭২৮ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ الْآلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ الْوُصْلَاتُ فِي الدُّنْيَا -**

২৭২৮. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণী : তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে। (৮৩ : ৪, ৫, ৬) **وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ** সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে

৬.৮৭ **حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ -**

৬০৮৭ ইসমাঈল ইবন আবান (র) ইবন উমর (রা) নবী সহ সাহাবা ও অন্যান্য সনদ থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : সেই দিন মানুষ তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে। নবী সহ সাহাবা ও অন্যান্য সনদ বলেন : সবাই দণ্ডায়মান হবে ঘামের মাঝে কান পর্যন্ত ডুবে থাকা অবস্থায়।

৬.৮৮ **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَغْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ زَرَأَعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذُنُهُمْ -**

৬০৮৮ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সহ সাহাবা ও অন্যান্য সনদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

২৭২৯ **بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ الْحَاقَّةُ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقِ الْأُمُورِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدٌ وَالْقَرِيعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ -**

২৭২৯. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ। কিয়ামতের আরেক নাম **الحاقة**—যেহেতু সেই দিন বিনিময় পাওয়া যাবে এবং সমস্ত কাজের বদলা পাওয়া যাবে **الحاقة** এবং **الحاقة**—এর একই অর্থ। অনুরূপভাবে **القارعة الغاشية الصاخة** কিয়ামতের নাম। **التغابن**—এর অর্থ জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে বিস্মৃত করে দেবে

৬.৮৭ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْإِمَاءِ -

৬০৮৯ উমর ইবন হাফস (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

৬.৯. حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ -

৬০৯০ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গোনাহ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

৬.৯১ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَاصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا -

৬০৯১ আয়াতে কারীমা مِنْ غِلٍّ-এর তাৎপর্যে সালত ইবন মুহাম্মদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে খালাস পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। শপথ ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর জান, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানকে চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।

২৭২. بَابُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذَابٌ

২৭৩০. অনুচ্ছেদ : যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে

৬.৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذِبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرَضُ-

৬০৯২ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি এরূপ বলেন নি “অচিরেই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে,” তিনি বলেন, তা তো হবে শুধু পেশ করা মাত্র।

৬.৯৩ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৯৩ আমার ইবন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। ইবন জুরাইজ, মুহাম্মদ ইবন সুলাইম, আইউব ও সালিহ ইবন রুস্তম, ইবন আবু মুলাইকা আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত রূপ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।

৬.৯৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَّا يُنَاقِشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَذِبَ-

৬০৯৪ ইসহাক ইবন মানসুর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যারই হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। [আয়েশা (রা) বলেন] আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তা পেশ করা বৈ কিছুই নয়। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে নিঃসন্দেহে আযাব দেওয়া হবে।

৬.৯৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ :
يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ أَوْ كَانَ لَكَ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ
تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سَأَلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

৬০৯৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ও মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত
যে, নবী ﷺ বলতেন : কিয়ামতের দিন কাফেরকে হাযির করা হবে আর তখন তাকে বলা হবে, তোমার
যদি পৃথিবী ভরা স্বর্ণ থাকত তাহলে কি তার বিনিময়ে তুমি আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হ্যাঁ
চাইতাম। এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে সহজতর বস্তুটি (তৌহীদ) চাওয়া হয়েছিল।

৬.৯৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَأْمِنُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكْلُمُهُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانِي ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ، ثُمَّ
يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ -

৬০৯৬ উমর ইবন হাফস (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ
বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা
ও আল্লাহর মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা নযর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে
পুনরায় তার সামনের দিকে নযর ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম
থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজকে রক্ষা করে।

৬.৯৭ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ
ثَلَاثًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৬০৯৭ আ'মাশ (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন :
তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার
বললেন : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে
নিলেন। তিনি তিনবার এইরূপ করলেন। এমন কি আমরা মনে করতে লাগলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ
করেছেন। এরপর আবার বললেন : তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যদি
তাও সম্ভব না হয় তবে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ কর)।

২৭৩১. بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

২৭৩১. অনুচ্ছেদ : সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে

৬.৯৮ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ح وَحَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعَشْرَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخُمْسَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ وَحَدَهُ ، وَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَبِيرٍ ، قُلْتُ يَا جُبَيْرُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَبِيرٍ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدْ آمَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ ابْنُ مُحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ—

৬০৯৮ ইমরান ইবন মায়সারাহ ও উসায়দ ইবন যায়িদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোন নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোন নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোন নবী একা একা যাচ্ছেন। নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। আমি বললাম : হে জিবরাঈল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। তবে আপনি উর্ধ্বলোকে নজর করুন! আমি নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক। তাদের কোন হিসাব হবে না, হবে না তাদের কোন আযাব। আমি বললাম, তা কেন! তিনি বললেন, তারা কোন দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুকের শরণাপন্ন হত না এবং কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করত। তখন উক্বাশা ইবন মিহসান নবী করীম ﷺ-এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : “হে আল্লাহ্! তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।” এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : উক্বাশা তো দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

৬.৯৯ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تَضِيئُ وَجُوهُهُمْ إِضَاءَةً

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنَ الْأَسَدِيِّ يَرْفَعُ نَمْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৬০৯৯ মুআয ইব্ন আসাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এতদশ্রবণে উক্বাশা ইব্ন মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : উক্বাশা তো উক্ত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

৬১.. حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا مُتَمَسِكِينَ أَخَذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

৬১০০ সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী (আবু হাযিম)-এর এ দুসংখ্যার মাঝে সন্দেহ রয়েছে। তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

৬১.১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَأَمُوتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَأَمُوتَ خُلُودًا -

৬১০১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। হে জান্নাতের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন।

৬১.২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَمْ يَمُوتُوا وَلِأَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ لَمْ يَمُوتُوا -

৬১০২ আবুল ইয়ামন (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই।

২৬২২ بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، عَذْنُ خُلْدٍ ، عَدْنَتْ بَارِضٍ أَقَمْتُ ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ فِي مَعْدِنٍ صِدْقٍ فِي مَنَبِتٍ صِدْقٍ

২৭০২. অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হল মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ শুর্দা। عَذْنُ অর্থ সর্বদা থাকা, عدنت বারুজ অর্থ আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে مَعْدِنُ এসেছে। যেখান থেকে সততা বের হয় —فِي مَعْدِنٍ صِدْقٍ

৬১.৩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬১০৩ উসমান ইবন হায়সাম (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আবার জাহান্নামে উঁকি দিতে দেখতে পেলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

৬১.৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَةً مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدْرِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةً مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬১০৪ মুসাদ্দাদ (র) উসামা ইবন যায়িদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়লাম, (এরপর দেখতে পেলাম যে) তথায় যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই নিঃশব্দ। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এরপর আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে দাঁড়লাম। তখন (দেখতে পেলাম যে) এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

৬১.৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِيًا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَامُوتَ يَا أَهْلَ النَّارِ لَامُوتَ فَيَزْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ-

৬১০৫ মু'আয ইব্ন আসাদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! (এখন আর কোন) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্ণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৬১.৬ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَأَهْلَ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَأَنْرَضِي وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَأَنَا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبِّ وَآيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا -

৬১০৬ মু'আয ইব্ন আসাদ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে সন্তোষন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চাইতেও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, প্রভু হে! এর চাইতেও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।

৬১.৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ

أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكَ الْآخَرَى تَرِ مَا صَنَعُ فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْهَبِلْتَ أَوْ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ-

৬১০৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারিসা (রা) শহীদ হলেন। আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়; আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেলে! জান্নাত কি একটা না কি? জান্নাত তো অনেক। আর সে হারিসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মাঝে।

৬১১. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وَقَالَ اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادُ الْمُضْمِرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا-

৬১০৮ মু'আয ইবন আসাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে। ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়ায় অতিক্রম করতে পারবে না। রাবী আবু হাযিম বলেন, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইবন আবু আইয়্যাস (র)-এর সমীপে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমার কাছে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

৬১.৯ حَدَّثَنَا فَتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو

حَازِمٍ أَيُّهَمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ أَخَذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوْلَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ
وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

৬১০৯ কুতায়বা (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয়ই আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবু হাযিম জানেন না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'টি সংখ্যার মাঝে কোনটি বলেছেন। (তিনি এই মর্মে আরও বলেন যে) তারা একে অপরের হাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

৬১১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ
النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ
فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ -

৬১১০ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) সাহল (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতের মাঝে তাদের কামরাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন আকাশের মাঝে তোমরা তারকাসমূহ দেখতে পাও। (সনদাত্তরুজ্জ) রাবী আবদুল আযীয বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইবন আবু আইয়্যাকাকে বলেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আবু সাঈদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি। এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন “যে রূপ অন্তর্মান তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা দেখে থাক।”

৬১১১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَاهُونَ أَهْلُ النَّارِ
عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ،
فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صَلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَابَيْتُهُ
إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي -

৬১১১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাব প্রাপ্ত লোককে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত কিছু আছে তার তুল্য কোন সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজকে (আযাব থেকে) মুক্ত করত? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও সহজতর বস্তুর প্রত্যাশা করেছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে বর্তমান ছিলে। আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর তুমি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে অংশী স্থাপন করলে।

৬১১২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ ، قُلْتُ مَا الثَّعَارِيرُ ؟ قَالَ الضَّغَابِيرُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمَهُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ نَعَمْ-

৬১১২ আবু নু'মান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যেমন তারা সা'আরীর। (রাবী জাবির বলেন) আমি বললাম সা'আরীর কি? তিনি বললেন : সা'আরীর মানে যাগাবীস (শৃগালের বাক্সাসমূহ)। বের হওয়ার সময় তাদের মুখ থাকবে ভাঙ্গা (দাঁত পড়া)। (সনদাত্তুর্ভূক্ত রাবী হাম্মাদ বলেন) আমি আবু মুহাম্মদ আমার ইবন দীনারকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শাফাআতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৬১১৩ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَسْمِيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ-

৬১১৩ হুদ্বা ইবন খালিদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আযাবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করবে।

৬১১৪ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٍو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجُوهُ فَيُخْرَجُونَ وَقَدْ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً-

৬১১৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার অন্তকরণে সন্নিবিষ্ট দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে বের কর। কয়লার মত হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত (সজীবনী প্রসবণ)-এর মাঝে তাদেরকে অবগাহিত করা হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে। নবী ﷺ আরও বললেন : তোমরা কি দেখে নাই বীজকাটা উদ্ভিদ কি সুন্দর হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে?

৬১১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تَوَضَّعُ فِي أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ—

৬১১৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেহে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্বলিত অঙ্গার, তাতে তার মগয উথলাতে থাকবে।

৬১১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَحْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ بِالْقُمُقْمِ—

৬১১৬ আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে দু'টি প্রজ্বলিত অঙ্গার। এতে তার মগয টগবগ করতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসী উথলায়।

৬১১৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَاشَّاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَاشَّاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ—

৬১১৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা) জাহান্নামের আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এর থেকে পানাহ চাইলেন। পুনঃ তিনি জাহান্নামের আলোচনা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এর থেকে পানাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজকে রক্ষা কর এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও। আর যে তাও পারবে না সে যেন ভাল কথা বিনিময়ে হলেও আত্মরক্ষা করে।

৬১১৮ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَا وَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحَضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ—

৬১১৮ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন; যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তাঁকে উপকার প্রদান করবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে যা টাখ্নু পর্যন্ত পৌছে রাখা হবে যাতে তাঁর মগজ মূল।

৬১১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَاسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ لِي أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ تَسْمَعُ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعُ ، فَأَرْفَعْ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُلِي حَدًّا ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنَ النَّارِ ، فَادْخُلْهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ فَاقْعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُودُ-

৬১১৯ মুসাদ্দাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তখন তিনি বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে চলে যাও—যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুসা (আ)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন :

তোমারা ঈসা (আ)-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাঙ্গের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেওয়া হবে। বল; তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফাআত কর; তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। কাতাদা (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।

৬১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ-

৬১২০ মুসাদ্দাদ (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে মুহাম্মদ ﷺ-এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে।

৬১২১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَ إِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ لَهَا هَبْلَتْ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ أَمْ جَنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَ إِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابٌ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-

৬১২১ কুতায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের যুদ্ধে হারিসা (রা) অদৃশ্য তীরের আঘাতে শাহাদাতবরণ করলে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার অন্তরে হারিসার স্নেহ-মমতা যে কত গভীর তা তো আপনি জানেন। অতএব সে যদি জান্নাত লাভ করে তবে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করব না। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তবে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমি কি করি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি তো নির্বোধ। জান্নাত কি একটি, না কি অনেক? আর সে তো সবচেয়ে উন্নতমানের জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে। তিনি আরও বললেন : এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তৎ মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসীফ (ওড়না) দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

৬১২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةِ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادُ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ-

৬১২২ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহান্নামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে গুনাহ করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এ জন্য) যেন সে বেশি বেশি শোকর আদায় করে। আর যে কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে তার জান্নাতের ঠিকানাটা দেখানো হবে। যদি সে নেক কাজ করত। (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এজন্য) যেন এতে তার আফসোস হয়।

৬১২৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْلُ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ-

৬১২৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরশ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোন লোকটি? তখন তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খাল্লেস অন্তর থেকে বলে لا اله الا الله

৬১২৬ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُا مَلَأَتْ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَتْ ، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُا مَلَأَتْ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَتْ فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً-

৬১২৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।

৬১২৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ نَفَعْتُ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ-

৬১২৫ মুসাদ্দাদ (র).....আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবু তালিবকে কিছু উপকার করতে পেরেছেন?



২৭২৩ بَابُ الصِّرَاطِ جَسْرُ جَهَنَّمَ

২৭৩৩. অনুচ্ছেদ : সিরাত হল জাহান্নামের পুল

[۶۱۲۶] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تَصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاتَّكُمُ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ -

وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا آتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيَضْرِبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرَّسْلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ فَتَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ الْمُؤَبَّقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخْرَدُلُ ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ أَثَرِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بَوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَّكَ أَنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرَّبَنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ الْيَسَّ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا

تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ وَيَلِك يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتَكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمَوَاقِيقُ إِلَّا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ وَيَلِك يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشَقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالْدُخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ -

৬১২৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমূদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন : সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সাথে চলে যাও। অতএব সূর্যের ইবাদতকারী সূর্যের সাথে, চন্দ্রের ইবাদতকারী চন্দ্রের সাথে এবং মূর্তিপূজারী মূর্তির সাথে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে যে আকৃতিতে জানত, তার ব্যতিক্রম আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রভু যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে (হাঁ) আপনি আমাদের প্রভু। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করবে। এরপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'য়া হবে **اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ** অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক (এক প্রকার তিজ কাঁটা দার গাছ) গাছের কাঁটার ন্যায় কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ । তখন রাসূল  বললেনঃ এ কাঁটাগুলি সা'দানে

কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এমন হবে যে তারা তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতিপয় লোক এমন হবে যে তাদের আমল হবে সরিষা তুল্য নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন। সিজদার চিহ্ন থেকে ফেরেশতারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের ঐ সিজদার স্থানগুলিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ফেরেশতারা তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল' হায়াত' সঞ্জীবনী পানি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনা যেরূপ উদ্ভিদ জন্মায়, পরে এগুলো যেরূপ সজীব হয় তারাও সেরূপ সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর জ্বলন্ত অঙ্গার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে আর তুমি অন্যটির প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ্, তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। সুতরাং তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি কতই না গাদ্দার? সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্যতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের মধ্যস্থিত নিয়ামতগুলি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতইনা গাদ্দার। লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হেসে ফেলবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছা হয় আমার কাছে চাও। সে (বিভিন্ন) আরয়ু করবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : এগুলি তোমার এবং এর সমপরিমাণও তোমার। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। রাবী বলেন যে, এ সময় আবু সাঈদ খুদরী (রা) আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনার মাঝে আবু সাঈদ খুদরীর নিকট কোনরূপ পরিবর্তন ধরা পড়েনি। এমন কি তিনি যখন هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু علیহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি هَذَا لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالُهُ —এটি তোমার এবং এর দশ গুণ' বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ স্মরণ রেখেছি।

كِتَابُ الْحَوْضِ হাউয অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউয অধ্যায়

২৭৩৬ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

২৭৩৪. অনুচ্ছেদ : আব্দুল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। আবদুল্লাহ ইব্ন
যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা হাউযের কাছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া
পর্যন্ত সবর করতে থাকবে

৬১২৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ
لِيُخْتَلَجَنَّ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ تَابِعَهُ
عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ . وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১২৭ ইয়াহইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে পৌঁছব। অন্য সনদে আমার ইব্ন আলী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন
মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে গিয়ে
পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার
সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি আরম্ভ করব, প্রভু হে! এরা তো আমার উম্মত।
তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কি কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না। আসিম আবু ওয়াঈল থেকে তার
অনুসরণ করেছে। এবং হুসাইন হুযায়ফা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬১২৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرُحَ -

৬১২৮ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের সামনে আমার হাউয এর দূরত্ব হবে এতটুকু যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।

৬১২৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنْ أَنَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ-

৬১২৯ আমর ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কাউসার হচ্ছে- 'আল খায়রুল কাসীর' বা অধিক কল্যাণ, যা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করেছেন। রাবী আবু বশির বলেন, আমি সাঈদকে বললাম যে, লোকেরা তো মনে করে সেটি জান্নাতের একটা ঝর্ণা। তখন সাঈদ বললেন, এটা ঐ ঝর্ণা যা জান্নাতের মাঝে রয়েছে। তাতে আছে এমন কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন।

৬১৩০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا-

৬১৩০ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার ঘ্রাণ মিশক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

৬১৩১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ قَدَّرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةٍ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنْ فِيهِ مِنَ الْآبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ-

৬১৩১ সাঈদ ইবন উফায়র আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

৬১৩২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ

الْجَوْفِ، قُلْتُ مَا هَذَا يَاجْبَرِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيبُهُ أَوْطَيْنَهُ مَسْكٌ أَذْفَرُ شَكِّ هُدْبَةٍ-

৬১৩২ আবুল ওয়ালীদ ও হুদবা ইবন খালিদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক বর্ণার কাছে এলে দেখি যে তার দু'টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রভু আপনাকে প্রদান করেছেন। তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশ্ক এর সুগন্ধি। হুদবা (র) সন্দেহ করেছেন।

৬১৩৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتَهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ-

৬১৩৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার সামনে আমার উম্মতের কতিপয় লোক হাউয়ের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে।

৬১৩৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْ مَرٍّ عَلَى شَرْبٍ وَمِنْ شَرْبٍ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتَهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِي. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَحَقًا بَعِيدٌ سَحَقَةً، وَأَسْحَقَهُ أَبَعْدَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنُ سَعِيدٍ الْحَبْطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَرُدُّ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيَحْلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى-ح وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلُّونَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيَحْلُونَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৩৪ সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র) সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের আগে হাউয়ের ধারে পৌছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউয়ের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউয়ে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। বারী আবু হাযিম বলেন, নুমান ইব্ন আবু আইয়্যাস আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহ্ল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অধিক শুনেছি। নবী ﷺ বলেছেন : আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল ﷺ বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سحقا অর্থ দূরত্ব سحيق অর্থ দূর, واسحقة وسحقة অর্থ তাকে দূর করে দিয়েছে।

আহমাদ ইব্ন শাবীব ইব্ন সাঈদ হাবাতী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত থেকে একদল লোক কিয়ামতের দিন আমার সামনে (হাউয়ে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয় থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। শু'আইব (র) যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে فَيُحْلَوْنَ বর্ণিত। উকায়ল فَيُحْلَوْنَ বলেছেন। যুবাযদী আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬১৩৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرْدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحْلَوْنَ عَنْهُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

৬১৩৫ আহমদ ইব্ন সালিহ (র)..... সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (র) নবী ﷺ -এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউয়ে কাউসারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

৬১৩৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ هَلُمَّ، فَقُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ هَلُمَّ،

قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالَ إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بِعَدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ فِيهِمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلٍ نَعْمَ-

৬১৩৬ ইব্রাহীম ইবনুল মুনির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি (হাশরের ময়দানে) দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ দেখতে পাব একটি দল এবং আমি যখন তাদেরকে চিনে ফেলব, একটি লোক বেরিয়ে আসবে। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে এবং সে বলবে, আপনি আসুন। আমি বলব, কোথায়? সে বলবে, আল্লাহর কসম জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয় এরা আপনার ইত্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদ দিকে সরে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ আরেকটি দল দেখতে পাব। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসবে। সে বলবে, আসুন! আমি বলব কোথায়? সে বলবে আল্লাহর কসম, জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয়ই এরা আপনার ইত্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদপানে ফিরে গিয়েছিল। আমি মনে করি এরা রাখাল ছাড়া উটের মতো কম পরিমাণে নাজাত পাবে।

৬১৩৭ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي-

৬১৩৭ ইব্রাহীম ইবনুল মুনির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিন্বর আমার হাউযের ওপরে অবিস্থত।

৬১৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

৬১৩৮ আবদান (র) জুনদব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌছব।

৬১৩৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَنْظَرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا-

৬১৩৯ আমার ইবন খালিদ (র) উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সালাতে জানাযার অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিন্বরে ফিরে এসে বললেন : নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য হাউযের ধারে আগে পৌছব। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব

ভাণ্ডারের কুঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বলেছেন) বিশ্বের কুঞ্জ। আল্লাহর কসম! আমার ইত্তিকালের পর তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

৬১৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ يَرَى فِيهِ الْإِنْيَةَ مِثْلَ الْكُؤَاكِبِ-

৬১৪০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... হারিসা ইবন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সহ সান্নাও
আল্লাহি
উল্লাহ কে হাউযে কাউসারের আলোচনা করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : হাউযে কাউসার মদীনা এবং সান'আ নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো। ইবন আবু আদী (র) হারিসা (রা) (কিষ্টিত) অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সহ সান্নাও
আল্লাহি
উল্লাহ থেকে 'হাউযে কাউসারের দূরত্ব মদীনা ও সান'আর দূরত্ব তুল্য' কথাটুকু শুনেছেন। তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শুনি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির ন্যায় পরিলক্ষিত হবে।

৬১৪১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ يَارَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَنْ دِينِنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكَبُونَ تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقَبِ-

৬১৪১ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সহ সান্নাও
আল্লাহি
উল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি হাউযের ধারে থাকব। তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল। তখন ইবন আবু মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ, দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, **بِكُمْ تَنْكَبُونَ ۙ أَعْقَا** অর্থ হল **الْعَقَبِ** অর্থাৎ তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে।

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্দ্দীর অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্‌দীর অধ্যায়

৬১৪২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عُلِقَ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ بَرَزِقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ، فَوَاللَّهِ إِنْ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ أَدَمُ الْأَذْرَاعُ-

৬১৪২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরূপে জমা থাক । তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন মাংস পিণ্ডাকারে থাকে । তারপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় । তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে । এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে । এমন সময় তাক্‌দীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয় । ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে । আর এক ব্যক্তি বেহেশতীদের আমল করতে থাকে । এমন কি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র

এক গজ বা দু'গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাকদীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, আদম তার বর্ণনায় শুধুমাত্র ذراع (এক গজ) বলেছেন।

৬১৪৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ نُطْفَةِ أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٍ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ يَارَبِّ أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ-

৬১৪৩ সুলায়মান ইবন হারব (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা রেহমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি বীর্য। হে প্রভু! এটি রক্তপিণ্ড। হে প্রভু! এটি মাংসপিণ্ড। আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু। এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কি পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কি হবে? তখন (আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

২৭৩৫ بَابُ جَفُّ الْقَلَمِ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ وَأَهْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ جَفُّ الْقَلَمِ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ-

২৭৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার ইল্ম-এর ওপর (মুতাবিক) কলম শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহর বাণী : আল্লাহ জানেন বিধায় তাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) তা লিপিবদ্ধ করার পর কলম শুকিয়ে গেছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, لها سابقون—তাদের উপর নেকবখ্তি প্রবল হয়ে গেছে

৬১৪৪ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيْعَرَفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِرُّهُ-

৬১৪৪ আদম (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

২৭৩৬ بَابُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

২৭৩৬. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত

৬১৪৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُمِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ-

৬১৪৫ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি আমল করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

৬১৪৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُمِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَرَارَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ-

৬১৪৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

৬১৪৭ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَبُؤَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ-

৬১৪৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তবে স্বভাবধর্মের (ইসলাম) ওপরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা (পরবর্তীতে) তাকে ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়। যেমন কোন চতুষ্পদ প্রাণী যখন বাচ্চা প্রদান করে তখন কি কানকাটা (ফ্রটিযুক্ত) দেখতে পাও? যতক্ষণ তোমরা তার কানকেটে ফ্রটিযুক্ত করে দাও। তখন সাহাবাগণ আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নাবালিগ অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন : তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

২৭৩৭ بَابُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقْدُورًا

২৭৩৭. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ তা'আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত

৬১৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلَتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا-

৬১৪৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারী নিজে বিয়ে করার জন্য যেন তার বোনের (অপর নারীর) তালাক না চায়। কেননা, তার জন্য (তাকদীরে) যা নির্ধারিত আছে তাই সে পাবে।

৬১৪৯ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ أَحَدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ أَنْ أَبْنَاهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ مَا أُعْطِيَ كُلُّ بَاجِلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ-

৬১৪৯ মালিক ইবন ইসমাঈল (র) উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সা'দ ইবন উবাদা, উবাই ইবন কাব ও মু'আয ইবন জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক কন্যা কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক এই খবর নিয়ে এলো যে, তাঁর পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন তিনি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর জন্যই—যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহর জন্যই— যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাকে যেন সে (সন্তান হারানকে) পুণ্য মনে করে।

৬১৫০ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِزٍ الْجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبِيًّا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ-

৬১৫০ হিব্বান ইবন মুসা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাব্বত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা, যে কোন জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন তা পয়দা হবেই।

[৬১৫১] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ خُذِيفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ مَنْ جَهْلُهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَأَاهُ فَعَرَفَهُ—

[৬১৫১] মুসা ইব্ন মাসউদ (র) ছায়াফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলি স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলে যাওয়া কোন কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।

[৬১৫২] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا نَتَكَلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ لَا اِعْمَلُوا فِكُلُّ مُيسِّرٍ ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ—

[৬১৫২] আবদান (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি। যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তা হলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন : না, বরং আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ

২৮২৮ بَابُ الْعَمَلِ بِالْخَوَاتِيمِ

২৭৩৮. অনুচ্ছেদ : আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার ওপর নির্ভর করে

[৬১৫৩] حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَشُرَتْ بِهِ الْجِرَاعُ فَأُتْبِتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَرِّثُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ ، فَبَيَّنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَاهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَّ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثُكَ قَدْ انْتَحَرَ فَلَانُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَادْنُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

৬১৫৩ হিব্বান ইবন মূসা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীগণের মাঝ থেকে ইসলামের দাবি করছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এই লোকটি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হলো। তবু সে অটল রইল। সাহাবীগণের মাঝ থেকে একজন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামী হবে বলে আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন সে তো প্রবল বেগে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি বললেন : সাবধান, সে জাহান্নামী! এতে কতিপয় মুসলমানের মনে সন্দেহের ভাব হল। আর লোকটি ঐ অবস্থায়ই ছিল। হঠাৎ করে সে যখন যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল-আর অমনিই সে স্বীয় হাতটি তীরের থলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং একটি তীর বের করে আপন বক্ষে বিধিয়ে দিল। এতদৃষ্টে কয়েকজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দৌড়িয়ে যেয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। অমুক ব্যক্তি তো আত্মহত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল! উঠে দাঁড়াও এবং এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র মু'মিনগণই প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা গুনাহ্গার বান্দাকে দিয়েও এই দিনের সাহায্য করে থাকেন।

৬১৫৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَجَعَلَ ذُبَابَةٌ سَيْفِهِ بَيْنَ تَدْيِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعًا ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتُ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ-

[৬১৫৪] সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার দিকে নয়র করে বললেন : যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নয়র করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এমন কি সে (এক পর্যায়ে) যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। সে তার তরবারীর তীক্ষ্ণ দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। এমন কি দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারী বক্ষ ভেদ করল। (এতদৃষ্টে) লোকটি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন : “যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।” অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক তীব্র আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা ছিল এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। যখন সে আঘাতপ্রাপ্ত হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা) একথা শুনে বললেন : নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করেন মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করেন মূলত সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার পারিণামের উপর।

২৭৩৭. بَابُ الْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدُ إِلَى الْقَدَرِ

২৭৩৯. অনুচ্ছেদ : বান্দার মানতকে তাক্‌দীরে হাওলা করে দেওয়া

[৬১৫৫] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

[৬১৫৫] আবু নু'আঈম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়।

[৬১৫৬] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

৬১৫৬ বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাকদীরে নির্ধারণ নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যেন এর দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (মাল) বের করে নেই।

২৭৫. بَابُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

২৭৪০. অনুচ্ছেদ : ‘লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ প্রসঙ্গে

৬১৫৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لِنَنْصَعِدَ شَرْفًا وَلَا نَعْلُو شَرْفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ قَدْنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

৬১৫৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র) আবু মুসা আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম, কোন উঁচুতে থাকতাম এবং কোন উপত্যকা অতিক্রম করতাম তখনই উচ্চস্বরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতাম। রাবী বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন : হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। তোমরা কোন বধির বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না— তোমরা তো ডাকছ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এক সত্তাকে। এরপর তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিব না, যা কিনা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম? তা হচ্ছে--

২৭৩৮ بَابُ الْمَعْصُومِ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَصِمَ اللَّهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سُدِّي عَنْ الْحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ دَشْنًا أَغْوِيَهَا

২৭৪১. অনুচ্ছেদ : নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ তা‘আলা রক্ষা করেন। অর্থ প্রতিরোধকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, الْحَقِّ عَنْ سُدِّي গোমরাহীতে বিমত্ত হওয়া, دَشْنًا তাকে গোমরাহ করে দেছে

৬১৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اسْتَخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ-

৬১৫৮ আবদান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী করীম সাবিতা ও
অন্যাইতি
৩৮৮ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কোন লোককেই খলীফা বানানো হয় তার জন্য দু'টি গুণচর থাকে। একটা তো তাকে সৎকর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে উৎসাহিত করে। আরেকটা তাকে মন্দ কর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। আর নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।

২৭৫২ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلُكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَقَوْلُهُ لَنَ يُؤْمِنَنَّ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنصُورُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَرَمٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَّ**

২৭৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না (২১ : ৯৫)। আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না (১১ : ৩৬)। আল্লাহর বাণী : তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের (৭১ : ২৭)। মানসুর ইবন নো'মান..... ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাবশী ভাষায় **حرم** অর্থ জরুরী হওয়া

৬১৫৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزَيْنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزَيْنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ . وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৫৯ মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাবিতা ও
অন্যাইতি
৩৮৮ থেকে ছোট গুনাহ সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (নবী সাবিতা ও
অন্যাইতি
৩৮৮ বলেছেন) আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিসসা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধদের প্রতি) নয়র করা এবং জিহ্বার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। মন তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা (র)ও আবু হুরায়রা (রা) নবী সাবিতা ও
অন্যাইতি
৩৮৮ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৫৩ **بَابُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ**

২৭৪৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ : ৬০)

৬১৬. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ-

৬১৬০ হুমাইদী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। الآية..... وما جعلنا الرؤيا التي (আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন : তা হচ্ছে চোখের দেখা। যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রজনীতে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত الشجرة الملعونة দ্বারা যাক্কুম বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে।

৬১৬১ بَابُ تَحَاجٍّ أَدَمَ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى

২৭৪৪. অনুচ্ছেদ : আদম (আ) ও মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন

৬১৬১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ أَدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ أَدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَأَ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي بَارَبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ أَدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৬১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম ও মুসা (আ) (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মুসা (আ) বলেন, হে আদম, আপনি তে আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম (আ) মুসা (আ) কে বললেন, হে মুসা! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম (আ) মুসা (আ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন। উক্ত কথাতা রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেছেন। সুফিয়ানও ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৪৫ بَابُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

২৭৪৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই

৬১৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبَ إِلَى مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ فَأَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا ، ثُمَّ وَقَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ-

৬১৬২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়ারাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, নবী ﷺ সালাতের পর যা পাঠ করতেন এ সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ আমার কাছে লিখে পাঠাও। তখন মুগীরা (রা) আমাকে তা লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের পরে বলতে শুনেছি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, অংশীদারবিহীন। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রদকারী কেউ নেই। আর তুমি যা রদ কর তার কোন দানকারীও নেই। তুমি ব্যতীত প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাও কোন ফল বয়ে আনবে না! ইবন জুরায়জ আবদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ারাদ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর আমি মুআবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনেছি তিনি মানুষকে এ দোয়া পড়তে হুকুম দিচ্ছেন।

২৭৬২ بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২৭৪৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাক্দীর থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়। এবং (মহান আল্লাহর) বাণী : বল, আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে

৬১৬৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ-

৬১৬৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ তাক্দীর এবং শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

২৭৪৭ بَابُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

২৭৪৭. অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান

৬১৬৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لَا وَمَقْلَبِ الْقُلُوبِ-

৬১৬৪ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় এইরূপ শপথ করতেন : শপথ অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী (আল্লাহর)।

৬১৬৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بِنِ صَيَّادٍ خَبَأَتْ لَكَ خَبِيئًا قَالَ الدُّخُ قَالَ اخْسَاءَ فَلَنْ تَعُدَّ وَقَدَّرَكَ ، قَالَ عُمَرُ أَتُذَنِّ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعُهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ-

৬১৬৫ আলী ইবন হাফস ও বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইবন সাইয়াদকে একদা বললেন : আমি (একটি কথা আমার অন্তঃকরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বললো, তা হচ্ছে (কল্পনার) ধূম্রজাল মাত্র। নবী ﷺ বললেন : চুপ কর, তুমি তো তোমার তাকদীরকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। এতদ্বশবণে উমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুণ্ডপাত করে দেই। তিনি বললেন : রাখ একে, এ যদি তাই হয় তবে তুমি তার ওপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

২৭৪৮ بَابُ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا قَضَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ بَفَاتْنَيْنِ مُصَلِّينِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ إِنَّهُ يَصَلِّي الْجَحِيمِ - قَدَرَفَهْدَى قَدَرُ الشُّفَاءِ وَالسَّعَادَةِ وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِهَا

২৭৪৮. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না। কُتِبَ - নির্দিষ্ট করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, بَفَاتْنَيْنِ - যারা পথভ্রষ্ট হয়, হ্যাঁ যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, সে জাহান্নামে যাবে। قَدَرُ فَهْدَى - বদবখতি এবং নেকবখতি নির্দিষ্ট করেছেন। জন্তুকে চারণভূমি পর্যন্ত পৌঁছানো

৬১৬৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْزَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونَ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ،

فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدَةٍ يَكُونُ فِيهِ وَيَمُكِّثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ -

৬১৬৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে আল্লাহর এক আযাব। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তার ওপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। প্লেগাক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তা থেকে বের না হয়। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।

২৭৬৭ بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ -

২৭৪৯. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না (৭ : ৪৩)। (আরও ইরশাদ হল) : আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (৪৯ : ৫৭)

৬১৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَأَنْزَلُنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَأَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا ، عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا -

৬১৬৭ আবু নু'মান (র)..... বারআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন এবং বলছেন : আল্লাহর কসম! তিনি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। সাওম পালন করতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং (প্রভু হে) আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন আর শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। তারাই আমাদের উপর ফিতনা (যুদ্ধ) চাপিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু আমরা তা চাইনি।

كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ শপথ ও মানত অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ

শপথ ও মানত অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ إِلَى قَوْلِهِ تَشْكُرُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দৃঢ় কর..... তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পর্যন্ত

৬১৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنُثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي .

৬১৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) কখনও কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কসমের কাফ্ফারা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন, আমি যেকোন ব্যাপারে কসম করি। এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমটি দেখতে পাই তবে উত্তমটিই করি এবং আমার কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

৬১৬৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ -

[৬১৬৯] আবু নু'মান মুহাম্মদ ইবন ফাযল (র)..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে স্থায়ী কসমের কাফফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমটি অবলম্বন কর।

[৬১৭০] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبِثَ ثُمَّ أَتَى بِثَلَاثِ ذُودٍ غُرٍ الذَّرَى فَحَمَلْنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارِكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ فَاتَعَيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي۔

[৬১৭০] আবু নু'মান (র)..... আবু বুরদা (রা)-এর পিতা আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কাছে এলাম একটি বাহন সংগ্রহ করার জন্য। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর আমার কাছে এমন কোন জন্তু নেই যার উপর আরোহণ করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর নবী ﷺ -এর কাছে অতীব সুন্দর তিনটি উষ্ট্রী আনা হল। তিনি সেগুলোর উপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। এরপর আমরা যখন চলতে লাগলাম তখন বললাম অথবা আমাদের মাঝে কেউ বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে বরকত প্রদান করবেন না। কেননা, আমরা যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এলাম তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। চল আমরা নবী ﷺ -এর কাছে যাই এবং তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা আরোহণ করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক কোন কসম করি আর তা ব্যতীত অন্যটির মাঝে যদি মঙ্গল দেখি তখন কসমের জন্য কাফফারা আদায় করে দেই। আর যেটা মঙ্গলকর সেটাই করে নেই এবং স্থায়ী কসমের কাফফারা আদায় করে দেই।

[৬১৭১] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَأَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتُهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

৬১৭১ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী আর কিয়ামতের দিন হব অগ্রগামী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহর নিকট সে গুনাহ্গার হবে ঐ ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্ফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

৬১৭২ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تَغْنِي الْكَفَّارَةُ-

৬১৭২ ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর উপর অটল থাকে সে সবচেয়ে বড় গুনাহ্গার, যা কাফ্ফারা দূর করে না।

২৭৬৬ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَيْمُ اللَّهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহর কসম

৬১৭৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي امْرَأَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي امْرَأَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ-

৬১৭৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন উসামা ইবন যায়িদকে। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনামুখর হচ্ছ। ইতিপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। আর মানুষের মাঝে সে আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ছিল। তারপরে নিশ্চয়ই এ উসামা অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

২৭৫১ بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ لَا هَا إِلَهٌ إِذَا يُقَالُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ

২৭৫১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল? সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : 'কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ!' আবু কাতাদা বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ-এর নিকট **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বলেছেন; যেখানে **بِاللَّهِ** বা **تَاللَّهِ** বলা যেত

৬১৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ -

৬১৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কসম ছিল **مقلب القلوب** বলা। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহর) কসম।

৬১৭৫ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৬১৭৫ মুসা (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়সারের (রুম সম্রাট) পতনের পরে আর কোন কায়সার হবে না। কিসরা (পারস্যের বাদশাহ) এর যখন পতন হল তখনও তিনি বললেন : এরপর আর কোন কিসরা হবে না। কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই এদের দু'জনের অগাধ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় তোমরা খরচ করবে।

৬১৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৬১৭৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিসরা যখন ধ্বংস হবে তারপরে আর কোন কিসরা হবে না। আর কায়সার যখন ধ্বংস হবে তখন আর কোন কায়সার হবে না। কসম ঐ সত্তার। যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রাণ! এদের ধন-সম্পদ অবশ্যই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।

৬১৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬১৭৭ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে-এবং অধিক ক্রন্দন করত।

৬১৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَخْذُ بِبَيْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ أَلَانَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَانَ يَا عُمَرُ -

৬১৭৮ ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বললেন : না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বললেন : হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

৬১৭৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِّنْ لِي أَتَكَلِّمُ قَالَ تَكَلَّمْ، قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَجَلْدُ ابْنِهِ مِائَةٌ وَغَرَبُهُ عَامًا، وَأَمْرُ أَنْيَسَا الْأَسْلَمِيِّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬১৭৯ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, একদা দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী ﷺ-এর কাছে এলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। দু'জনের মাঝে (অপেক্ষাকৃত) বুদ্ধিমান দ্বিতীয় লোকটি বলল, ইয়া। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার

অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির নিকট চাকর হিসাবে ছিল। (মালিক বলেন, عسيف শব্দের অর্থ চাকর) আমার পুত্র এর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা বলেছে যে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। সুতরাং আমি একশ' বকরী ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া প্রদান করেছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর হবে। আর রজম হবে এর স্ত্রীর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক মীমাংসা করে দেব। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন। আর উনায়স আসলামীকে হুকুম করা হল অপর লোকটির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল, সুতরাং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করল।

৬১৮. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمٌ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْسَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ—

৬১৮০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না বংশ যদি তামীম, আমির ইব্ন সাসা'আ, গাতফান ও আসাদ বংশ থেকে উত্তম হয় তা হলে তোমাদের কেমন মনে হয়? তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, তখন তিনি বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তারা এদের চেয়ে উত্তম!

৬১৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدَى لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدَى لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنَظَرَ هَلْ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهُ خَوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَيْعِيرٌ ، فَقَدْ بَلَغْتُ ، فَقَالَ أَبُو

حُمَيْدٌ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّوْهُ-

৬১৮১ আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তা হলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কি না তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহুদ পাঠ করলেন ও আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন : রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠলাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারী রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসে রইল না কেন? তা হলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়ায করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাঙ্গা হাঙ্গা করতে থাকবে। আর যদি বকরী হয় তবে বকরী আওয়ায করতে থাকবে। আমি পৌঁছিয়ে দিলাম। রাবী আবু হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আবু হুমায়দ বলেন, এ কথাগুলো যাদিদ ইব্ন সাবিতও আমার সঙ্গে শুনেছেন নবী ﷺ থেকে। সুতরাং তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

৬১৮২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا-

৬১৮২ ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা অবশ্যই অধিক ক্রন্দন করতে আর অল্প হাসতে।

৬১৮৩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ ، قُلْتُ مَا شَأْنِي أَتَرَى فِي شَيْءٍ ؟ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا-

৬১৮৩ উমর ইবন হাফস (র) আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসে বলছিলেন : কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কা'বাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কি? আমার মাঝে কি কিছু (ফ্রেটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরম্ভ করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ঐ সমস্ত লোক কারা ইয়া রাসূল্লাহ ﷺ! তিনি বললেন : এরা হল ঐ সকল লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

৬১৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا طُوفَنُ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيُّمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ-

৬১৮৪ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা সুলায়মান (আ) বললেন : আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তান জন্ম দেবে, যারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহর রাস্তায়। তাঁর সঙ্গী বলল, ইনশা আল্লাহ (বলুন)। তিনি ইনশা আল্লাহ বললেন না। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রীই গর্ভবতী হলেন, তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। ঐ মহান সন্তান কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। তিনি যদি ইনশা আল্লাহ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

৬১৮৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوُلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّعَجِبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شُعْبَةً وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ-

৬১৮৫ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... বারাবা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য একদা রেশমের এক টুকরা বস্ত্র হাদিয়া পাঠানো হল। লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখে অবাক হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতে নিয়ে দেখছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছে? তাঁরা

উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : ঐ মহান সত্তার কসম। যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চেয়েও উত্তম হবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তবে শুবা এবং ইসরাঈল আবু ইসহাক থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে **والذى نفسى بيده** কথাটি বলেননি।

৬১৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ بِنِ رُبَيْعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ يَحْيَى ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلَ مَسِيكٍ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ-

৬১৮৬ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দা বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীআ (একদা) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ **ﷺ** এমন এক সময় ছিল যখন ভূ-পৃষ্ঠে যারা তাঁবুতে বাস করছে তাদের মাঝে আপনার অনুসারী যারা তারা লাক্ষিত হোক এটা আমি খুবই পছন্দ করতাম। (এখানে বর্ণনার মাঝে তিনি **أَخْبَاءٍ** বলেছেন, না **خِبَاءٍ** বলেছেন এ সম্পর্কে রাবী ইয়াহুইয়ার সন্দেহ রয়েছে।) কিন্তু আজ আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কিছুই নেই যে, তাঁবুতে বসবাসকারীদের মাঝে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হোক। রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বললেন : কসম ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদ **ﷺ** -এর প্রাণ। এ মর্যাদা আরও বর্ধিত হোক। হিন্দা বললো, আবু সুফিয়ান নিশ্চয়ই একজন কৃপণ লোক। তার মাল থেকে (তার পরিজনকে) কিছু খাওয়ালে এতে কি আমার কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন : না। তবে তা (শরীয়তসম্মত) পন্থায় হতে হবে।

৬১৮৭ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيعُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضِيفُ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ آدَمَ يَمَانٍ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ-

৬১৮৭ আহমাদ ইব্ন উসমান (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ **ﷺ** এক সময় ইয়ামানী চামড়ার কোন এক তাঁবুতে তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা বেহেশতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা

খুশি আছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি নও! তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কসম ঐ মহান সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি কামনা করি তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে।

৬১৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرِيدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ-

৬১৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে الله احد পাঠ করতে শুনলেন। তিনি তা বারংবার পাঠ করছিলেন। প্রভাত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর উক্ত ব্যক্তি যেন উক্ত সূরার তিলাওয়াতকে কম গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : কসম ঐ মহান সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

৬১৮৯ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ-

৬১৮৯ ইসহাক ইব্ন মানসুর (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা রুকু' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় কর। ঐ মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যখন রুকু এবং সিজদা কর তখন আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই।

৬১৯০ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ مَعَهَا أَوْلَادُهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

৬১৯০ ইসহাক (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক নারী নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল; সঙ্গে ছিল তার সন্তান-সন্ততি। নবী ﷺ বললেন : ঐ মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন।

۲۷۵۲ بَابُ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ

২৭৫২. অনুচ্ছেদ : তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না

৬১৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ-

৬১৯১ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর ইব্ন খাত্তার (রা)-কে কোন বাহনের উপর আরোহণ অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি বললেন : সাবধান। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নতুবা চুপ থাকে।

৬১৯২ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ قَوَّ اللَّهُ مَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاكِرًا وَلَا اثِرًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَوْ أَثَرَةً مِنْ عِلْمٍ يَأْتُرُ عِلْمًا. تَابَعَهُ عَقِيلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَأَسْحَقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرَ-

৬১৯২ সাঈদ ইব্ন ওফায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিনি। মুজাহিদ (র) বলেছেন, اواثرة من علم ياتر علما . তাবعه عقيلاً والزبيدِيُّ وأسحق الكلبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرَ- উমর (রা) নবী ﷺ উমর (রা)-কে বলেছেন।

৬১৯৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ-

৬১৯৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহগণের নামে কসম করো না।

৬১৯৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُّوَاحٍ

فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ
 بَنِي تَيْمٍ اللَّهِ أَحْمَرُ كَانَهُ مِنَ الْمَوَالِي ، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ
 شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلُهُ ، فَقَالَ قُمْ فَلَا حُدُثَنَكَ عَنْ ذَلِكَ ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا
 أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبٍ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيُنَ النَّفَرِ
 الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ ذُودٍ غُرِّ الدُّرَى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْنَا تَغَقَّلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَا تَقْلِحُ أَبَدًا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ لَا
 تَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا ، قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَاللَّهُ
 لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّيْتُهَا -

৬১৯৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের গোত্র জারাম এবং আশ'আরী গোত্রের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা (একদা) আবু মূসা আশ'আরীর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার পেশ করা হল, যার মাঝে ছিল মুরগীর গোশত। তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক লাল রঙের ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিল। সে দেখতে গোলামদের মত। তিনি তাকে খাবারে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। তখন সে লোকটি বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু খেতে দেখেছি যার কারণে আমি একে ঘৃণা করছি। তাই আমি কসম করেছি যে, মুরগী আর খাব না। তিনি বললেন, ওঠ, আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে একখানা হাদীস বলব। একদা আমি কতিপয় আশ'আরীর সঙ্গে বাহন সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর বাহনযোগ্য এমন কিছুই আমার কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গনীমতের কিছু উষ্ট্র এল। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন : আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? এরপর আমাদের জন্য পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানের সুদর্শন উট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। আমরা যখন চলে গেলাম, তখন চিন্তা করলাম আমরা এ কি করলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কসম করেছিলেন আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে। আর তাঁর কাছে কোন বাহন তো ছিলও না। কিন্তু এরপর তিনি তো আমাদেরকে আরোহণের জন্য বাহন দিলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কসমের কথা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহর কসম! এ বাহন আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। সুতরাং আমরা তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমাদেরকে আপনি আরোহণ করাবেন এ উদ্দেশ্যে আমরা তো আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি কসম করেছিলেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন বাহন দেবেন না। আর আপনার কাছে এমন কোন কিছু ছিলও না, যাতে আমাদেরকে আরোহণ করাতে পারেন। তখন তিনি বলেছিলেন : আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ তা'আলা করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন কোন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে যদি অধিক মঙ্গল দেখতে পাই, তা হলে যা মঙ্গল তাই বাস্তবায়িত করি এবং আমি কসম ভঙ্গ করি।

২৭৫২. بَابُ لَا يُحْلَفُ بِالثَّلَاثِ وَالْعَزْزَى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

২৭৫৩. অনুচ্ছেদ : লাভ, উয্যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যায় না

৬১৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِالثَّلَاثِ وَالْعَزْزَى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامَرَكْ فَلْيَتَصَدَّقْ -

৬১৯৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, 'লাভ ও উয্যার কসম', তখন সে যেন বলে لا اله الا الله আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে 'এস জুয়া খেলি' তখন এর জন্য তার সাদাকা করা উচিত।

২৭৫৪. بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْ لَمْ يُحْلَفْ

২৭৫৪. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেয়া হয়নি

৬১৯৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمِي بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَتَبَذَّ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ -

৬১৯৬ কুতায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (এরূপ) করল। এরপর তিনি মিন্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এ আংটি আর কোনদিন পরিধান করব না! তখন লোকেরাও আপন আপন আংটিগুলো খুলে ফেলল।

২৭৫৫. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَالْعَزْزَى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ

২৭৫৫ অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে। নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি লাভ ও উয্যার কসম করে তবে সে যেন বলে لا اله الا الله এতে কুফরীর দিকে তার সম্পর্ক বোঝায় না

৬১৯৭ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى
مُؤْمِنًا بِكَفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ-

৬১৯৭ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... সাবিত ইব্ন যিহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করলে সেটা ঐ রকমই হবে, যে রকম সে বলল। তিনি (আরও বলেন) কোন ব্যক্তি যে কোন জিনিসের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে ঐ জিনিস দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লা'নত করা তার হত্যা তুল্য। আবার কোন মু'মিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়াও তার হত্যা তুল্য।

২৭০৬ بَابُ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ
২৭৫৬. অনুচ্ছেদ : “যা আল্লাহ চান ও তুমি যা চাও” বলবে না। “আমি আল্লাহর সাথে এরপর তোমার সাথে” এরূপ বলা যাবে কি

৬১৯৮ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ
ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَآتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ
تَقَطَّعَتْ بِي الْحَبَالُ فَلَا بَلَغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ-

৬১৯৮ আমার ইব্ন আসিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর কাছে এল। সে বলল, আমার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার জন্য আল্লাহ ছাড়া, অতঃপর তুমি ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

২৭০৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَ اللَّهُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدَّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي
الرُّؤْيَا ، قَالَ لَا تُقْسِمَ

২৭৫৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা আল্লাহ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি স্বপ্নের তাবীর করতে যে ভুল করেছি তা আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন : তুমি কসম করো না

৬১৯৯ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُبُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرِنٍ
عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ-

[৬১৯৯] কাবীসা ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কসম পূর্ণ করতে হুকুম করেছেন।

[৬২০০] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةُ وَسَعْدُ وَأَبِي وَأَبِي إِنْ ابْنِي قَدْ احْتَضَرَ فَأَشْهَدُنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسْمًى ، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رَفَعَ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقْعَقُعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ-

[৬২০০] হাফস ইব্ন উমর (রা).....উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উসামা ইব্ন যায়িদ, সা'দ ও উবাই (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর জনৈক কন্যা তাঁর কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। সুতরাং তিনি যেন আমাদের কাছে তশরীফ আনেন। তিনি উত্তরে সালামের সাথে এ কথা বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন আর যা নিয়ে নেন সব কিছুই তো আল্লাহ্র জন্য। আর সব কিছুই আল্লাহ্র নিকট নির্ধারিত আছে। অতঃপর তোমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্য মনে করা উচিত। এরপর তাঁর কন্যা কসম দিয়ে আবার খবর পাঠালেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। (সেখানে পৌঁছে) তিনি যখন বসলেন, সন্তানটি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাকে নিজের কোলে নিয়ে বসালেন, আর শিশুটির শ্বাস নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন : এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার মনের ভিতরে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো কেবলমাত্র তাঁর দয়র্দ বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।

[৬২০১] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ مَنْ الْوَلَدِ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةُ الْقَسَمِ-

৬২০১ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (সে যদি ধৈর্য ধারণ করে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, হ্যাঁ, কসম পূর্ণ করার জন্য (জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত) অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে।

৬২.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلِّ جَوَاطِ عَتَلٍ مُسْتَكْبِرٍ -

৬২০২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হবে দুনিয়াতে দুর্বল, মাজলুম। তারা যদি কোন কথায় আল্লাহর ওপর কসম করে ফেলে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারা হবে অবাধ্য, ঝগড়াটে ও অহংকারী।

২৭০৮ بَابُ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

২৭৫৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যখন বলে : আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি

৬২.৩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوُنَا وَنَحْنُ غُلَمَانُ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ -

৬২০৩ সা'দ ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একদা প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন : আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক (পৃথিবীতে) আসবে যে তাদের সাক্ষী কসমের উপর অগ্রগামী হবে, আর কসম সাক্ষীর উপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের সাথীরা সাক্ষী এবং অঙ্গীকারের সাথে কসম করতে নিষেধ করতেন।

২৮০৭ بَابُ عَهْدِ اللَّهِ

২৭৫৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা

৬২.৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ

تَصْدِيقُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا قَالُوا سَلِيمَانٌ فِي حَدِيثِهِ ، فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ ؟ قَالُوا لَهُ ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بَيْتٍ كَانَتْ بَيْنَنَا۔

[৬২০৪] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করার জন্য অথবা বলেছেন : তার ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তার মূল্যাকাত হবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। এ কথাই প্রত্যয়নে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (পরকালে তাদের কোন অংশ নেই)। বারী সুলায়মান তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, আশ'আহ ইবন কায়স (রা) যখন পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল্লাহ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? উত্তরে লোকেরা তাঁকে কিছু বলল। তখন আশ'আহ (রা) বললেন, এ আয়াত তো আমার আর আমার এক সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমাদের দু' জনের মাঝে একটি কুপের ব্যাপারে ঝগড়া ছিল।

২৭৬. بَابُ الْحِلْفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার ইয্যত, গুণাবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা

[৬২.৫] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ يَارَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ۔

[৬২০৫] ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বলতেন : (আল্লাহ) আমি তোমার ইয্যতের আশ্রয় চাই। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সে তখন আরয় করবে, হে প্রভু! আমার চেহারাটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার ইয্যতের কসম। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইব না। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ পুরস্কার তোমার আর এরূপ দশ গুণ। আবু আইউব (রা) বলেন, তোমার ইয্যতের কসম! তোমার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই।

[৬২.৬] حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَقُولُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ ، وَيَزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ۔

[৬২০৬] আদাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম সর্বদাই বলতে থাকবে— আরও কি আছে? এমন কি রাব্বুল ইয্যত তাতে তাঁর (কুদরতী) পা রাখবেন। 'বাস, বাস'

জাহান্নাম বলবে, তোমার ইযযতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। শু'বা, কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৭৬১. **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ**

২৭৬১. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির **لَعَمْرُ اللَّهِ** বলা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন **لَعَمْرُكَ** মানে **لَعَيْشُكَ** অর্থাৎ তোমার জীবনের কসম

৬২.৭ **حَدَّثَنَا الْأَوْيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهَ-**

৬২০৭ ওয়াইসী ও হাজ্জাজ (র)..... ইবন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইবন যুযায়র, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অপবাদ রটনাকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই অপবাদ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূত-পবিত্র বলে প্রকাশ করে দিলেন। রাবী বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদীসের এক একটি অংশ আমার কাছে বর্ণনা করলেন। নবী করীম ﷺ দণ্ডায়মান হলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) দাঁড়ালেন এবং সা'দ ইবন উবাদা সম্পর্কে বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা তাকে হত্যা করব।

২৭৬২. **بَابُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا**

كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

২৭৬২. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল (২ : ২২৫)

৬২.৮ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ فِي أَنْزَلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ-**

৬২০৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ** -আয়াত-খানা **لَا وَاللَّهِ** (না, আল্লাহর কসম) এবং **وَاللَّهُ** (হ্যাঁ, আল্লাহর কসম) এ জাতীয় কথা বলা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

২৭৬২ **بَابُ إِذَا حَنَثَ نَاسِيًا فِي الْإِيمَانِ . وَقَوْلُ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ**

২৭৬৩. অনুচ্ছেদ : কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে। এবং আল্লাহর বাণী : এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই (৩৩ : ৫); এবং আল্লাহর বাণী : আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না (১৮ : ৭৩)

৬২.৭ **حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَرَ لَأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسْتُ أَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمَ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلِّمْ-**

৬২০৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আর আবু হুরায়রা (রা) অত্র হাদীস মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (নবী ﷺ বলেছেন) : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের সে সমস্ত ওয়াসুওয়াসা মাফ করে দিয়েছেন যা তাদের মনে উদয় হয় বা যে সব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে বা সে সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলে।

৬২১. **حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذًا وَكَذَا قَبْلَ كَذًا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَحْسَبُ كَذًا وَكَذَا قَبْلَ كَذًا وَكَذَا لَهُوْلَاءِ الثَّلَاثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ-**

৬২১০ উসমান ইব্ন হায়সাম (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুত্বা দিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধারণা করলাম যে, অমুক অমুক রুক্নের পূর্বে অমুক অমুক রুক্ন হবে। এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক অমুক আমলের পূর্বে অমুক আমল হবে, (অর্থাৎ তারা যবেহ, হলক ও তাওয়াফ) এই তিনটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : করতে পার, কোন দোষ নেই। ঐ দিন যে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন : করতে পার কোন দোষ নেই।

৬২১১ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ ،**

قَالَ آخِرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ ، قَالَ آخِرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ-

৬২১১ আহমাদ ইবন ইউনুস (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আরয করল যে, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি বলল, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই।

৬২১২ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلَمَنِي ، قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَأَقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا-

৬২১২ ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। আর নবী করীম ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেন : ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং সালাত আদায় করল। পুনরায় এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন : তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। তৃতীয়বার লোকটি বলল, দয়া করে আমাকে অবহিত করে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন : যখন তুমি সালাতে দণ্ডায়মান হবে তখন খুব ভালভাবে অযু করে নেবে। এরপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। এরপর কুরআন মজীদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর মাথা উত্তোলন করবে। এমনকি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর (সিজ্দা থেকে) মাথা উত্তোলন করবে; এমন কি সোজা হয়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায় সিজ্দা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজ্দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত সালাতেই এরূপ করবে।

৬২১২ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ ابْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَأَجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبِي أَبِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ -

৬২১৩ ফারওয়া ইবন আবুল মাগরা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধে মুশরিকরা প্রকাশ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। ইবলিস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের দিকে ফির। এতে সামনের লোকগুলো পিছনের দিকে ফিরল। তারপর পিছনের লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুযায়ফা ইবন ইয়ামন (রা) অকস্মাৎ তাঁর পিতাকে দেখে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এ তো আমার পিতা, আমার পিতা। আল্লাহর কসম! তারা ফিরল না। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! মৃত্যু পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুটি মানসপটে বিদ্যমান ছিল।

৬২১৪ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خَلَّاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ -

৬২১৪ ইউসুফ ইবন মুসা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সাযিম ভুলক্রমে কিছু আহার করে সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

৬২১৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم -

৬২১৫ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকাআতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকলেন। সালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহ আকবর বলে সালামের পূর্বে সিজ্দা করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহ আকবর বলে সিজ্দা করলেন। এরপর আবার মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

৬২১৬ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ ابْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِي اِبْرَاهِيمُ وَهُمْ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ ، فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيَتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ -

৬২১৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে কিছু অধিক করলেন অথবা কিছু কম করলেন। মানসূর বলেন, এই কম-বেশির ব্যাপারে সন্দেহ ইব্রাহীমের না আলকামার তা আমার জানা নেই। রাবী বলেন, আরয করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ সালাতের মাঝে কি কিছু কমিয়ে দেয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বললেন: কি হয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি এভাবে এভাবে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'টি সিজদা করেন। এরপর বললেন, এ দু'টি সিজদা ঐ ব্যক্তির জন্য যার স্মরণ নেই যে, সালাতে সে কি বেশি কিছু করেছে, না কম করেছে। এমন অবস্থায় সে চিন্তা করবে (প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে)। আর যা বাকি থাকবে তা পুরা করে নেবে! এরপর দু'টি সিজদা আদায় করবে।

৬২১৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ لَا تَوَاحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ كَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلُهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفَهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعُ لَبْنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَحْمٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ غَيْرَهُ أَمْ لَا رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬২১৭ আল হুমায়দী (র).....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আল্লাহর বাণী : **تَوَّأَخَذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا** (মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না) সম্পর্কে শুনেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা (আ)-এর প্রথমবারের (প্রশ্ন উত্থাপনটা) ভুলবশত হয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার..... শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, বারাআ ইবন আযিব (র)-এর নিকট কয়েকজন অতিথি ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে তাঁদের জন্য সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছু যবেহ করতে হুকুম করলেন, যেন ফিরে এসেই তাঁরা আহার করতে পারেন। তখন পরিবারের লোকেরা সালাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (কুরবানীর পশু) যবেহ করলেন। নবী ﷺ-এর কাছে লোকেরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করল। তিনি পুনরায় যবেহ করার জন্য হুকুম করলেন। বারাআ ইবন আযিব (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে এমন একটি বকরীর বাচ্চা আছে যা দু'টি বড় বকরীর গোশতের চেয়েও উত্তম। ইবন আউন শাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করতে গিয়ে এ স্থানটিতে থেমে যেতেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করতেন এবং এ স্থানে থেমে যেতেন। আর বলতেন, আমার জানা নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য তদ্রূপ অনুমতি আছে কিনা? আইউব আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬২১৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عَيْدٍ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ فَلْيُذِلَّ مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ-

৬২১৮ সুলায়মান ইবন হারব (র).....জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (এক ঈদের দিন) নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সালাত শেষে) খুত্বা প্রদান করলেন। এরপর বললেন : যে ব্যক্তি (সালাতের পূর্বেই) যবেহ করে ফেলেছে তার উচিত যেন তার পরিবর্তে আরেকটি যবেহ করে নেয়। আর যে এখনও যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।

২৭৬৬ **بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ : وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ دَخْلًا مَكْرًا وَخِيَانَةً-**

২৭৬৪. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কসম। (মহান আল্লাহর বাণী) পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (১৬ : ৯৪) পর্যন্ত। **دَخْلًا** দ্বারা প্রবঞ্চনা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য।

৬২১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ-

৬২১৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের (অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

২৭৬০ : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَقَوْلِهِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَلَايَةً وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَلَايَةً وَقَوْلِهِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا أَلَايَةً

২৭৬৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মভ্ৰদ শাস্তি পর্যন্ত (৩ : ৭৭)। এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে অযুহাত করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ২২৪) এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ : ৯৫)। এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না (১৬ : ৯১) আয়াতের শেষ পর্যন্ত

৬২২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْأَيَّةِ ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فِي أَنْزَلَتْ كَانَتْ لِي بَيْتْرُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَتْكَ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ۔

৬২২০ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার সমর্থনে আয়াতالذين يشترون... الآية নায়িল করেন। এরপর আশআছ ইব্ন কায়স (রা) প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আবু আবদুর রাহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বলল, একরূপ একরূপ। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নায়িল করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাই-এর জমিতে আমার একটি কূপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।

শপথ ও মানত

তিনি বললেন : তুমি প্রমাণ উপস্থাপন কর অথবা সে কসম করুক! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কথার উপরে সে তো কসম খেয়েই ফেলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

২৭৬৬ **بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ الْيَمِينِ وَفِي الْغَضَبِ**

২৭৬৬. অনুচ্ছেদ : এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা

৬২২১ **حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَأَفْقَتُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ-**

৬২২১ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সাথীগণ (একদা) নবী ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করল তাঁর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন কিছুই আরোহণের জন্য দিতে পারব না। তখন আমি তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। এরপর যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন : তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে চলে যাও এবং বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অথবা আল্লাহর রাসূল তোমাদের আরোহণের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

৬২২২ **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْإِيلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهُ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى الْأَيَّةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهُ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا-**

৬২২২ আবদুল আযীয ও হাজ্জাজ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইবন যুযায়র, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে নবী ﷺ -এর

সহধর্মীণী আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ বর্ণনাকারীরা যা বলেছিল তা শুনতে পেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই আমার নিকট উল্লিখিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ** থেকে দশখানা আয়াত আমার নিষ্কলুষতা প্রকাশ করণার্থে নাযিল করেছেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ্ ইবন সালামার ভরণ-পোষণ করতেন। অপবাদ প্রদানের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! মিসতাহ্ যখন আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনও কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা **الْأَيَةُ..... الْفُضْلُ** আয়াত নাযিল করেন। আবু বকর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা আমি নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তিনি পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ খরচ দেওয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তার খরচ দেওয়া আর কখনও বন্ধ করব না।

٦٢٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضَبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ، ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَ خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا-

৬২২৩ আবু মা'মার (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ **ﷺ** -এর খেদমতে হাযির হলাম। যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে রাগান্বিত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহ্র ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই; তাহলে যেটা মঙ্গলকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করে ফেলি।

২৭৬৭ **بَابُ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ- وَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-**

২৭৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহ্র কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল অথবা কুরআন পাঠ করল অথবা সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহ্ আকবার বা আলহামদুলিল্লাহ অথবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল। তবে তার কসম তার নিয়ত হিসেবেই আরোপিত

হবে। নবী ﷺ বলেছেনঃ সর্বোত্তম কথা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং ওয়াল্লাহু আকবার। আবু সুফিয়ান (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াসের কাছে এ মর্মে লিখেছিলেন : হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। মুজাহিদ (র) বলেন, **كَلِمَةُ التَّقْوَى** ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’

৬২২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ-

৬২২৪ আবুল ইয়ামান (র).....সাইদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে তশরীফ আনলেন এবং বললেন : আপনি **لا اله الا الله** কলেমাটি বলুন। আমি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে সুপারিশ করব।

৬২২৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ-

৬২২৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু’টি কলেমা এমন যা জিহ্বাতে অতি হালকা অথচ মীযানে ভারী আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়; তা হচ্ছে ‘সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম’।

৬২২৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَاءً أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَاءً أُدْخِلَ الْجَنَّةَ-

৬২২৬ মূসা ইব্ন ইসমাইল (র)আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কলেমা বললেন। আর আমি বললাম, অন্যটি। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। আমি অপরটি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

২৭৬৮ بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

২৭৬৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় উনত্রিশ দিনে

৬২২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ أَنْفَكْتُ رِجْلَهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ-

৬২২৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে ঈলা (কসম) করলেন। আর তখন তাঁর কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল। তিনি তখন উনত্রিশ দিন কুঠরীতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি নেমে এলেন (স্ত্রীগণের কাছে ফিরে এলেন)। লোকেরা তখন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের ঈলা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন : মাস তো কখনও উনত্রিশ দিনেও হয়।

২৭৬৯ بَابُ إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ.

২৭৬৯. অনুচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না, যেহেতু তাদের নিকট এগুলো নাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়

৬২২৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ ابْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتْ الْعُرُوسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ-

৬২২৮ আলী (র)সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু উসায়দ (রা) বিবাহ করলেন। তার (ওলীমায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আর তখন তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রী তাঁদের খেদমত করছিলেন। সাহল (রা) তার কাওমের লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান সে মহিলা নবী ﷺ-কে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিবেলা একটি পাত্রে তাঁর জন্য খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। এমনভাবে সকাল হল। আর সেগুলিই সে তাঁকে পান করাল।

৬২২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنًّا-

৬২২৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের একটি বকরী মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত করে নিলাম! এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নাবীয প্রস্তুত করতাম। এমন কি তা পুরাতন হয়ে গেল।

২৭৭. **بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدِمَ فَآكَلَ تَفَرُّاً بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْإِذْمِ**

২৭৭০. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়। আর কোন্ জিনিস তরকারীর অন্তর্ভুক্ত

৬২৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ أَلِ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ مَادُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا-

৬২৩০ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার তরকারী মিশ্রিত গমের রুটি একাধারে তিনদিন পর্যন্ত খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইবন কাসীর (র)--আবিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই হাদীসটি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।

৬২৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرَفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَتْ الْخُبْزَ بَبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قَوْمُوا فَانْطَلِقُوا وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نَطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلُمِّي يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكَ فَآتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفَتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَادَمَتَهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعِشْرَةِ ، فَادِنْ لَهُمْ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعِشْرَةِ فَادِنْ

لَهُمْ فَآكُلْ حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعِشْرَةِ فَآكُلْ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَحَتَّى شَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا-

৬২৩১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার মাঝে আমি ক্ষুধার আভাষ পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তাঁর ওড়নাটি নিলেন এবং এর কিছু অংশে রুটিগুলি পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মসজিদে পেলাম। এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, উঠ, (আবু তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবু তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশেষে আবু তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবু তালহা (রা) বলল, হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদের কাছে তশরীফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোন খাদ্যই নেই যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। আবু তালহা (রা) বেরিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু তালহা (রা) উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ঐ রুটিগুলি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রুটিগুলি ছিড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন রুটিগুলি টুকরা টুকরা করা হল। উম্মে সুলায়ম (রা) তার ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন এবং তাতে মিশ্রিত করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন এবং বললেন : দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমন কি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেন : (আরও) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর আবারো তিনি বললেন : আরো দশজনকে আসতে দাও। দলের লোকসংখ্যা ছিল সত্তর বা আশি জন।

২৭৭১ بَابُ النِّيَّةِ فِي الْإِيمَانِ

২৭৭১. অনুচ্ছেদ : কসমের মধ্যে নিয়ত করা

৬২৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

৬২৩২ কুতায়বা ইবন সাদ্দ (র) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়্যাত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

২৭৭২ بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

২৭৭২. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার লক্ষ্যে দান করে

৬২৩৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ-

৬২৩৩ আহমাদ ইবন সালিহ (র) আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর জনৈক পুত্র তাঁকে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুর রাহমান বলেন, আমি আল্লাহর বাণী : 'যে তিনজন তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে।' সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে কা'ব ইবন মালিককে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলেন, আমার তওবা এটাই যে আমার সমগ্র মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হব। তখন নবী ﷺ বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

২৭৭২ بَابُ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ لَكَ تَبَتُّغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

২৭৭৩. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়। এবং আল্লাহর বাণী : হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কেন তা হারাম

করছেন? (৬৬ : ১) এবং আল্লাহর বাণী : ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন

৬২২৬ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ آيَتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تَخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا-

৬২৩৪ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং হাফসা (রা) পরস্পরে পরামর্শ করলাম যে, নবী ﷺ আমাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছেই আগে আসবেন তখন আমরা তাঁকে এ কথাটি বলব যে, আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? এরপর তিনি কোন একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাঁকে ঐ কথাটা বললেন। তখন নবী ﷺ জবাব দিলেন, না বরং আমি যায়নাব বিন্ত জাহাশের কাছে মধু পান করেছি। এরপরে আর কখনও এ কাজটি করব না। তখনই এ আয়াত নাযিল হল : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ তওবা কর" এখানে সম্বোধন আয়েশা ও হাফসা (রা)-এর প্রতি। আর সর النبي - নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে কথাকে গোপন করেন। এ আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা বলা বরং আমি মধু পান করেছি-এর প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে নাযিল হয়েছে। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি কসম করে ফেলেছি এ কাজটি আমি আর কখনও করব না। তুমি এ ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ করো না।

২৭৭৬ بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ

২৭৭৪. অনুচ্ছেদ : মানত পূরা করা এবং আল্লাহর বাণী : তাদের দ্বারা মানত পূরা করা হয়ে থাকে

৬২২৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَوَّلَمَ تَنْهَوُا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدَّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخَّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ-

৬২৩৫ ইয়াহইয়া ইব্ন সালিহ (র) সাঈদ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নবী ﷺ তো বলেছেন : মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আনতে পারে না এবং পিছিয়েও দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানতের দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।

৬২৩৬ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

৬২৩৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : এতে কিছুই রদ হয় না, কিন্তু কৃপণ থেকে মাল বের করা হয়।

৬২৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدَرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرَجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ-

৬২৩৭ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা আমি তাকদীরে নির্ধারিত করিনি। বরং মানতটি তাকদীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেওয়া হয়নি।

২৭৭০ بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

২৭৭৫. অনুচ্ছেদ : মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহর কাজ

৬২৩৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْدُ بْنُ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذَرُونَ وَلَا يُوْفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ-

৬২৩৮ মুসাদ্দাদ (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যমানার লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। ইমরান (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর যমানা বলার পর

দু'বার বলেছেন না কি তিনবার তা আমার স্মরণ নেই। এরপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে যারা মানত করবে অথচ তা পূর্ণ করবে না। তারা খেয়ানত করবে তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বলা হবে না। আর তাদের মাঝে হুটপুটতা প্রকাশিত হবে।

২৭৭৬ **بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ**
২৭৭৬. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা। (এবং মহান আল্লাহর বাণী) যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ২৭০)

৬২৩৭ **حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ**
৬২৩৭. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা। (এবং মহান আল্লাহর বাণী) যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ২৭০)

৬২৩৯ আবু নুয়াঈম (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে এরূপ মানত করে, সে আল্লাহর না ফরমানী করবে তাহলে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

২৭৭৭ **بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ**
২৭৭৭. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

৬২৪০ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ**
৬২৪০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে

৬২৪০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) একদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে মানত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত ইতি'কাফ করব। তিনি বললেন : তুমি তোমার মানত পূরা করে নাও।

২৭৭৮ **بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقَبَاءٍ ، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ**
২৭৭৮. অনুচ্ছেদ : মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়। ইবন উমর (রা) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছেন যার মাতা কুবার মসজিদে নামায আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নিতে। ইবন আব্বাস (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন

২৭৭৮. অনুচ্ছেদ : মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়। ইবন উমর (রা) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছেন যার মাতা কুবার মসজিদে নামায আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নিতে। ইবন আব্বাস (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন

৬২৪১ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى**
৬২৪১. অনুচ্ছেদ : মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়। ইবন উমর (রা) এক মহিলাকে নির্দেশ দিয়েছেন যার মাতা কুবার মসজিদে নামায আদায় করবে বলে মানত করেছিল। তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, তার পক্ষ থেকে নামায আদায় করে নিতে। ইবন আব্বাস (রা)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন

النَّبِيُّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ-

৬২৪১ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে ইবন আব্বাস (রা) এ মর্মে জানিয়েছেন যে, সা'দ ইবন উবাদা আনসারী (রা) নবী ﷺ-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মাতার কোন এক মানত সম্পর্কে, যা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। আর পরবর্তীতে এটাই সূন্নাত হিসাবে পরিগণিত হল।

٦٢٤٢ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ-

৬২৪২ আদম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল। আর সে মারা গিয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁর ওপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পূরণ করতে না? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : সুতরাং আল্লাহ তা'আলার হককে আদায় করে দাও। কেননা, আল্লাহর হক আদায় করাটা তো অধিক কর্তব্য।

২৪৪৯ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ-

২৭৭৯. অনুচ্ছেদ : শুনাহর কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই

٦٢٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ-

৬২৪৩ আবু আসিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٦٢٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، وَرَأَاهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ . وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ-

৬২৪৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ ব্যক্তিটি যে নিজের জানকে আযাবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চয় এতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আর তিনি লোকটিকে দেখলেন যে, সে তার দু'টি পুত্রের মাঝে ভর করে হাঁটছে। ফযারীও অত্র হাদীসটি..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬২৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ-

৬২৪৫ আবু আসিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। লোকটি একটি রশির অথবা অন্য কিছু সাহায্যে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছে। তিনি সে রশিটি কেটে ফেললেন।

৬২৪৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ-

৬২৪৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অন্য আরেকজনকে নাকে রশি লাগিয়ে টানছিল (আর সে তাওয়াফ করছিল) এতদৃষ্টে নবী ﷺ স্বহস্তে তার রশিটি কেটে ফেললেন এবং হুকুম করলেন, যেন তাকে হাতে টেনে নিয়ে যায়।

৬২৪৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرُّهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ، قَالَ عَيْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬২৪৭ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্বা প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল যে, এ লোকটির নাম আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতে যাবে না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং সাওম পালন করবে। নবী ﷺ বললেন : লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার সাওম সমাপ্ত করে। আবদুল ওয়াহ্‌হাব, আইউব ও ইকরামার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৭৮. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ

২৭৮০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়ে যায়

৬২৪৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمُ الْإِصَامِ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا-

৬২৪৮ মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর মুকাদ্দমী (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি মানত করেছিল যে সে সাওম পালন থেকে কোন দিনই বিরত থাকবে না। আর তার মাঝে কুরবানী বা ঈদুল ফিতরের দিন এসে পড়ল। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। তিনি ঈদুল ফিতরের এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন করতেন না। আর তিনি ঐ দিনগুলোর সাওম পালন করা জায়েযও মনে করতেন না।

৬২৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبَعَاءَ مَا عَشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَيْنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ-

৬২৪৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) যিয়াদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সাওম পালন করব। কিন্তু এর মাঝে কুরবানীর দিন পড়ে গেল। (এখন এর কি হুকুম হবে?) তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পূরা করার হুকুম করেছেন; এদিকে কুরবানীর দিনে সাওম পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি এরূপই উত্তর দিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না।

২৭৮১ بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالْأَمْتَعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قَالَ شِئْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَصَدَقْتُ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ لِحَاظِ لَه مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ

২৭৮১. অনুচ্ছেদ : কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বকরী, কৃষি ও আসবাবপত্র शामिल হয় কি ? এবং ইবন উমর (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর কাছে একদা উমর (রা) আরয় করলেন যে, আমি এরূপ একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন মাল কখনও আমি পাইনি। তিনি বললেন : তুমি যদি চাও তবে মূল মালটিকে রেখে দিয়ে (তার থেকে অর্জিত লাভটুকু) দান করে দিতে পার। আবু তালহা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে আরয় করলেন যে, আমার নিকট বায়রুহা নামক আমার বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়, যার দেয়ালটি হচ্ছে মসজিদে নববীর সম্মুখে।

৬২০. حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَهُمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ -

৬২৫০ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য গণীমত হিসাবে পাইনি। বনী যুবারর গোত্রের রিফাআ ইবন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন, যার নাম ছিল মিদআম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদি উল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলেন, তখন মিদআম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সওয়ারীর হাওদা থেকে লাগেজপত্রগুলি নামাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে মারা গেল। লোকেরা বলল, এ লোকটির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনও না, কসম ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! খায়বারের যুদ্ধের দিন গণীমতের মাল থেকে বস্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল তার গায়ে তা লেলিহান শিখা হয়ে জ্বলবে। এ কথাটি যখন লোকেরা শুনতে পেল, তখন এক ব্যক্তি একটি বা দু'টি ফিতা নিয়ে নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে হাযির হল। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে জাহান্নামের একটি ফিতা বা জাহান্নামের দু'টি ফিতা।

كِتَابُ كُفَّارَاتِ الْإِيمَانِ

শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْإِيمَانِ

শপথের কাফ্যারা অধ্যায়

وَقَوْلِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعَبَا فِي الْفِدْيَةِ-

আল্লাহ তা'আলার বাণী : এরপর এর কাফ্যারা দশজন দরিদ্রকে (মধ্যম ধরনের) আহাৰ্য দান (৫ : ৮৯)। যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হুকুম দিয়েছিলেন তা হচ্ছে : ফিদইয়া-এর মধ্যে সাওম, সাদকা অথবা কুরবানী করা। ইবন আব্বাস, আতা ও ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মাজীদে যেখানে او (অথবা, অথবা) শব্দ আছে কুরআনের অনুসারীদের জন্য সেখানে ইখতিয়ার রয়েছে। নবী ﷺ কা'ব (রা)-কে ফিদইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

۶২৫۱ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أُدْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ صِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالنُّسْكَ شَاةٌ ، وَالْمَسَاكِينَ سِتَّةٌ-

৬২৫১ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন : কাছে এসো। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাকে কি তোমার উকুন যন্ত্রণা দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : সাওম অথবা সাদাকা অথবা কুরবানী করে ফিদইয়া আদায় কর। ইবন আউন আইউব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাওম হচ্ছে তিন দিন, কুরবানী হল একটি বকরী আর মিস্কীনের সংখ্যা হল ছয়।

۲۷۸۲ بَابُ قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَمَتَى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

২৭৮২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬৬ : ২) আর ধনী ও দরিদ্র কখন কার উপর কাফ্যারা ওয়াজিব হয়

৬২০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قَالَ أَطْعِمَهُ عِيَالَكَ -

৬২৫২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তোমার কি অবস্থা? লোকটি বলল, রমযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে (দিনের বেলা) সহবাস করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তা হলে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : বস। লোকটি বসল। তারপর নবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরক' আনা হলো যাতে ছিল খেজুর। আর 'আরক' হচ্ছে বড় ধরনের পরিমাপ পাত্র। তিনি বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, এটা কি আমার চাইতে অধিকতর অভাবীকে প্রদান করব? তখন নবী ﷺ হেসে ফেললেন : এমন কি তাঁর মাড়ির দন্ত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন : এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

২৭৮৩ بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ

২৭৮৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাফ্যারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে

৬২০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا ، فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ

سَيِّئِينَ مَسْكِينًا ؟ قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَحْوَجُ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاطْعِمَهُ أَهْلَكَ-

৬২৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কি ব্যাপার? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলা) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছি? তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে সক্ষম? সে বলল, না। তবে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে পারবে? লোকটি বলল, না। রাবী বলেন, এমন সময় এক আনসার ব্যক্তি একটি 'আরক' নিয়ে উপস্থিত হল। আর আরক হচ্ছে পরিমাপ পাত্র; তার মাঝে খেজুর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চেয়ে যে অভাবী তাকে কি দান করব? সে আরও বলল, কসম ঐ মহান সত্তার, যিনি আপনাকে হকের (দীনের) সাথে প্রেরণ করেছেন; মদীনার দু'উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাও এগুলি তোমার পরিজনকে নিয়ে আহার করাও।

২৭৮৪ **بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا**

২৭৮৪. অনুচ্ছেদ : দশজন মিস্কীনকে কাফ্ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাত্তীয় হোক বা দূরের হোক

৬২৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سَيِّئِينَ مَسْكِينًا ؟ قَالَ لَا أَجِدُ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَاطْعِمَهُ أَهْلَكَ-

৬২৫৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নবী ﷺ বললেন : তোমার কি অবস্থা? লোকটি বলল, রমযানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি। তিনি বললেন : একটি গোলাম আযাদ করার মত কি তোমার কাছে কিছু আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে আহার করাতে পারবে? সে বলল, আমার কাছে এখন কিছু নেই। এমন সময় নবী ﷺ -এর কাছে একটি 'আরক' আনা হল,

যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন : এটা নিয়ে নাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে যে অধিকতর অভাবী তাকে কি দেব? সে আরও বলল, এখানকার দু'টি উপত্যকার মাঝে আমাদের চেয়ে অভাবী তো আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে আহ্বার করাও।

২৭৪৫ **بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ**

২৭৮৫. অনুচ্ছেদ : মদীনা শরীফের সা' ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্ব এবং এর বরকত। আর মদীনাবাসীগণ এর থেকে যুগযুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন

৬২৫৫ **حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُرْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَدًّا وَثَلَاثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ فَزَيْدٌ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -**

৬২৫৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় সা' ছিল তোমাদের এখনকার মুদ্বের হিসাবে এক মুদ্ব ও এক মুদ্বের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ। এরপর উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর যামানায় তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

৬২৫৬ **حَدَّثَنَا مُنْذَرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلَمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدَّ الْأَوَّلَ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدَّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَ كُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مَدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نَعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ -**

৬২৫৬ মুনযির ইবনুল ওয়ালাদ জারাদী (র) নাকি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) রমযানের ফিতরা আদায় করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্ব অর্থাৎ প্রথম মুদ্ব-এর মাধ্যমে। আর কসমের কাফফারাতোও তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্ব ব্যবহার করতেন। আবু কুতায়বা বলেন, মালিক (র) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের মুদ্ব তোমাদের মুদ্ব অপেক্ষা বড়। আর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্বের মাঝেই আধিক্য দেখি। রাবী বলেন, আমাকে মালিক (র) বলেছেন : তোমাদের কাছে কোন বাদশাহ্ এসে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্ব থেকে তোমাদের মুদ্বকে ছোট করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওযন করে) মানুষদেরকে দিতে? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্ব দিয়েই প্রদান করতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, পরিমাপের ব্যাপারটা এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুদ্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

৬২৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ-

৬২৫৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! তুমি তাদের (উম্মাতের) কায়ল (মাপে), সা' ও মুদ্দের মাঝে বরকত প্রদান কর।

২৭৮৬ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

২৭৮৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম

৬২৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَصُوٍّ مِنْهُ عَصُوًّا مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ-

৬২৫৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ তা'আলা সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমন কি তার গুণ্ডাঙ্গকেও গোলামের গুণ্ডাঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত করবেন।

২৭৮৭ بَابُ عِتْقِ الْمُدَبِّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكُفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسُ يُجْزَىٰ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرُ

২৭৮৭. অনুচ্ছেদ : কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাক্কার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা। এবং তাউস বলেছেন, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাক্কার আযাদ করা চলবে

৬২৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ-

৬২৫৯ আবু নু'মান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাক্কার বানালো। ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে

পৌছিল। তিনি বললেন : গোলামটিকে আমার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্ন নাহ্‌হাম (রা) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। সনদস্থিত রাবী আমর (রা) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে গোলামটি ছিল কিব্তী আর (আযাদ করার) প্রথম বছরেই সে মারা গিয়েছিল।

২৭৮৮. بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أَوْ أَعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ وَلَاؤُهُ

২৭৮৮. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ দুজনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্‌কারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্বাধিকারী) কে পাবে?

৬২৬০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ۔

৬২৬০. সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বাবীরা নামী বাদীকে ক্রয় করতে চাইলে তার মালিকগণ তার উপর ওয়ালা-এর শর্তারোপ করল। আয়েশা (রা) ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তাকে তুমি ক্রয় করে নাও। কেননা ওয়ালা (স্বত্বাধিকার) হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে দেয়।

২৭৮৯. بَابُ الْأَسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ

২৭৮৯. অনুচ্ছেদ : কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা

৬২৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتَى بِشَائِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذُودٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمَلُهُ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَاتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔

৬২৬১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য এলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। কারণ, এমন কিছু আমার নিকট

নেই যা বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু উট আনা হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা যখন রওনা করলাম, তখন পরস্পরে বলতে লাগলাম যে, আল্লাহ্ তো আমাদের বরকত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে কসম করলেন। এরপরও আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। আবু মূসা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন : আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি আর তার বিপরীতটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই বাস্তবায়িত করি।

৬২৬১ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ الْإِسْرَافِيُّ كَفَّرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ-

৬২৬২ আবু নু'মান (র)..... হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিন্তু আমি আমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করি এবং যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি। অথবা বলেছেন : যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি এবং এর কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

৬২৬৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لَطُوفُنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّ تِلْكَ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي الْمَلِكَ قُلُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةً بِشِقِّ غُلَامٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرَوْهُ أَوْ قَالَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرْكًَا فِي حَاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اسْتَنْتَنَى قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ-

৬২৬৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথী (রাবী সুফিয়ান সাথী দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন) বলল, আপনি ইনশাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং সকল স্ত্রীর স্বাথে মিলিত হলেন। তবে একজন ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভ থেকেই কোন সন্তান পয়দা হল না; তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবু হুরায়রা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি কসমের মাঝে যদি ইনশা আল্লাহ্ বলতেন তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না আবার উদ্দেশ্যও সাধিত হত। একবার আবু হুরায়রা (রা) এরূপ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি যদি 'ইস্তিসনা' করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবু যিনাদ আ'রাজের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৭. بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْدِ وَبَعْدَهُ

২৭৯০. অনুচ্ছেদ : কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্যারা আদায় করা

[৬২৬৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ ، قَالَ فَقَدِمَ طَعَامُهُ قَالَ وَقَدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَلَّا أَطْعَمَهُ أَبَدًا قَالَ ادْنُ أَخْبِرَكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ اسْتَحْمَلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضَبَانُ ، قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَهَبُ ابِلٍ فَقَالَ آيْنُ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ آيْنُ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ فَاتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ ذَوْدِ غَزِ الدَّرِيِّ ، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمَلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَنْ تَعْقِلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لَأَنْفُلِحَ أَبَدًا ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَنُذَكِّرَهُ يَمِينَهُ ، فَارْجِعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنْنَا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ ، قَالَ انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِنِّي رَأَيْتُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكَلْبِيِّ-

[৬২৬৪] আলী ইবন হুজর (র)..... যাহ্দাম জারমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবু মুসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট ছিলাম। আমাদের এবং জারম গোত্রের মাঝে দ্রাঘত্ব ও সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাবী বলেন, তার জন্য খানা পেশ করা হল, তাতে ছিল মুরগীর গোশত। তাদের দলের মাঝে বনী তাইমিল্লাহ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। যার গায়ের রং ছিল লাল যেন দেখতে গোলাম। রাবী বলেন, লোকটি খানার কাছেও গেল না। আবু মুসা আশ'আরী তাকে বললেন, কাছে এসো (খানাতে শরীক হও)। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি একে (মুরগী) কিছু খেতে

দেখেছি; ফলে আমি এটিকে ঘৃণা করছি। এবং সে থেকে কসম করেছি যে, কখনও আর এটি খাব না। আবু মূসা (রা) বলেন, কাছে এসো; আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। একদা আমরা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য আসলাম। তখন তিনি যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আইয়ুব বলেন, আমার মনে হয় তিনি তখন রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিব না। আর আমার কাছে বাহনযোগ্য কোন কিছুই নেই। রাবী বলেন, আমরা তখন প্রস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হল। তিনি বললেন : ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? তখন আমরা ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি আকর্ষণীয় উট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা উটগুলো নিয়ে রওনা হলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু এরপরে আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কসম ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর কসমকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে তো আমরা কখনও কৃতকার্য হতে পারব না। চল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফিরে যাই এবং তাঁর কসম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আপনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার বাহন দিয়েছিলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম বা বুঝতে পারলাম, আপনি হয়ত কসম ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা চলে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহই তো তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি যখন আল্লাহর ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন যেটার মধ্যে মঙ্গল আছে সেটি বাস্তবায়িত করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। হাম্মাদ ইবন যায়িদ, আইউব, আবু কিলাবা এবং কাসিম ইবন আসিম কুলায়বী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসে ইসমাঈল ইবন ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছেন।

৬২৬৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ

الْتَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا-

৬২৬৫ কুতায়রা (র)..... যাহদাম (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

৬২৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ

بِهَذَا-

৬২৬৬ আবু মা'মার.....যাহদাম (রা) থেকেও উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

৬২৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا

ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعْطِيَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ

وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ. تَابَعَهُ أَشْهُلُ ابْنُ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ. وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةٍ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهَيْثَامُ وَالرَّبِيعُ-

৬২৬৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুর রাহ্মান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি নেতৃত্ব চাইও না। কেননা, চাওয়া ব্যতীত যদি তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর ভাল মন্দের দায়িত্ব তোমারই থাকবে)। তুমি যখন কোন কিছুতে কসম কর আর কল্যাণ তার অন্যটির মাঝে দেখতে পাও, তখন যেটার মাঝে কল্যাণ সেটাই বাস্তবায়িত কর। আর তোমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও। আশহাল ইব্ন হাতিম, ইব্ন আউন থেকে এবং উস্মান ইব্ন আমর-এর অনুসরণ করেছেন এবং ইউনুস, সিমাক ইব্ন আতিয়া, সিমাক ইব্ন হারব, হুমায়দ, কাতাদা, মানসুর, হিশাম ও রাবী' উক্ত বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আউন-এর অনুসরণ করেছেন।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

উত্তরাধিকার অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

উত্তরাধিকার অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْآيَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন.... দুই আয়াত পর্যন্ত

٦٢٦٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أَغْمَى عَلَى فِتْوَضًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَى وَضُوأِهِ فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ-

৬২৬৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমার গুশ্রা করলেন। তাঁরা উভয়েই পদব্রজে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন এবং আমার উপর অযুর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তখন তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল।

٢٧٩١ بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

২৭৯১. অনুচ্ছেদ : উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। উক্বা ইবন আমির (রা) বলেন, যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এ ধরনের কথা বলার পূর্বেই তোমরা (উত্তরাধিকার বিদ্যা) শিখে নাও

٦٢٦٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ

الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
أَخَوَانًا-

৬২৬৯ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ধারণা করা পরিহার কর, কেননা, ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা। কারও দোষ তলাশ করো না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। আল্লাহর বান্দা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

২৭৭২ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً

২৭৯২. অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকাশ্বরূপ

৬২৭. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا ، يُؤَمِّدُ يَطْلُبَانِ أَرْضِيهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ هَذَا الْمَالِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَدْعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ ، قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تَكَلِّمَهُ حَتَّى مَاتَتْ-

৬২৭০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকারিত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আব্বাস (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ সময় ফাদাক ভূখণ্ডের এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সাদাকা। এ মাল থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবু বকর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত করব। রাবী বলেন, এরপর থেকে ফাতিমা (রা) তাঁকে পরিহার করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নাই।

৬২৭১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً-

৬২৭১ ইসমাইল ইবন আবান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাশ্বরূপ।

[৬২৭২] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنُ الْحَدَّثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى ادْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِيَاذِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ ، فَقَالَ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَدِيرٍ ، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ مَا أَحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَثْنَى بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمْوَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةً سَنَةً ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتِهِ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدْكُمْمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ ، فَتَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِضْهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمْمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمْمَا جَمِيعٌ ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلْنِي نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ أَنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْمَا بِذَلِكَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِيَاذِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِيكُمْمَاهَا-

৬২৭২ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতঈম আমাকে (মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাছান)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন আউস (রা)-এর কাছে চলে গেলাম এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন যে, আমি উমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র ও সা'দ (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর সে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং এর মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলি যার হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাশ্বরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দ্বারা নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। দলের লোকেরা বলল, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। এরপর তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে মুখ করে বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে বর্ণনা রাখছি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ)-এর ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে বিশেষত্ব প্রদান করেছেন, যা আর অন্য কাউকে করেননি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেন : **ما افاء الله على رسوله** থেকে **قدیر** পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শোনালেন। এবং বললেন, এটা তো ছিল বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ মাল সংরক্ষণ করেননি। আর আপনাদের ব্যতীত অন্য কাউকে এতে প্রাধান্য দেননি। এ মাল তো আপনাদেরই তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং আপনাদের মাঝেই বণ্টন করেছেন। পরিশেষে এ মালটুকু অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের বছরের ভরণ-পোষণের জন্য এ থেকে খরচ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর মাল হিসেবে (তাঁর রাস্তায়) খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোটা জীবদ্দশায়ই এরূপ করে গিয়েছেন। আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ কথাগুলো কি আপনারা জানেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি এ কথাগুলো জানেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দান করলেন তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওলী। এরপর তিনি উক্ত মাল হস্তগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা)-এর ওফাত দান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের ওলীর ওলী। আমি এ মাল হস্তগত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) এ মালের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন দু'বছর যাবত আমি এ মালের ব্যাপারে সেই নীতিই অবলম্বন করে আসছি। এরপর আপনারা আমার কাছে আসলেন আর আপনাদের উভয়ের বক্তব্যও এক এবং ব্যাপারটিও অনুরূপ। (হে আব্বাস (রা)) আপনি তো আপনার ভতিজার থেকে প্রাপ্য অংশ আমার কাছ চাইছেন। আর আলী (রা) আমার কাছে তাঁর স্ত্রীর অংশ যা তাঁর

পিতা থেকে প্রাপ্য আমার কাছে তলব করছেন। সুতরাং আমি বলছি, আপনারা যদি এটা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি। এরপর কি আপনারা অন্য কোন ফায়সালা আমার কাছে চাইবেন? এ আল্লাহর কসম! যাঁর হুকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যে ফায়সালা প্রদান করলাম কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া আর অন্য কোন ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এ ধনসম্পদের শৃংখলা বিধানে অক্ষম হন তবে তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, আমি তার শৃংখলা বিধান করব।

৬২৭২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

৬২৭৩ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দীনার বণ্টনযোগ্য নয়। আমার সহধর্মিণীগণের এবং আমার কর্মচারীবৃন্দের খরচ ব্যতীত যতটুকু থাকবে তা হবে সাদাকা তুল্য।

৬২৭৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدَنَ أَنْ يَبْعَتْنِ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

৬২৭৪ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য উসমান (রা)-কে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এরূপ বলেননি, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই? আমরা যা রেখে যাব সবই হবে সাদাকা তুল্য।

২৭৭২ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَاحَ لَهُ

২৭৯৩. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার-পরিজনের হবে

৬২৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

৬২৭৫ আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার

মত কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায় তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

২৭৭৬ **بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا ثُنْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُنَّ الثُّلَثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِيَ بِمَنْ شَرَكَهُمْ فَيُؤْلَى فَرِيضَتُهُ وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ**

২৯৯৪. অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী যদি কন্যা সন্তান রেখে যায় তাহলে সে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি উক্ত কন্যা বা কন্যাসমূহের সঙ্গে পুরুষ থাকে তাহলে প্রথমে অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্ত দেয়ার পর বাকি অংশ দুই নারী সমান এক পুরুষ ভিত্তিতে বন্টন করা হবে

৬২৭৬ **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ-**

৬২৭৬ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মীরাস তার হকদারদেরকে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

৬৭৭৫ **بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ**

২৭৯৫. অনুচ্ছেদ : কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার

৬২৭৭ **حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثْنِي إِلَّا ابْنَتِي أَمَا تَصَدِّقُ بِثُلْثِي مَالِي فَقَالَ لَا قَالَ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكَتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ عَنْ هَجْرَتِي ؟ فَقَالَ لَنْ تَخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تَخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَكَ آخَرُونَ ، وَلَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَى-**

٦٢٧٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَشَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا أَوْ أَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأَخْتَ النِّصْفَ-

৬২৭৮ মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)..... আস্ওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) আমাদের নিকট মু'আল্লিম অথবা আমীর হিসাবে ইয়ামানে এলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটি এক কন্যা ও একটি ভগ্নি রেখে মারা গিয়েছে। তখন তিনি কন্যাটিকে সম্পত্তির অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক প্রদান করলেন।

٦٧٩٦ بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ قَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْإِبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدَ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ

২৭৯৬. অনুচ্ছেদ : পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার। যায়িদ (রা) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতই, যখন তাকে ছাড়া আর কোন সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মত আর নাতনীগণ কন্যাদের মত। পুত্রদের মত নাতনীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেকোন অন্যদেরকে মাহরুম করে নাতিগণও সেরূপ অন্যদেরকে মাহরুম করে। আর নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না।

৬২৭৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ-

৬২৭৯ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রাপ্যংশ (মিরাস) তাদের হকদারদের কাছে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

৬২৭৭ بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

২৭৯৭. অনুচ্ছেদ : কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার

৬২৮০ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شَرْحَبِيلَ ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتٍ ، فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا يَعْزِي ، فَسَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ أَذْنُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنُ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ فَاتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فَيَكُمُ-

৬২৮০ আদাম (র).....হুযায়ল ইব্ন শুরাহ্বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মুসা (রা)-কে কন্যা, পুত্র পক্ষের নাতনী এবং ভগ্নির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তিনিও হয়ত আমার মত উত্তর দেবেন। সুতরাং ইব্ন মাসউদ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মুসা (রা) যা বলেছেন সে সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হল। তিনি বললেন, আমি তো গোমরা হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঐ ফায়সালাই করব, নবী ﷺ যে ফায়সালা প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর নাতনী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'তৃতীয়াংশ পুরু হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ থাকবে ভগ্নির জন্য। এরপর আমরা আবু মুসা (রা)-এর কাছে আসলাম এবং ইব্ন মাসউদ (রা) যা বললেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন : যতদিন এ অভিজ্ঞ আলিম (জ্ঞানতাপস) তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

৬২৭৮ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْأَخَوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَابَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ

২৭৯৮. অনুচ্ছেদ : পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার। আবু বকর সিদ্দীক (রা), ইবন আব্বাস (রা) এবং ইবন যুবায়ের (রা) বলেন যে, দাদা পিতার মতই। ইবন আব্বাস (রা) এরূপ পড়েছেন যাবুত এরকম কেউই বলেননি যে, আবু বকর (রা)-এর যামানায় কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অথচ সে সময়ে নবী করীম ﷺ-এর অনেক সাহাবী বিদ্যমান ছিল। আর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নাতি আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমার ভাই নয়। তবে আমি আমার নাতির উত্তরাধিকারী হব না। তবে উমর, আলী ইবন মাসউদ এবং যায়িদ (রা) থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়

৬২৮১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَقُّوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَاوَلَى رَجُلٍ ذَكَرَ-

৬২৮১ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রাপ্যংশ তার হকদারকে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

৬২৮২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبَا-

৬২৮২ আবু মা'মার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আমি যদি এ উম্মাত থেকে কাউকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানাতাম তবে তাকে [আবু বকর (রা)]-কে বানাতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম।” افضل শব্দ বলেছেন না কি خیر এতে রাবীর সন্দেহ আছে। তিনি দাদাকে পিতার মর্যাদা দিয়েছেন বা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৭৯৯ بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৭৯৯. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার

৬২৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَلِلزَّوْجِ الشُّطْرَ وَالرُّبْعَ-

৬২৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) মাল ছিল সন্তানাদির আর ওসিয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। কিন্তু পরে আল্লাহ তা'আলা তা রহিত করে দিয়ে এর চেয়ে উত্তমটি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য নারীদের দু'জনের সমতুল্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করেছেন (সন্তান থাকা অবস্থায়) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক আর (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ।

২৮.০. بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৮০০. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার

৬২৮৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَغْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَةِ تُوَفِّيتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا-

৬২৮৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী লিহয়ান গোত্রের জনৈক মহিলার একটি জ্রণপাত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত (গোলাম বা বান্দী) তার আসাবার জন্য।

২৮.১. بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

২৮০১. অনুচ্ছেদ : কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়

৬২৮৫ حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلْأَبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأَخْتِ ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬২৮৫ বিশ্ব ইবন খালিদ (র)..... আল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমাদের মাঝে এ ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক আর ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। এরপর সনদস্থিত রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি (আল আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে মীমাংসা করেছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় কথাতী উল্লেখ করেনি।

৬২৮৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هَزِيلٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قُضِينَ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْنَةِ النَّصَفِ وَلِأَهْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ-

৬২৮৬ আমর ইব্ন আব্বাস (র)..... হযায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি এতে ঐ ফায়সালাই করব যা নবী ﷺ করেছিলেন। অথবা তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, (তা হচ্ছে,) কন্যার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক আর পুত্র পক্ষের নাতনীদেব জন্য ষষ্ঠাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ভগ্নির জন্য।

২৮.২ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

২৮০২. অনুচ্ছেদ : ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার

৬২৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ-

৬২৮৭ আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন নবী ﷺ আমার নিকট তশরীফ আনলেন। এসে অযূর পানি চাইলেন এবং অযূ করলেন। তারপর অযূর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে আমার উপর ঢেলে দিলেন। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভগ্নিগণ আছে। ঐ সময় উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত নাযিল হয়।

৬২৮৭ بَابُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةِ

২৮০৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

৬২৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرَأَ آيَةَ نَزَلَتْ خَاتِمَةَ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ-

৬২৮৮ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র).... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার আখেরী আয়াত : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الاية

২৮.৪ بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَحْ لَامٍ وَالْآخَرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلَى لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ-

২৮০৪. অনুচ্ছেদ : (কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়। আলী (রা) বলেন, স্বামীর জন্য অংশ হচ্ছে অর্ধেক আর মা শরীক ভাই-এর জন্য হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ। এরপর অবশিষ্টাংশ দু'এর মাঝে আধাআধি হারে দিতে হবে

٦٢٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصْبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَآنَا وَلِيُّهُ فَلَا دُعَاءَ لَهُ-

৬২৮৯ মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তার ধন-সম্পদ তার আসাবাগণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বোঝা অথবা সন্তানাদি (ঋণ) রেখে মারা যায় আমিই হব তার অভিভাবক। সুতরাং আমার কাছেই যেন তা চাওয়া হয়।

٦٢٩٠ حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلَا وَلِيَ رَجُلٍ ذَكَرَ-

৬২৯০ উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম (রা)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রাপ্যাংশ তার হকদারের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার মালিক হবে তার নিকটতম পুরুষ ব্যক্তি।

২৮.০ ۲۸.۰ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

২৮০৫. পরিচ্ছেদ : যাবিল আরহাম

٦٢٩١ اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ اِدْرِيسُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ نَسَخْتُهَا : وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ-

৬২৯১ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ-এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সে

প্রেক্ষিতে আনসারগণের সাথে যাদের যাবিল আরহাম-এর সম্পর্ক ছিল তা বাদ দিয়ে মুহাজিরগণ আনসারগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতেন। এরপর যখন -এর আয়াত নাযিল হয়, তখন وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ أَيْمَانَكَ আয়াতের বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

২৮.২ بَابُ مِيرَاثِ الْمَلَأَعَنَةِ

২৮০৬. অনুচ্ছেদ : লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার

৬২৭২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَأَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ-

৬২৯২ ইয়াহুইয়া ইব্ন কাযাআ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী -এর যামানায় তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন করেছিল। এবং তার সন্তানটিকেও অস্বীকার করল। তখন নবী তাদের দু'জনের মাঝে (বিবাহ) বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং সন্তানটি মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

২৮.৭ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً

২৮০৭. অনুচ্ছেদ : শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির

৬২৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ مِنِّي ، فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، قَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ-

৬২৯৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উতবা তার ভাই সা'দকে ওসীয়াত করল যে, যামাআ নামক বাঁদীর সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার হস্তগত করে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ তাকে হস্তগত করলেন এবং বললেন যে, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই এর সম্পর্কে ওসীয়াত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইব্ন যামআ দাঁড়িয়ে বললো, এ তো আমার ভাই। কেননা, এ হচ্ছে আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। এবং সে আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। উভয়েই তাঁদের মুকদ্দমা নবী -এর কাছে পেশ করলেন। তখন নবী বললেন : হে আবদ ইব্ন যামআ, এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা, সন্তান সে-ই পেয়ে থাকে যার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নেয়। আর ব্যভিচারকারীর জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্ত যামআকে বললেন : তুমি এ ছেলে থেকে পর্দা

পালন করবে। কেননা, তিনি তার মাঝে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং সাওদা (রা) সে ছেলেটিকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত আর দেখেননি।

৬২৯৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ -

৬২৯৪ মুসাদ্দাদ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সন্তান হল শয্যাধিপতির।

২৮.৮ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ الْقَيْطِ وَقَالَ عُمَرُ الْقَيْطُ حُرٌّ

২৮০৮. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার। উমর (রা) বলেন, লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া) ব্যক্তি আযাদ

৬২৯৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لَهَا ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا -

৬২৯৫ হাফস ইব্ন উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরা (নারী বাদী)-কে ক্রয় করতে চাইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করতে পার। কেননা, অভিভাবকত্ব তো ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে। বারীরাকে একদা একটি বকরী সাদাকা দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। হাকাম বলেন, বারীরার স্বামী একজন আযাদ ব্যক্তি ছিল। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, হাকামের বর্ণনা সনদ হিসাবে মুরসাল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাকে (বারীরার স্বামীকে) গোলামরূপে দেখেছি।

৬২৯৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৬২৯৬ ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন উমর (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে।

২৮.৯ بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

২৮০৯. অনুচ্ছেদ : সাযবার উত্তরাধিকার

৬২৯৭ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ -

৬২৯৭ কাবীসা ইব্ন উক্বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে ইসলাম (মুসলমানগণ) সায়বা বানায় না। তবে জাহেলী যামানার লোকেরা সায়বা বানাত।

৬২৭৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَ هَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَ هَا فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَاعْتَقَتْهَا قَالَ وَخَيْرَتْ نَفْسُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ-

৬২৯৮ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বারীরা বাঁদীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাইলেন। আর তার মনিব তার ওয়ালার (অভিভাবকত্বের) শর্ত করল (নিজেদের জন্য)। তখন আয়েশা (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি বারীরাকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চাই। অথচ তার মনিবরা তার ওয়ালার শর্ত করছে। তিনি বললেন : তাকে (ক্রয় করে) আযাদ কর। কেননা, অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি আযাদ করে। অথবা তিনি বললেন : তার মূল্য দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন তিনি তাকে ক্রয় করলেন এবং আযাদ করে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাকে তার (স্বামীর সাথে) যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হল। সে নিজেকে ইখতিয়ার করল এবং বলল, আমাকে যদি এরূপ এরূপ কিছু দেওয়াও হয় তবুও আমি তার সাথী হব না। আসওয়াদ (র) বলেন, তার স্বামী আযাদ ছিল। আবু আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন, আসওয়াদ-এর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য 'আমি (বারীরার স্বামীকে) তাকে গোলামরূপে দেখেছি' বিগত।

২৮১. بَابُ اِثْمٍ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

২৮১০. অনুচ্ছেদ : যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ

৬২৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقَرُوهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا ، أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْغَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ-

[৬২৯৯] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).... ইবরাহীম তামীমীয় পিতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কিতাবুল্লাহ ব্যতীত আমাদের আর কোন কিতাব তো নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিকথানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল যে, তাতে যখম ও উটের বয়স সংক্রান্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে। বারী বলেন, তাতে আরও লিপিবদ্ধ ছিল যে, আইর থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী মদীনার হারাম। এখানে যে (ধর্মীয় ব্যাপারে) বিদআত করবে বা বিদআতকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয আমল এবং কোন নফল কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোন ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবুল করা হবে না। সমস্ত মুসলমানের জিম্মাই এক, একজন সাধারণ মুসলমানও এর চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আশ্রয় প্রদানকে বাচনাল করে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল কবুল করা হবে না।

[৬৩০০] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ-

[৬৩০০] আবু নুয়াঈম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অভিভাবকত্ব বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

২৮১১ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَايَةً، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَيُذَكَّرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ

২৮১১. অনুচ্ছেদ : কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হাসান (রা) তার জন্য এতে ওয়ালার স্বীকৃতি দিতেন না। নবী ﷺ বলেছেন : ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে। তামীমে দারী (রা) থেকে মারফু' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : ওয়ালা তার আযাদকারীর কাছে অন্যান্য মানুষের তুলনায় তার মৃত্যু ও জীবন যাপনের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটে। তবে এ খবরের সত্যতার ব্যাপারে অন্যেরা মতানৈক্য করেছেন

৬৩.১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِّيعُكَهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ-

৬৩০১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার জন্য একটি বাদী ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তার মনিবরা তাঁকে বলল যে, আমরা এ বাদী আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, ওয়ালা হবে আমাদের জন্য। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন : এটা তোমার জন্য কোন বাধা নয়। কারণ, ওয়ালা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে।

৬৩.২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بَتُ عَنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا-

৬৩০২ মুহাম্মদ (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা বাদীকে আমি ক্রয় করলাম। তখন তার মালিকেরা তার ওয়ালায় শর্ত করল। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য প্রদান করে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাতে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিলেন। তখন সে বলল, সে যদি আমাকে এরূপ এরূপ মালও দেয় তবুও আমি তার সাথে রাত যাপন করব না। এবং সে নিজেকেই ইখ্তিয়ার করল।

২৮১২ بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

২৮১২. অনুচ্ছেদ : নারীগণ ওয়ালায় উত্তরাধিকারী হতে পারে

৬৩.৩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ-

৬৩০৩ হাফস ইবন উমর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বারীরা বাদীকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নবী ﷺ এর কাছে বললেন যে, তারা (মালিকেরা) ওয়ালায় শর্ত করেছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেননা, ওয়ালা তো হচ্ছে ঐ ব্যক্তির, যে আযাদ করে।

৬৩.৬ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ وَوَلِيَ
النَّعْمَةَ-

৬৩০৪ ইবন সালাম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
ওয়ালা হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য (মূল্য) প্রদান করে। আর সে নিয়ামতের অধিকারী হয়।

২৮১৩ بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

২৮১৩. অনুচ্ছেদ : কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ
কাওমের অন্তর্ভুক্ত

৬৩.৫ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةٍ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ
لِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ-

৬৩০৫ আদাম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন
কাওমের (আযাদকৃত) গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা এ জাতীয় কোন কথা বলেছেন।

৬৩.৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ-

৬৩০৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের
বোনের পুত্র সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে مِنْهُمْ বলেছেন অথবা مِنْ أَنْفُسِهِمْ বলেছেন।

২৮১৪ بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ وَكَانَ شَرِيحٌ يُوْرَثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
وَيَقُولُ هُوَ أَخُوْجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجْزُ وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ
وَعَتَاقَتُهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَالٌ يَتَغَيَّرُ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ
فِيهِ مَا شَاءَ

২৮১৪. অনুচ্ছেদ : বন্দীর উত্তরাধিকার। গুরায়হ (রা) শত্রুদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে উত্তরাধিকার
প্রদান করতেন এবং বলতেন এ বন্দী লোক উত্তরাধিকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। উমর ইবন আবদুল
আযীয (র) বলেন, বন্দী ব্যক্তির ওসিয়ত, তাকে আযাদ কর এবং তার মালের ব্যবহারকে জায়েয মনে
কর, যতক্ষণ না সে আপন ধর্ম থেকে ফিরে যায়। কেননা, এ হচ্ছে তারই মাল। সে এতে যা ইচ্ছা তাই
করতে পারে

৬৩.৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرِثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَّا-

৬৩০৭ আবুল ওয়ালীদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার যিম্মায়।

২৮১৫ **بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلُ أَنْ يُقَسِّمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ**

২৮১৫. অনুচ্ছেদ : মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না

৬৩.৮ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ—

৬৩০৮ আবু আসিম (র) উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।

২৮১৬ **بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيَّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيَّ وَإِثْمٍ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ**

২৮১৬. অনুচ্ছেদ : নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার শুনাহ

২৮১৭ **بَابُ مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ**

২৮১৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে

৬৩.৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ—

৬৩০৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) ও আবদু ইব্ন যামআ একটি ছেলের ব্যাপারে পরস্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ছেলেটি আমার ভাই উত্বা ইব্ন আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলেটি তাঁর পুত্র। আপনি তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। আবদ ইব্ন যামআ বললো, এ আমার ভাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার পিতার ঔরসে তার কোন বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ তার আকৃতির দিকে নয়র করলেন এবং উত্বার আকৃতির সাথে তার আকৃতির প্রকাশ্য মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবদ। এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা সন্তান যথাযথ শয্যাপতির আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। আর হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি তার থেকে পর্দা কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপরে সে কখনও সাওদার সাথে দেখা দেয়নি।

২৮১৮ بَابُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

২৮১৮. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা

৬৩১০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لَأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ أَذْنَى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৩১০ মুসাদ্দাদ (র) সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি আবু বকর (রা)-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার কান দু'টি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তাকে সংরক্ষণ করেছে।

৬৩১১ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ -

৬৩১১ আসবাগ ইব্ন ফারাজ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে) এটি কুফরী।

২৮১৯ بَابُ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا

২৮১৯. অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান

۶۳۱۲ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِإِ بْنِ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِ بْنِكِ وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِ بْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ اتَّوْنِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمِئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ-

৬৩১২ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জন মহিলার সঙ্গে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। বাঘ এসে (একদিন) তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার অপর সঙ্গিনীকে বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা উভয়ে দাউদ (আ)-এর কাছে তাদের মুকাদ্দমা দায়ের করল। তিনি বড় মহিলাটির সপক্ষে ফায়সালা প্রদান করলেন। এরপর তারা বের হয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছে গেল এবং উভয়েই তাঁকে তাদের ঘটনা অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি ছুরি দাও, আমি একে দু'টুকরা করে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন। এ ছেলেটি তারই। তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ছুরি অর্থে সَكِين শব্দটি সে দিনই শুনেছি। পূর্বে তো আমরা একে مُدْيَةَ বলতাম।

২৪২. بَابُ الْقَانِفِ

২৮২০. অনুচ্ছেদ : চিহ্ন ধরে অনুসরণ

৬৩১৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبْرُقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا نَظَرَ إِنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ إِنْ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এত প্রফুল্ল অবস্থায় যে, তাঁর চেহারার চিহ্নগুলি চমকচ্ছিল। তিনি বললেন : তুমি কি দেখনি যে, মুজাজযিয় (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্ঘাটনকারী) যায়িদ ইবন হারিসা এবং উসামা ইবন যায়িদ-এর দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এরপর সে বলেছে, এদের দু'জনের কদম একে অপর থেকে।

۶۳۱۴ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ
مُجَزَّزَ الْمُدَلِّجِيِّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا
فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ-

৬৩১৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন : হে আয়েশা! (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্ঘাটনকারী) মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি? এসেই সে উসামা এবং যাইদ-এর দিকে নয়র করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাগুলো একে অপর থেকে।

كِتَابُ الْحُدُودِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْحُدُودِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بَابُ مَا يَحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন

২৪২৮ بَابُ الزَّانَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُنْزَعُ عَنْهُ نُورُ
الْإِيمَانِ فِي الزَّانَا

২৮২১. অনুচ্ছেদ : যিনা ও শরাব পান। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ব্যভিচারের কারণে ঈমানের নূর দূর হয়ে যায়

৬৩১০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا
النَّهْبَةَ-

৬৩১৫ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন শরাব পানকারী শরাব পান করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মু'মিন থাকে না।

ইবন শিহাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে النهبة শব্দটি নেই।

২৪২২. بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

২৮২২. অনুচ্ছেদ : শরাবপায়ীকে প্রহার করা

৬৩১৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَوْحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ-

৬৩১৬ আদম ইবন আবু ইয়াস ও হাফস ইবন উমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর সিদ্দীক (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

২৪২৩. بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

২৮২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়

৬৩১৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضْرِبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنُّعَالِ-

৬৩১৭ কুতায়বা (র) উক্বা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে শরাবপায়ী হিসাবে আনা হল। তখন নবী ﷺ ঘরে যারা ছিল তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। রাবী বলেন, তারা তাকে প্রহার করল, যারা তাকে জুতা মেরেছিল তাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম।

২৪২৪. بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ

২৮২৪. অনুচ্ছেদ : বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা

৬৩১৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانٌ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضْرِبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ-

৬৩১৮ সুলায়মান ইবন হারব (র) উক্বা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হল নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। এটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। তখন ঘরের ভিতরে যারা ছিল তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন একে প্রহার করার জন্যে। সুতরাং তারা একে বেত্রাঘাত করল এবং জুতা মারল। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

৬৩১৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ-

৬৩১৯ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর (রা) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

৬৩২০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ ، قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ-

৬৩২০ কুতায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, সে শরাব পান করেছিল। তিনি বললেন : একে তোমরা প্রহার কর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ হল তাকে হাত দিয়ে প্রহারকারী, কেউ হল জুতা দিয়ে প্রহারকারী, আর কেউ হল কাপড় দিয়ে প্রহারকারী। যখন সে প্রত্যাবর্তন করল। কেউ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে লালিত করছেন। নবী ﷺ বললেন : এরূপ বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।

৬৩২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتُ فَاجِدٌ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْنَهُ-

৬৩২১ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে মনে কোন দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।

৬৩২২ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتِي بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَامْرَأَةٌ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بَايِدِينَا وَنَعَالِنَا وَارْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ امْرَأَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ-

৬৩২২ মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র)সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যমানায় ও আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন মদ্যপায়ীকে আনা হত তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় হল তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এ সব মদ্যপ যখন সীমালংঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে তখন আশিটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

২৪২০ **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيَنْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ**

২৮২৫. অনুচ্ছেদ : শরাব পানকারীকে লানত করা মাকরুহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়

৬৩২৩ **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَلْقَبُ حِمَارًا وَكَانَ يَضْحَكُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنَهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ**

৬৩২৩ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যমানায় এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তার উপর লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম। আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

৬৩২৪ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِسُكْرَانَ فَقَامَ يَضْرِبُهُ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ**

৬৩২৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একটি মাতাল লোককে আনা হল। তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের

মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করেছিল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, এর কি হল, আল্লাহ তাকে লালিত্ব করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

২৪২৬. بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

২৮২৬. অনুচ্ছেদ : চোর যখন চুরি করে

[৬৩২৫] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ-

[৬৩২৫] আমার ইবন আলী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যখন কিনা সে মু'মিন। এবং চোর চুরি করে না যখন কিনা সে মু'মিন।

২৪২৭. بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

২৮২৭. অনুচ্ছেদ : চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা

[৬৩২৬] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعْنُ اللَّهِ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ-

[৬৩২৬] আমার ইবন হাফস ইবন গিয়াছ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চোরের উপর আল্লাহর লা'নত নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়। আমাশ (র) বলেন, ডিম দ্বারা লোহার টুকরা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে।

২৪২৮. بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

২৮২৮. অনুচ্ছেদ : হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহর) কাফ্ফারা হয়ে যায়

[৬৩২৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلُّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ وَهُوَ

كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصْلَبَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ-

[৬৩২৭] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর নিকট কোন এক মজলিসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পুরা তিলাওয়াত করেন : “তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি (বায়'আতের শর্তসমূহ) পুরা করে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। আর যে ব্যক্তি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর তার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। আর যদি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে এটা তাঁর ইচ্ছাতির। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।”

২৪২৭ بَابُ ظَهَرَ الْمُؤْمِنِ حِمَى الْإِ فِي حَدِّ أَوْ حَقِّ

২৮২৯. অনুচ্ছেদ : শরীয়তের কোন হুক (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত

[৬৩২৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاqِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيْ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالَ أَلَا شَهْرُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيْ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيْ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَاءِ كُمِ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيَحْكُمُ أَوْ وَيَلْكُمُ لَا تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

[৬৩২৮] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে বললেন : (হে লোক সকল!) কোন্ মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি ? তিনি আবার বললেন : তোমরা কোন্ শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি ? তিনি বললেন : ওহে! কোন্ দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটিকে। ওহে! আমি কি পৌছিয়েছি ? এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন। আর প্রত্যেক বারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

২৮৩. بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْإِنْتِقَامِ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ

২৮৩০. অনুচ্ছেদ : শরীয়তের হদসমূহ (শাস্তি) কায়ম করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া

৬৩২৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ فَاذًا كَانَ الْأَثَمُ كَانَ أَبَعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ -

৬৩২৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে যখনই (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে) দু'টি কাজের মধ্যে ইখতিয়ার প্রদান করা হত, তখন তিনি তন্মধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহর কাজ হত। যদি তা গুনাহর কাজ হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছু প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহর হারামসমূহকে ছিন্তা করা হত। তা হয়ে থাকলে প্রতিশোধ নিতেন।

২৮৩১. بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

২৮৩১. অনুচ্ছেদ : আশরাফ-আতরাফ (উঁচু-নিচ) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়ম করা

৬৩৩০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقِيمُونَ الْحُدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

৬৩৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রা) জনৈক মহিলার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আতরাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়ম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

২৮৩২. بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

২৮৩২. অনুচ্ছেদ : বাদশাহর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীন

৬৩৩১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، قَالُوا مَنْ يَكْلُمُ رَسُولَ

اللَّهُ ﷻ وَمَنْ يَجْتَرِيْ عَلَيْهِ الْاَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷻ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَاَيُّمُ اللَّهُ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔

[৬৩৩১] সাঈদ ইবন সুলায়মান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের জৈনকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শান্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুত্বা প্রদান করলেন এবং বললেন : হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দেবে।

২৪৩২ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا وَفِيْ كَمْ نَقْطَعُ وَقَطَعَ عَلَيَّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيْ امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقَطِيعَتْ شِمَالَهَا لَيْسَ اِلَّا ذَلِكَ

২৮৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর (৫ : ৩৮)। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে, হাত কাটা যাবে। আলী (রা) কজি পর্যন্ত কর্তন করেছিলেন। আর কাতাদা (রা) এক নারী সম্পর্কে বলেছেন যে চুরি করেছিল, এতে তার বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। (কাতাদা বলেন) এ ছাড়া আর অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি

[৬৩৩২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ۔

[৬৩৩২] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) ইবন আখী যুহরী (র) ও মা'মার (র)..... যুহরী (র) থেকে ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) এর অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

[৬৩৩২] حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ عَنْ اِبْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ۔

৬৩৩৩ ইসমাইল ইবন আবু উওয়ায়স (র) আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করায় হাত কাটা হবে।

৬৩৩৪ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَاءِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ -

৬৩৩৪ ইমরান ইবন মায়সারা (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক দীনারের চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

৬৩৩৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَاءِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنٍ مَجْنٍ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ -

৬৩৩৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢালের সমমূল্যের জিনিস চুরি করা ছাড়া হাত কাটা হত না।

৬৩৩৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ مِثْلَهُ -

৬৩৩৬ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

৬৩৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ .

৬৩৩৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রত্যেকটির মূল্য আছে, এর চেয়ে কমে চুরি করলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায়) হাত কাটা হত না।

৬৩৩৮ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا -

৬৩৩৮ ইউসুফ ইব্ন মুসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চোরের হাত কাটা হত না। যদি সে একটি চামড়ার ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রতিটির মূল্যমান এর চেয়ে কমে কিছু চুরি করত। উকি (র) ও ইব্ন ইদ্রিস (র) উরওয়া (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬৩৩৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ-

৬৩৩৯ ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৬৩৪০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ، تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيَمَتُهُ-

৬৩৪০ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৬৩৪১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ-

৬৩৪১ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৬৩৪২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ-

৬৩৪২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিন দিরহাম মূল্যমানের ঢাল চুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।

৬৩৪৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ-

৬৩৪৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে বা একটি রশি চুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে।

২৪২৬ بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

২৮৩৪. অনুচ্ছেদ : চোরের তওবা

৬৩৪৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا-

৬৩৪৪ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার হাত কর্তন করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, সে মহিলাটি এরপরও আসত। আর আমি তার প্রয়োজনকে নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করতাম। মহিলাটি তওবা করেছিল এবং তার তওবা সুন্দর হয়েছে।

৬৩৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أَبَايَعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاخْذْ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَحْدُودٍ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ-

৬৩৪৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের এ মর্মে বায়'আত করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোন অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে আপন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত করবে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য গুনাহর কাফফারা এবং গুনাহর পবিত্রতা। আর যার (দোষ) আল্লাহ্ তা'আলা গোপন রেখেছেন তার মুয়ামিলা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে। (আল্লাহ্) ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, চোর যদি হাত কেটে দেয়ার পর তওবা করে তবে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে শরীয়তের শাস্তিপ্ৰাপ্ত প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য যখন সে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ
أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী

বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ
 أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী

বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةُ

মহান আল্লাহর বাণীঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি- আয়াতের শেষ পর্যন্ত

۶۳۴۶ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ وَأَسْلَمُوا فَأَجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا أَبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا ففَعَلُوا فَصَحَّوْا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَأَسْتَأْقُوا فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمْ فَاتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَخْسِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا-

৬৩৪৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। তাই তিনি তাদেরকে সাদাকার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধপান করার আদেশ করলেন। তারা তা-ই করল। ফলে সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে তারা দীন ত্যাগ করে উটপালের রাখালদেরকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের হাত-পা কাটলেন ও লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।

২৮৩৫. ۲۸۳۵ بَابُ لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

২৮৩৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল

۶۲۴۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا-

৬৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন সাল্ত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত, পা) কাটলেন, অথচ তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল।

২৮৩৬. ۲۸۳۶ بَابُ لَمْ يُسْقِ الْمُرْتَدُونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

২৮৩৬. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল

۶۳۴۸ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رَسُولًا فَقَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَوْهَا فَشَرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفَقُوا الذَّوْدَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ فَمَا تَرَ جَلَّ النَّهَارُ إِلَّا أَتَى بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سَقُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ-

৬৩৪৮ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট আসল। তারা সুফফায় অবস্থান করত। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটপালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা তাজা হয়ে উঠল ও রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলে তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র প্রখর হবার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তদ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। অথচ লোহা গরম করে দাগ

লাগাননি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবু কিলাবা (র) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

২৪৩৭. بَابُ سَمَرِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْيُنَ الْمُحَازِبِينَ

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন

[৬২৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عُكْلٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَشَرَبُوا حَتَّى إِذَا بَرَوْا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ غَدُوَّةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَالْقَوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

[৬৩৪৯] কুতায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যে উক্ল গোত্রের একদল (অথবা তিনি বলেন উরাইনা গোত্রের—আমার জানামতে তিনি উক্ল গোত্রেরই বলেছেন) মদীনায়ে এলো, তখন নবী ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন যেন তারা সে সব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। লৌহশলাকা দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর প্রখর রৌদ্র তাপে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হল না। আবু কিলাবা (র) বলেন, ঐ লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

২৪৩৮. بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

২৮৩৮. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযীলত

[৬৬৫০] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ

فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ -

৬৩৫০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ; ২. আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে আটকে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল; আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সাদকা করল আর এমন গোপনে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি করে।

٦٣٥١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ -

৬৩৫১ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ও খলীফা..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত।
নবী ﷺ বলেছেন : যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নেবে আমি
তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নেব।

٢٨٣٩ بَابُ اِثْمِ الزُّنَاةِ قَوْلُ اللَّهِ : وَلَا يَزْنُونَ ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَا حِشَةً
وُسَاءً سَبِيلاً

২৮৩৯. অনুচ্ছেদ : ব্যাভিচারীদের পাপ। আব্রাহাম বাণী : আর তারা ব্যাভিচার করে না (২৫ : ৬৮) এবং তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ে না। এটা অশ্লীল ও নিকট আচরণ (১৭ : ৩২)

٦٣٥٢ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالاً لَأَحَدَيْتُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَاتَقُومُ السَّاعَةُ ، وَأَمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيَمُ الْوَاحِدُ -

৬৩৫২ দাউদ ইবন শাবীব (র).... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পরে তোমাদেরকে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের মধ্যে হল এই যে, ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্ততার প্রসার ঘটবে, মদ পান করা হবে, ব্যাপকভাবে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কমবে, নারীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।

৬৩৫৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ عِكْرِمَةُ، قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -

৬৩৫৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কোন চোর চুরি করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না। ইকরামা (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার থেকে ঈমান কিভাবে হিনিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন : এভাবে। আর অঙ্গুলীগুলি পরস্পর জড়ালেন, এরপর অঙ্গুলীগুলি বের করলেন। যদি সে তাওবা করে তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এ বলে অঙ্গুলীগুলি পুনরায় পরস্পর জড়ালেন।

৬৩৫৪ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ -

৬৩৫৪ আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মু'মিন থাকে না। তবে তারপরও তাওবা অব্যাহত।

৬৩৫৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسَلِيمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ

أَجَلُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ أَنْ تَزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ، قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُهُ ، قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُهْدِيٍّ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعَا دَعَا -

৬৩৫৫ আমর ইব্ন আলী (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যিনা করা। ইয়াহুইয়া (র)—আবদুল্লাহ (রা) আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর (র)—আব মায়সারা (র) বলেন—এটিকে ছেড়ে দাও, এটিকে ছেড়ে দাও।

٢٨٤. بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنَى بِأَخْتِهِ حَدَّهُ حَدِّ الزَّانِي

২৮৪০. অনুচ্ছেদ : বিবাহিতকে রজম করা। হাসান (র) বলেন, যে স্বীয় বোনের সহিত যিনা করে তার উপর যিনার হদ প্রয়োগ হবে

٦٣٥٦ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৩৫৬ আদাম (র)..... শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) জুম'আর দিন জনৈক মহিলাকে যখন রজম করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুনাত অনুযায়ী রজম করলাম।

٦٣٥٧ حَدَّثَنِي اسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي -

৬৩৫৭ ইসহাক (র)..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সুরায়ে নুর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

٦٣٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ-

৬৩৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনা করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে বিবাহিত ছিল।

২৮৪১ **بَابُ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَقَالَ عَلَىٰ لِعُمَرَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رَفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ-**

২৮৪১. অনুচ্ছেদ : পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না। আলী (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক থেকে সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?

৬৩৫৯ **حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّىٰ رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ-**

৬৩৫৯ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হারুরা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

২৮৪২ **بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ**

২৮৪২. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীর জন্য পাথর

৬৩৬০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَاسُودَةُ وَذَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

৬৩৬০ আবুল ওয়ালীদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ও ইব্ন যামআ (রা) ঝগড়া করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আব্দ ইব্ন যামআ! এ সন্তান তোমারই। সন্তান শয্যাধিপতির। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতায়বা (র) লায়স (র) থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি বেশি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

৬৩৬১ حَدَّثَنَا أَدُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

৬৩৬১ আদাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

২৮৪২ بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبِلَاطِ

২৮৪৩. অনুচ্ছেদ : সমতল স্থানে রজম করা

৬৩৬২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحَدَا جَمِيعًا ، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحَدَتُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَةِ فَآتَى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ وَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ اجْنَأَ عَلَيْهَا -

৬৩৬২ মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী নারীকে হাযির করা হল। তারা উভয়েই যিনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পাচ্ছ? তারা বলল, আমাদের পাদীরা চেহারা কালো করার ও উভয়কে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী বসিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর রীতি চালু করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর অগ্র-পশ্চাৎ পড়তে লাগল। তখন ইব্ন সালাম (রা) তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। (হাত উঠাতে দেখা গেল) তার হাতের

নিচে রয়েছে রজমের আয়াত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, উভয়কে রজম করা হল। ইবন উমর বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইহুদী পুরুষটাকে দেখেছি ইহুদী নারীটির উপর উপড় হয়ে পড়ে আছে।

২৮৪৪. بَابُ الرِّجْمِ بِالْمُصَلَّى

২৮৪৪. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা

৬৩৬৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّنا وَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ أَحْصَيْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذِرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سَيِّدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ يُصَحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فَقِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا-

৬৩৬৩ মাহমুদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জৈনিক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তখন নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে ধরা হল ও রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। নবী ﷺ তার সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার সালাতে জানাযা আদায় করলেন। ইউনুস ও ইবন জুরাইজ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনাটি বললেন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে-এর উপর নবী ﷺ-এর বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ? তিনি বললেন, এটিকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো--এটিকে মা'মার ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছে কি? তিনি বললেন, না।

২৮৪৫. بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْجَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عَقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الذِّي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظُّبْيِ ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৪৫. অনুচ্ছেদ : যে এমন কোন অপরাধ করল যা হদ-এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল। তবে তওবার পর তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ হবে না, যখন সে ফতোয়া জানার জন্য আসে। আতা (র) বলেন, নবী ﷺ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, শাস্তি দেননি এ

ব্যক্তিকে, যে রমযানে স্ত্রী সংগম করেছে এবং উমর (রা) শাস্তি দেননি হরিণ শিকারীকে। এ ব্যাপারে আবু উসমান (র) ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ^{সহ সাতটা ও} ^{আলফাতি} ^{ওরা আলফাতি} থেকে বর্ণনা রয়েছে

٦٣٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ لَا، قَالَ فَاطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ، قَالَ مِمَّنْ ذَاكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِأَمْرَاتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يُسَوِّقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُخْتَرِقُ؟ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا، قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لَاهِلِي طَعَامٌ؟ قَالَ فَكُلُوهُ—

৬৩৬৪ কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জৈনৈক ব্যক্তি রমযানে আপন স্ত্রীর সহিত যৌন সংযোগ করে ফেললো। তারপর রাসূলুল্লাহ সহ সবার -এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহাির করাও।

লায়স (র)-এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জটনৈক ব্যক্তি নবী ^{স্বা মাসহাব} -এর কাছে মসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমযানের মধ্যে আমার স্ত্রীর সাথে সংগম করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি সাদকা কর। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী ^{স্বা মাসহাব} -এর কাছে এল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, নবী ^{স্বা মাসহাব} -এর কাছে কি আসল? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহাৰ্যও নেই। তিনি বললেন : তাহলে তা তোমরাই খেয়ে নাও।

٢٨٤٦ بَابُ إِذَا أَقْرَأَ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَرْ عَلَيْهِ

২৮৪৬. অনুচ্ছেদ : যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?

٦٣٦٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٌ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَيَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ ، قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ-

[৬৩৬৫] আবদুল কুদ্দুস ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘটনা আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন না। আনাস (রা) বলেন। তখন সালাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত আদায় করল। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন : তুমি কি আমার সহিত সালাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বললেন : তোমার শাস্তি (মাফ করে দিয়েছেন)।

২৪৪৭. ۲۸۴۷ بَابُ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمَقْرِرِ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

২৮৪৭. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছে?

[৬৩৬৬] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أَنْكِهَهَا لَا يَكُنِّي ، قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ-

[৬৩৬৬] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইবন মালিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এল তখন তাকে বললেন সম্ভবত তুমি চুষন খেয়েছ অথবা ইশারা করেছে অথবা (কু দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তাহলে কি তার সাথে তুমি সঙ্গম করেছ? কথাটি অস্পষ্ট করে বললেননি। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

২৪৪৮. ۲۸۴۸ بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمَقْرِرُ هَلْ أَحْصَنْتَ

২৮৪৮. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত'?

[৬৩৬৭] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ
فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ قَبْلَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا
شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ
بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَدْلَقْتَهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ-

[৬৩৬৭] সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জৈনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। এসে তাঁকে ডাক দিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনা করেছি, সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছে। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ঐদিকেই সরে দাঁড়াল, যে দিকটি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখে করলেন, এবং বলল হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর সে এদিকেই এল যে দিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যখন স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডাকলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমার মধ্যে পাগলামী আছে কি? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তা হলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে গ্যাও এবং রজম করো। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এ হাদীস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তাকে ঈদগাহে বা জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করেছি। পাথরের আঘাত যখন তাকে ব্যাকুল করে তুলল, তখন সে দ্রুত দৌড়াতে লাগল। অবশেষে আমরা হাবুরা নামক স্থানে তার নাগাল পাই এবং তাকে রজম করি।

২৪৬৭. بَابُ الْأَعْتِرَافِ بِالزِّنَا

২৮৪৯. অনুচ্ছেদ : যিনার স্বীকারোক্তি

[৬৩৬৮] حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ
أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِّنْ لِي ؟ قَالَ قُلْ ، قَالَ إِنَّ أَبْنَى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى
بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائِهِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلَدًا مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيْنَ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَائَةِ الشَّاةِ وَالْخَادِمِ رَدَّ عَلَيْكَ
وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفْتَ
فَارْجُمَهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفْتَ فَرَجَمَهَا، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى
ابْنِي الرَّجْمِ، فَقَالَ أَشْكُ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُ-

৬৩৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহর) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মত ফায়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়াল। আর সে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী-ই করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল। সে বলল, আমার ছেলে ঐ ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। আমি একশ' ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করে নেই। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। একশ' ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার ছেলের উপর একশত কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে। পরদিন প্রত্যুষে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে রজম করলেন।

আমি সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ব্যক্তি কি এ কথা বলেনি যে, “লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহরী (র) থেকে এ কথা শুনেছি কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই কখনো এ কথা বর্ণনা করি। আর কখনো চূপ থাকি।

৬৩৬৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا
نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ إِلَّا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى
مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ، قَالَ سُفْيَانُ كَذَا
حَفِظْتُ إِلَّا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ-

৬৩৬৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুন তারা পথভ্রষ্ট হবে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে

তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান (র) বলেন, অনুরূপই আমি স্বরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।

২৪০. **بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزَّانَا إِذَا أَحْصَنَتْ**

২৮৫০. অনুচ্ছেদ : যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা

[৬৩৭.] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرَى رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِيَمْنَى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَ اللَّهُ مَا كَانَتْ بَيْعَةٌ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا قُلْتُهُ فَتَمَّتْ فغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمُ الْعَشِيَّةِ فِي النَّاسِ فَمَحَذَرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْضِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رُعَاةَ النَّاسِ وَغَوَّاءَ هُمْ وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطِيرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطِيرٍ وَالْأَيُّهَا وَالْأَيُّهَا يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا فَاْمْهَلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتُ مَتَمَكِّنَا فَيَعِيَ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَاتَكَ فَيَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا قَوْمَ مِنْ بَذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقَبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَلْتُ الرُّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمَنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ لِيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مِنْذُ اسْتُخْلِفَ فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتُ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَدِّثُونَ قَامَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قَدَّرَ لِي أَنْ

أَقُولُهَا ، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِأَلْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيْمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَيْعَتْ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَ امْرَأُ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاَنْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَا عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَقَرُّبُهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَاتِيَنَّهُمْ ، فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزْمَلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيَهُمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ مَا لَهُ لَهُمْ ؟ قَالُوا يُوَعِّكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشْهَدُ خَطِيبُهُمْ ، فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ

مَعَشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطًا، وَقَدْ دَفَعْتُ دَافَةً مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَرِلُونَا مِنْ أَصْلَانَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوْرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقْدِمَهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمْتُ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهُ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي الْأَقَالَ فِي بَدِيهِتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرِفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايَعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهُ أَنْ أَقْدَمَ فَتَضَرَّبَ عُنُقِي لَا يَقْرِبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِيَّاهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَسْأَلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ، فَقَالَ قَاتِلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا جُذِلْتُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعَذِيقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرَّقْتُ مِنَ الْأَخْتِلَافِ، فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتُهُ الْأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ وَأَنَا وَاللَّهُ مَا وَجَدْنَا فِيهِمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا أَنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةً أَنْ يُبَايَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَمَا تَابَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا نَخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادًا أَفَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ-

৬৩৭০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াভাম। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অন্যতম ছিলেন। একদা আমি তাঁর মিনাস্ত্র বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে তাঁর সর্বশেষ হজ্জে রয়েছেন। ইত্যবসরে আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি? যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমর মারা যান

তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহর কসম! আবু বকরের বায়'আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তাঁরপর বললেন, ইনশা আল্লাহ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে এসব লোকের থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়। আবদুর রহমান (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনটা যেন না করেন। কেননা, হজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন তখন তা সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর যথাযথ স্থানে রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদীনা পৌছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে তথায় জ্ঞানী ও সুদীর্ঘবর্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তির আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেবে ও যথাস্থানে ব্যবহার করবে। তখন উমর (রা) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনা পৌছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন জুম'আর দিন এল সূর্য অস্তগমনোন্মুখের সাথে সাথে আমি মসজিদে গমন করলাম। পৌছে দেখলাম, সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) মিন্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পার্শ্বে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম তখন সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর পূর্বে বলেননি। এরপর উমর (রা) মিন্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়ায্বিনগণ আযান থেকে ফরিগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবাদ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী মুহূর্তে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো এসব স্থানে পৌছিয়ে দেয় যেথায় তার সওয়ারী পৌছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয় আল্লাহ মুহাম্মদ পালাতিলি আল্লাহর রাসূল -কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, অনুধাবন করেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহর রাসূল পালাতিলি আল্লাহর রাসূল রজম করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয বর্জনের দরুন পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর রজম অবধারিত, যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর যিনা করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও

না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরী, যে স্বীয় বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্ন মরিয়ামের সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহর কসম! যদি উমর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় পতিত না হয় যে আবু বকর-এর বায়আত আকস্মিক ঘটনা ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ আকস্মিক বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীসমূহের ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে-- এমন স্থান পর্যন্তদের মধ্যে আবু বকরের ন্যায় কে আছে? যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ ব্যক্তিও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওফাত দান করেন, তখন আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সবাই বনী সাঈদার চতুরে সমবেত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবাইর ও তাঁদের সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবু বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বকরকে বললাম, হে আবু বকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাদের সাথে তাদের দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই ঐ বিষয়ের আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাণ্ড করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বনী সাঈদার চতুরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ব্যক্তি কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্ন উবাদা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কি হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরাক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মাবাদ। আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি নগণ্য দল মাত্র; যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন তখন আমি কিছু বলার মনস্থ করলাম। আর আমি পূর্ব থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবু বকর (রা)-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা প্রশমিত করতে মনস্থ করলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবু বকর (রা) বললেন, তুমি থাম। আমি তাঁকে রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবু বকর (রা) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ বরং তার

চেয়েও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা উল্লেখ করেছ বস্তুত তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জনের থেকে যে-কোন একজনকে তোমাদের জন্য মনোনয়ন করলাম। তাই তোমাদের ইচ্ছা যে-কোন একজনের হাতে বায়আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ছাড়া যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপছন্দ করিনি। আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ! হয়ত আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাজ্জা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের থেকে হবে এক আমীর আর তোমাদের থেকে হবে এক আমীর। এ পর্যায়ে অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। আর আমরা সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইব্ন উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ সা'দ ইব্ন উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা সে সময়কার জরুরী বিষয়াদির মধ্যে আবু বকরের বায়আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল যে, যদি বায়আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাই তাহলে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্মক ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

২৮৫১. ۲۸۵۱ بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِلَى قَوْمٍ حَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : رَافَةُ إِقَامَةُ الْحَدِّ

২৮৫১. অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে। (মহান আল্লাহর বাণী) : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে..... বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ পর্যন্ত। (২৪ : ২-৩) ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, رافَة হ'ল প্রয়োগ (সহানুভূতি প্রদর্শন) করা

۶۳۷۱ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَأْمُرُ فَيَمْنَنُ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ جُلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرِبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السَّنَةُ-

৬৩৭১ মালিক ইবন ইসমাঈল (র)..... যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে নির্দেশ দিতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে একশ' কশাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনা করেছে। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুরায়র (রা) বলেছেন যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) নির্বাসিত করতেন। তারপর সর্বদাই এ সুনাত চালু রয়েছে।

৬৩৭২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فَيَمْنَنُ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنَ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ-

৬৩৭২ ইয়াহইয়া ইবন যুকাযর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে যিনা করেছে অথচ সে অবিবাহিত 'হদ' প্রয়োগসহ এক বছরের জন্য নির্বাসনের ফায়সালা করেছেন।

২৪৫২ بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

২৪৫২. অনুচ্ছেদ : শুনাহ্গার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা

৬৩৭৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ، وَأَخْرِجْ فُلَانًا ، وَأَخْرِجْ فُلَانًا-

৬৩৭৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন : তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।

২৪৫৩ بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

২৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা

৬৩৭৪ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

عَلَى ابْنِي الرَّجْمِ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةً ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَرَعَمُوا أَنْ
عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ
اللَّهِ ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ فَرُدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا
أُنَيْسُ فَأَعِدْ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَعَدَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا -

৬৩৭৪ আসিম ইব্ন আলী (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী পালাতন ও অসহায়তা -এর নিকট এল। এ সময় তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। এরপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, এ সত্যই বলেছে হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের ফায়সালা করে দিন। আমার ছেলে তার অধীনে চাকর ছিল, সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। তখন লোকেরা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর রজমের হুকুম হবে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একজন দাসীর বিনিময়ে আপোস করে নেই। এরপর আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা বললেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। তা শুনে তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দেব। ঐ ছাগল ও দাসীটি তোমার কাছে ফেরত যাবে এবং তোমার ছেলের ওপর অর্পিত হবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে ঐ মহিলার কাছে যাও এবং তাকে রজম কর। উনাইস সকালে গেলেন ও তাকে রজম করলেন।

২৪৫৪ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ**
الْآيَةِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ زَوَّابْنِي وَلَا مُتَخَذَاتٍ أَخْدَانٍ أَخْلَاءَ -

২৮৫৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে কারো সাধ্বী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪ : ২৫) **غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ** -- অর্থ **زَوَّابْنِي** (ব্যভিচারিণী)
أَخْلَاءَ (বন্ধু) **وَلَا مُتَخَذَاتٍ أَخْدَانٍ**

২৪৫৫ **بَابُ إِذَا زَنَّتِ الْأَمَةُ**

২৮৫৫. অনুচ্ছেদ : দাসী যখন যিনা করে

৬৩৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا
زَنَّتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَّتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَّتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَّتْ
فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بَيِّعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ -

৬৩৭৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পালাতন ও অসহায়তা -কে অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন :

সে যদি যিনা করে তাকে তোমরা কশাঘাত করবে। পুনঃ যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। তারপরও যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর।

২৪৫৬. بَابُ لَا يَثْرِبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تَنْفَى

২৮৫৬. অনুচ্ছেদ : দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না

۶৩৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يَثْرِبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يَثْرِبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّلَاثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৩৭৬ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে কশাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। পুনরায় যদি যিনা করে তাহলেও যেন কশাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) সাঈদ.... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে লায়স (র) এর অনুসরণ করেছেন।

২৪৫৭. بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرَفَعُوا إِلَى الْأَمَامِ

২৮৫৭. অনুচ্ছেদ : যিম্মিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান

۬৩৭৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أَقْبَلَ النُّورَ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ لَا أَدْرِي. تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ -

৬৩৭৭ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... শায়বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা)-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ রজম করেছেন। আমি বললাম, সূরায়ে নূরের (এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিলের) আগে না পরে? তিনি বললেন, তা আমি অবগত নই। আলী ইব্ন মুসহির, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ মুহারিবি ও আবিদা ইব্ন হুমায়দ (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে আবদুল ওয়াহিদ এর অনুসরণ করেছেন।

৬৩৭৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيَا،

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمُ فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاذًا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْجَحَارَةَ -

৬৩৭৮ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাচ্ছ? তারা বলল, তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার আগপিছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আবদুল্লাহ ইবন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর উপুড় হয়ে আছে। সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

২৮০৮ بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةً غَيْرَهُ بِالزَّنا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ -

২৮৫৮. অনুচ্ছেদ : বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয় তখন বিচারকের জন্য কি জরুরী নয় যে, তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

৬৩৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إِنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ عَنْهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيفُ الْآجِيرُ ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارَةٍ لِي ثُمَّ

إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلْدُ ابْنِهِ مِائَةً وَغَرْبُهُ عَامًا ، وَأَمْرُ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيِّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً الْأَخْرَفِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا -

৬৩৭৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাদের বিবাদ নিয়ে এল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অপরজন বলল, আর সে ছিল উভয়ের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ, হাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (রাবী) (র) বলেন, 'আসীফ' অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের ওপর হবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশ' ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর ওপর-ই প্রযোজ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জেনে রেখ! কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তার ছেলেকে একশ' কশাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তাহলে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

২৪৫৭ بَابُ مَنْ أَذَبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ

২৮৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে। আবু সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ নামায আদায় করে, আর কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছে করে, তাহলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে তাহলে যেন তার সাথে লড়াই করে। আবু সাঈদ (রা) এরূপ করেছেন

৬৩৮০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي فَقَالَ حَبَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التِّيمُّمِ -

৬৩৮০ ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় মাথা মুবারক আমার উরুর ওপর রেখে আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদেরকে আটকে রেখেছ, এদিকে তাদের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন ও স্বীয় হাত দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

৬৩৮১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكَزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتُ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبَيَّ الْمَوْتُ لِمَكَانٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوُهُ لِكَذَاوَكَذَا.

৬৩৮১ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের দরুন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে। সামনে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। وكذا - لكذا.

২৪৬. بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ أَمْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

২৮৬০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে

৬৩৮২ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ أَمْرَاتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغَيْرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي-

৬৩৮২ মুসা (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পরপুরুষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যদাবোধে বিশ্বিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।

২৪৬১. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيفِ

২৮৬১. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা

৬৩৮৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَاتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا الْوَأْنُهَا قَالَ حُمُرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ

أَوْرُقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقُ.

৬৩৮৩ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেন : তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন : সেগুলোর রং কি? সে বলল, লাল। তিনি বললেন : সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা কোথা থেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা যে, কোন শিরা (বংশমূল) একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তাহলে হয়ত তোমার এ পুত্র একে কোন শিরা (বংশমূল) টেনে এনেছে।

২৪৬২. بَابُ كَمِ التَّغْزِيرِ وَالْأَدَبِ

২৮৬২. অনুচ্ছেদ : শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু

৬৩৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

৬৩৮৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

৬৩৮৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا عُقُوبَةُ فَوْقَ عَشْرِ ضَرْبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

৬৩৮৫ আমর ইবন আলী (র)..... আবদুর রহমান ইবন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ প্রহারের বেশি কোন শাস্তি নেই।

৬৩৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يُجْلَدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

৬৩৮৬ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবু বুরদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্যত্র দশ কশাঘাতের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

৬৩৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُكُم مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصِلٌ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا تَابِعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৩৮৭ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাগাতার সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো লাগাতার সিয়াম পালন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমি ত্রে রাত্রি যাপন করি এমন অবস্থায় যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা লাগাতার সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকল না তখন তিনি একদিন তাদের সাথে লাগাতার (দিনের পর দিন) সিয়াম পালন করতে থাকলেন। এরপর যখন তারা নতুন চাঁদ দেখল তখন তিনি বললেন : যদি তা আরো দেরি হতো তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিতাম। কথাটি যেন শাসন স্বরূপ বললেন, যখন তারা বিরত রইল না। শুআযব, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৩৮৮ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزْأً أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ -

৬৩৮৮ আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রহার করা হত যখন তারা অনুমানের ভিত্তিতে খাদদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত। তারা তা যেন তাদের স্থানে বিক্রি না করে যে পর্যন্ত না তারা তা আপন বিক্রয়স্থলে ওঠায়।

৬৩৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يَنْتَهَكَ مِنْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ -

৬৩৮৯ আবদান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য তার উপর আপতিত বিষয়ের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না আল্লাহর অলংঘনীয় সীমালঙ্ঘন করা হয়। এমন হলে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

২৪৬৩. ۲۸۶۳ بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ التَّلَطُّعَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২৮৬৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়

৬৩৮৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ وَأَنَا ابْنُ خُمْسٍ عَشْرَةٍ فُرِقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحْدَةٌ فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ-

৬৩৯০ আলী (র) সাহল ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'জন লি'আনকারীর ব্যাপারে দেখেছি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। আমি তখন পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর তার স্বামী বলল, আমি যদি তাকে রেখে দেই তাহলে তার উপর আমি মিথ্যা আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যুহরী (র) থেকে তা স্মরণ রেখেছি যে, যদি সে এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে সত্যবাদী। আর যদি এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় যেন টিকটিকির ন্যায় লাল, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। আমি যুহরী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সে সন্তানটি ঘৃণ্য আকৃতির জন্ম নেয়।

৬৩৯১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنْتْ-

৬৩৯১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন সাদাদ (র) বললেন, এ কি সে মহিলা যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কোন মহিলাকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম? তিনি বললেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত।

৬৩৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ التَّلَاعُنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتُ بِهِذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى

النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا. قَلِيلَ
اللَّحْمِ. سَبَطَ الشَّعْرَ. وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَدًا كَثِيرَ اللَّحْمِ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّهِمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ
عِنْدَهَا فَلَا عَن النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ
فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ—

[৬৩৯২] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট
লি'আনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন আসিম ইব্ন আদী (রা) তার সম্বন্ধে কিছু কটুক্তি
করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। তখন তার স্বগোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে,
সে তার স্ত্রীর কাছে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম (রা) বলেন, আমি আমার এ উক্তির দরুনই এ
পরীক্ষায় পড়েছি। এরপর তিনি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সে তাঁকে ঐ ব্যক্তি
সম্পর্কে জানাল যার সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছে। এ ব্যক্তিটি গৌর বর্ণ, হালকা-পাতলা, সোজা চুলবিশিষ্ট ছিল।
আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবি করেছে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে সে ছিল মেটে বর্ণের, মোটা
গোড়ালী, স্থূল গোশতবিশিষ্ট। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! স্পষ্ট করে দিন। ফলে সে মহিলাটি
ঐ ব্যক্তি সদৃশ সন্তান জন্ম দিল যার কথা তার স্বামী উল্লেখ করেছিল যে, তাকে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে।
তখন নবী ﷺ উভয়ের মধ্যে লি'আন কার্যকর করলেন। তখন এক ব্যক্তি এ মজলিসেই ইব্ন আব্বাস
(রা)-কে বলল, এটা কি সে মহিলা যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন : যদি আমি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম
করতাম তাহলে একে রজম করতাম? তিনি বলেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে ইসলামে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে
অপকর্ম করত।

٢٨٦٤ بَابُ رَمَى الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِلَى غَفْوَرٍ رَحِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ—

২৮৬৪. অনুচ্ছেদ : সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা। আর যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি
অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাধ্বী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত কর.....
ক্ষমাশীল দয়ালু পর্যন্ত। (২৪ : ৪-৫) যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ
করে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ : ২৩)

[৬৩৯৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبِّقَاتِ قَالُوا يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَآكُلُ الرِّبَا. وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ. وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ-

৬৩৯৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাক্ষী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

২৮৬৫ بَابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ

২৮৬৫. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা

৬৩৯৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جَلَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ-

৬৩৯৪ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল। অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে। কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।

২৮৬৬ بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ

২৮৬৬. অনুচ্ছেদ : ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হদ প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি? উমর (রা) এমনটা করেছেন

৬৩৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ

وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ. فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيْنَ بَيْنَكُمَا
بِكِتَابِ اللَّهِ. أَلَمَاءُهُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ. وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَيَا
أُنَيْسُ أَعْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلَهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا-

৬৩৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত।
তঁারা বলেন, জৈনিক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি
আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে
ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে
ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী ﷺ তাকে বললেন : বল। তখন
সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ফলে আমি
একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে
জিজ্ঞাসা করি। তঁারা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের ওপর একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।
আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম। তখন নবী ﷺ বললেন : ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি
অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশ' (ছাগল) আর গোলাম তোমার
কাছে ফেরত হবে। আর তোমার ছেলের উপর আসবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস!
তুমি প্রত্যুষে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে।
সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

كِتَابُ الدِّيَّاتِ

রক্তপণ অধ্যায়


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الدِّيَاتِ

রক্তপণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (৪ : ৯৩)

[৬৩৭৬] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا-

[৬৩৯৬] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল!  আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তারপর হলো, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তারপর হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ্ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (২৫ : ৬৮)।

[৬৩৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَتْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا-

[৬৩৯৭] আলী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।

৬৩৯৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكُ الدِّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ -

[৬৩৯৮] আহমাদ ইবন ইয়াকুব (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতাবিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা) করা।

৬৩৯৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ -

[৬৩৯৯] উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে যে বিষয়ের ফায়সালা করা হবে তা হলো হত্যা।

৬৪০০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ طَرَحَ أَحَدَى يَدَيَّ . ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا أَقْتُلْهُ ؟ قَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلْهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيْمَانَهُ فَقَتَلْنَاهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلِ -

[৬৪০০] আবদান (র) বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবন আমর কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে হাযির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক কাফেরের সাথে আমার মুকাবিলা হল এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাঁধল। সে তরবারী দ্বারা আমার হাতে আঘাত করল এবং তা কেটে ফেলল। এরপর সে কোন বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর বলল আমি আল্লাহর জন্য মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? রাসূলুল্লাহ

বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার এক হাত কেটে দিয়েছে। আর কেটে ফেলার পরই এ কথা বলেছে, এতে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? তিনি বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না। (এ অবস্থায়) তুমি যদি তাকে হত্যা কর তা হলে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে স্থলে ছিলে সে সে স্থলে এসে যাবে। আর সে উক্ত কালিমা উচ্চারণ করার পূর্বে যে স্থলে ছিল তুমি সে স্থলে চলে যাবে। হাবীব ইব্ন আবু আমরা (র) সাঈদ (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ মিকদাদ (রা)-কে বলেছেন : উক্ত মু'মিন ব্যক্তি যখন কাফের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করছিল তখন সে আপন ঈমান গোপন রেখেছিল। এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। তুমিও তো এর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে আপন ঈমান গোপন রেখেছিলে।

২৮৬৭ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ حَى النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا**

২৮৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে (৫ : ৩২)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে প্রাণ সংহার নিষিদ্ধ মনে করে তার থেকে গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা পেল

৬৪০১ **حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلُ مِنْهَا -**

৬৪০১ কাবীসা (রা) আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন মানব সন্তানকে হত্যা করা হলে আদাম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীল) উপর অপরাধের কিছু অংশ অবশ্যই বর্তায়।

৬৪০২ **حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَقْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -**

৬৪০২ আবুল ওয়ালীদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে।

৬৪০৩ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عُمَرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -**

৬৪০৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বলেছেন, লোকদেরকে নীরব কর, তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে। আবু বকর ও ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

৬৪.৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغُمُوسُ. شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكِبَائِرُ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ. وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ-

৬৪০৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন, মিথ্যা কসম করা। শু'বা (র) তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এবং মুয়ায (র) বলেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, মিথ্যা কসম করা আর মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন প্রাণ সংহার করা।

৬৪.৫ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَوْلُ الزُّورِ. أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ -

৬৪০৫ ইসহাক ইব্ন মনসূর (র) ও আমর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, প্রাণ সংহার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া আর মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

৬৪.৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعْنَتْهُ بِرُمْحَى حَتَّى قَتَلَتْهُ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِي بَا

أَسَامَةُ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا . قَالَ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ يَكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ -

৬৪০৬ আমর ইব্ন যুরারা (র) উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের হারাকা শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের কাছে এলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক ব্যক্তি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, আনসারী ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন : আহা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বলেন, তিনি বারবার কথাটি আমাকে বলতে থাকলেন। এমন কি আমি আকাজ্জা করতে লাগলাম, যদি আমি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম।

৬৪.৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَرِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ إِنِّي مِنَ الثَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايَعْنَهُ عَلَى الْأَنْتِشْرِكِ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِي وَلَا نَسْرِقُ وَلَا نَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهَبُ وَلَا نَعْصِي بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ -

৬৪০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বায়আত করেছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কিছুকে শরীক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, এমন প্রাণ সংহার করব না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা লুণ্ঠন করব না, নাফরমানী করব না। যদি আমরা ওগুলো যথাযথ পালন করি তবে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোন একটা করে ফেলি তাহলে তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সমর্পিত।

৬৪.৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا . رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৪০৮ মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ^{স্বালাতু ওয়াসালাম} বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু মূসা (রা) নবী ^{স্বালাতু ওয়াসালাম} থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤.٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لَأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ. فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ. فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ أَرْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَاَلْقَاتِلْ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ-

৬৪০৯ আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক (র)..... আহ্নাফ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (আলী (রা)-কে সাহায্য) করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবু বাকরা (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} -কে বলতে শুনেছি যে, যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার সে কেমন? তিনি বললেন : সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।

٢٨٦٨ بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْآيَةُ

২৮৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ১৭৮)

٢٨٦٩ بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقَرَّ وَالْأَقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

২৮৬৯. অনুচ্ছেদ : (ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি

٦٤١. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا ؟ فَلَانُ أَوْ فَلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقْرَبَهُ فَرَضَّ رَأْسَهُ بِالْحَجَارَةِ -

৬৪১০ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কে তোমার

সাথে এ আচরণ করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইহুদীটির নাম বলা হল। তাকে নবী পরিচয় -এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে তা স্বীকার করল। সুতরাং প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে তার মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল।

২৮৭. بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بَعْضًا

২৮৭০. অনুচ্ছেদ : পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা

৬৪১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بَنِ اَنْسٍ عَنْ جَدِّهِ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا اَوْضَاحُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَانُ قَتَلْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَهَا فَاعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فَلَانُ قَتَلْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فَلَانُ قَتَلْتَ فَخَفَضْتَ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ -

৬৪১১ মুহাম্মদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রৌপ্যালংকার পরিহিতা জনৈকা বালিকা মদীনায় বের হল। রাবী বলেন, তখন জনৈক ইহুদী তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। রাবী বলেন, তাকে মুমূর্ষাবস্থায় নবী পরিচয় -এর কাছে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ পরিচয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে আবার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে তৃতীয়বার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা নিচু করল। তখন রাসূলুল্লাহ পরিচয় প্রস্তর নিক্ষেপকারীকে ডেকে আনলেন এবং তাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করালেন।

২৮৮. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآيَةَ

২৮৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রাণের বদলে প্রাণ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ : ৪৫)

৬৪১২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اَلْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَالتَّيِّبُ الزَّانِي. وَالمَفَارِقُ لِدَيْنِهِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ -

৬৪১২ উমর ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পরিচয় বলেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

২৮৭২. بَابُ مَنْ أَقَادَ بِحَجَرٍ

২৮৭২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল

[৬৪১২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ أَقْتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ -

[৬৪১৩] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকাকে তার রৌপ্যালংকারের লোভে হত্যা করল। সে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। তারপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দ্বারা হত্যা করলেন।

২৮৭৩. بَابُ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

২৮৭৩. অনুচ্ছেদ : কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করে

[৬৪১৪] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتَحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَانْهَأَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِلَّا وَانْهَأَ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ إِلَّا وَانْهَأَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٍ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُؤَدَّى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أُكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بَيْوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْأَذْخِرَ . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْمَقْتُلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ -

৬৪১৪ আবু নু'আয়ম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খুযা'আ গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা জাহিলী যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন : আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তীদলকে রাখছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবু শাহ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইখতির ব্যতীত। কেননা, আমরা তা আমাদের ঘরে, আমাদের কবরে ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইখতির ব্যতীত। উবায়দুল্লাহ (র) শায়বান (র) থেকে 'الْفِيل' (হস্তী)-এর ব্যাপারে হারব ইবন শাদাদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ আবু নু'আয়ম (র) থেকে 'الْمَقْتُل' শব্দ নকল করেছেন। উবায়দুল্লাহ (র) 'وَأَمَّا أَنْ يَقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ' - এর পরে শব্দও বর্ণনা করেছেন।

৬৪১৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ . فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى . إِلَى هَذِهِ الْأَيَّةِ فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةُ فِي الْعَمْدِ . قَالَ وَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدَّى بِإِحْسَانٍ -

৬৪১৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কিসাসের বিধান বলবত ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ এ উম্মতকে বললেন : নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে পর্যন্ত (২ : ১৭৮)। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত দাবি ও সদয়ভাবে দীয়াত আদায় করা।

২৮৭৪. بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

২৮৭৪. অনুচ্ছেদ : যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা

৬৪১৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ. وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِّقَ دَمَهُ -

৬৪১৬ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলছেন : আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের প্রথা তালাশ করে। যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবি করে।

২৮৭৫. بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَا بَعْدَ الْمَوْتِ

২৮৭৫. অনুচ্ছেদ : ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা

৬৪১৭ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُصْهَرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ الْوَأَسْطَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَرَخَ ابْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَاعِبَادِ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حَذِيفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حَذِيفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ -

৬৪১৭ ফারুওয়া ও মুহাম্মদ ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন ইবলীস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! পিছনের দলের ওপর আক্রমণ কর। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কি তারা ইয়ামানকে হত্যা করে ফেলল। তখন হযায়ফা (রা) বললেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন হযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, মুশরিকদের একটি দল পরাজিত হয়ে তায়েফ চলে গিয়েছিল।

২৮৭৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً أَلَا بَءٌ

২৮৭৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ : ৯২)

২৮৭৭. بَابُ إِذَا أَقْرَأَ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

২৮৭৭. অনুচ্ছেদ : একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে

৬৪১৮ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ. فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيُّ فَاوْمَاتَ بِرَأْسِهَا فَجِئَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجْرَيْنِ -

৬৪১৮ ইসহাক (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে? অমুক? না অমুক? অবশেষে ইহুদী লোকটির নাম উল্লেখ করা হল। তখন সে তার মাথা দিয়ে (হ্যাঁ-সূচক) ইশারা করল। তখন ইহুদী লোকটিকে আনা হল এবং সে স্বীকার করল। ফলে নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ করলেন, তাই তার মাথা একটি পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হল এবং হাম্মাম (র) বলেন, দু'টি পাথর দিয়ে।

২৮৭৮ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

২৮৭৮. অনুচ্ছেদ : মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা

৬৪১৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا -

৬৪১৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন ইহুদীকে একজন বালিকার বদলে হত্যা করেছেন। সে রৌপ্যালংকারের লোভে ওকে হত্যা করেছিল।

২৮৭৯ بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجَرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَيُذَكَّرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجَرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِصَاصُ

২৮৭৯. অনুচ্ছেদ : আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস। আলিমগণ বলেন, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর উমর (রা) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক হত্যা বা আহত করার ক্ষেত্রে নারীর বদলে পুরুষকে কিসাসের বিধানানুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। ইহাই উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র), ইবরাহীম (র) এবং আবুয যিনাদ (র)-এর অভিমত তাদের আসহাব থেকে। রুবায়-এর বোন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করলে নবী ﷺ বলেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হল 'কিসাস'

৬৪২০ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي

مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَلْدُونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لَدِّي غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ -

৬৪২০ আমার ইব্ন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের এক কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এলো, তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউ থাকে না, যার মুখের কিনারায় জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেয়া না হয় শুধুমাত্র আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের কাছে হাযির ছিল না।



٢٨٨. بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

২৮৮০. অনুচ্ছেদ : হাকিমের কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা

٦٤٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ . وَبِإِسْنَادِهِ لَوْ أُطْلِعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ خَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

৬৪২১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা হজ্জি (পৃথিবীতে) সর্বশেষ ও (আখিরাতে) সর্বপ্রথম। উক্ত হাদীসের সূত্রে এও বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

٦٤٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَحَقَّقَا ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -

৬৪২২ মুসাদ্দাদ (র)..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী -এর ঘরে উঁকি মারল। নবী  তার প্রতি চাকু নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে (এ হাদীস)-কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আনাস ইবন মালিক (রা)।

٢٨٨١ بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزَّحَامِ أَوْ قُتِلَ

২৮৮১. অনুচ্ছেদ : (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে

٦٤٢٣ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ ابْلَيْسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمُ

فَرَجَعْتُ أَوْلَاهُمْ فَأَجْتَلَدْتُ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ
أَيُّ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَحْتَجِزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ
لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ -

৬৪২৩ ইসহাক ইবন মানসূর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন
মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেল তখন ইবলীস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দলের উপর
আক্রমণ কর। তখন সম্মুখবর্তীরা পশ্চাতবর্তীদের উপর আক্রমণ করল ও পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তখন
হুযায়ফা (রা) তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর বাবা ইয়ামান আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে
আল্লাহর বান্দাগণ! (এ তো) আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা তাকে হত্যা না
করে ক্ষান্ত হল না। হুযায়ফা (রা) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (র) বলেন, এ কারণে
হুযায়ফা (রা)-এর অন্তরে আল্লাহর সাথে মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই স্মৃতি জাগরুক ছিল।

২৮৮২. **بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَا فَلَإِيَّةَ لَهُ**

২৮৮২. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই

৬৪২৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ
فَحَدَّابِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرُ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَلَاهُ أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ
نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ
لَا جَرِينَ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتَلَ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

৬৪২৪ মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র)..... সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর
সাথে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট
চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনা। তখন নবী ﷺ বললেন : চালকটি কে?
তারা বলল, আমির। তিনি বললেন : আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল!
আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন
লোকেরা বলতে লাগল তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর
লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট এলাম
এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারণা, আমিরের আমল
বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : যে এমনটা বলেছে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমিরের জন্য দ্বিগুণ

পুরস্কার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান, (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করতে পারে।

২৮৮৩. ২৮৮৩. অনুচ্ছেদ : কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে

৬৪২৫ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَعَّ يَدُهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ لَأَدِيَّةٍ لَكَ -

৬৪২৫ আদাম (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা পেশ করল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে! তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।

৬৪২৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَاَنْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ -

৬৪২৬ আবু আসিম (র) ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে; ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন নবী ﷺ (দাঁতের) দীতকে বাতিল করে দিলেন।

২৮৮৪. ২৮৮৪. অনুচ্ছেদ : দাঁতের বদলে দাঁত

৬৪২৭ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَاتَوَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ -

৬৪২৭ আনসারী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাযারের কন্যা একটি বালিকাকে থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন।

২৮৮৫. ২৮৮৫. অনুচ্ছেদ : আঙ্গুলের রক্তপণ

৬৪২৮ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ -

৬৪২৮ আদাম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (দীয়েতের ব্যাপারে) এটি এবং ওটি সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি।

৬৪২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ -কে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৬৪২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

২৮৮৬ بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصِرُ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَى ثَمٍّ جَاءَ بِآخِرٍ قَالَا أَخْطَانَا فَأَبْطَلْ شَهَادَتَهُمَا وَأَخْذًا بِدِيَّةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكُمَا تَعْمُدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قَتَلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مِقْرَنٍ مِنْ لَطْمَةٍ ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالْدِرَّةِ ، وَأَقَادَ عَلِيُّ بْنُ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ ، وَأَقْتَصَرَ شَرِيحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمْشٌ -

২৮৮৬. অনুচ্ছেদ : যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি? মুতাররিফ (র) শাবী (র) থেকে এমন দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন যারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, সে চুরি করেছে। তখন আলী (রা) তার হাত কেটে ফেললেন। তারপর তারা অপর একজনকে নিয়ে এসে বলল, আমরা ভুল করে বসেছি। তখন তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন এবং প্রথম ব্যক্তির দীয়েত (রক্তপণ) গ্রহণ করলেন। আর বললেন, যদি আমি জানতাম যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছ, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলতাম। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আমাকে ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন উমর (রা) বললেন, যদি গোটা সানু'আবাসী এতে অংশ নিত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগীরা ইব্ন হাকীম (র) আপন পিতা হাকীম থেকে বর্ণনা করেন যে, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন উমর (রা) অনুরূপ কথা বলেছিলেন। আবু বকর ও ইব্ন যুবায়র, আলী ও সুওয়ায়দ ইব্ন মুকাররিন (রা) খাশ্বড়ের ক্ষেত্রে কিসাসের নির্দেশ দেন। উমর (রা) ছড়ি দিয়ে প্রহারের ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ দেন। আর আলী (রা) তিনটি বেদ্রাঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন এবং শুরায়হ (র) একটি বেদ্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন

৬৬২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلْدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ تَلْدُونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَدُّوْنَا وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ-

৬৪৩০ মুসাদ্দাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। আর তিনি আমাদের দিকে ইশারা করতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিও না। আমরা মনে করলাম যে, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা-ই এর কারণ। যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন, তখন বললেন : আমাকে (জোরপূর্বক) ঔষধ সেবন করাতে কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা ভাবই এর কারণ বলে আমরা মনে করেছি। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মাঝে যেন এমন কেউ না থাকে যার মুখে জোরপূর্বক ঔষধ ঢালা হয় আর আমি দেখতে থাকব শুধু আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের সাথে ছিল না।

২৮৮৭ بَابُ الْقِسَامَةِ وَقَالَ الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُقَدِّمَهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وَجَدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ السَّمَّانِينَ أَنْ وَجَدَ أَصْحَابَهُ بَيْنَهُ وَالْأَفْلَاحَ تَطْلِمُ النَّاسَ فَإِنْ هَذَا لَا يَقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৮৭. অনুচ্ছেদ : ‘কাসামাহ’ (শপথ)। আশ্আছ ইবন কায়স (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি দু’জন সাক্ষী পেশ করবে, নতুবা তার কসম! ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, মু‘আবিয়া (রা) কাসামা অনুযায়ী কিসাস গ্রহণ করতেন না। উমর ইবন আবদুল আযীয (র) তাঁর তরফ থেকে নিযুক্ত বসরার গভর্নর আদী ইবন আরতাত (র)-এর কাছে একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পত্র লিখেন, যাকে তেল ব্যবসায়ীদের বাড়ির কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, যদি তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে দণ্ড প্রদান করবে নতুবা লোকদের ওপর যুল্ম করবে না। কেননা, তা এমন ব্যাপার, যার কিয়ামত পর্যন্ত ফায়সালা করা যায় না।

৬৬২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَتْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدَ فِيهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبَرُ الْكُبَرُ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَنِّي مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا مَا لَنَا بَيْنَهُ، قَالَ فَيَحْلِفُونَ، قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ-

৬৪৩১ আবু নু'আয়ম (র) সাহল ইবন আবু হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে না হত্যা করেছি, না হত্যাকারীকে জানি। এরপর তারা নবী সহাবায়ে
রাহুলে -এর কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন : বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন : তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন : তাহলে ওরা কসম করে নেবে। তারা বলল, ইহুদীদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসূলুল্লাহ সহাবায়ে
রাহুলে পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ' উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।

৬৪৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَدْنَى لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالُوا نَقُولُ الْقَسَامَةَ الْقَوْدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُؤُسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرَجُمُهُ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمَصٍ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْقَوْمُ، أَوْ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرْقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنِ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنْ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى

الْإِسْلَامَ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُ فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ فَتُصَيَّبُونَ مِنَ الْبَانِهَاءِ وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنَ الْبَانِهَاءِ وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَطَرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي أَثَارِهِمْ فَأَدْرَكُوا فَجِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَّعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ، قُلْتُ وَآيُ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، فَقُلْتُ اأْتَرُدُّ عَلَى حَدِيثِي يَا عَنبَسَةُ فَقَالَ لَا ، وَلَكِنْ جِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجَنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عَنْهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَتَلَ ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ ، فَارْجِعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ لِمَنْ تُرَوْنَ قَتَلَهُ فَقَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلْتَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ أَنْتُمْ تَلْتُمُ هَذَا ؟ قَالُوا لَا ، قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ يَنْفِلُونَ قَالَ أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هَذِيْلُ خَلَعُوا خَلِيْعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَاثْتَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هَذِيْلُ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرُ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ ، فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هَذِيْلٍ مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَارْبَعُونَ رَجُلًا ، فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَأَفْتَدَى يَمِيْنَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي أُلْ مَقْتُولٍ ، فَقَرَنْتَ يَدَهُ بِيَدِهِ ، قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا ، حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِنَخْلَةٍ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَأَنْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَقْلَتِ الْقَرَيْنَانِ فَاتَّبَعَهُمَا حَجْرٌ فَكَسَرَ رَجُلٌ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَرَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقِسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَحُوا مِنَ الدِّيَّانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ-

৬৪৩২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁর সিংহাসন জনসাধারণকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের করলেন। এরপর লোকদেরকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা প্রবেশ করল। তারপর বললেন, তোমরা কাসামা (কসম) সম্বন্ধে কি মত পোষণ কর? তারা বলল, আমাদের মতে কাসামার ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা বিধেয়। খলীফাগণ এর ভিত্তিতে কিসাস কার্যকর করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু কিলাবা। তুমি কি বল? তিনি আমাকে লোকদের সামনে দাঁড় করালেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, বলুন তো! যদি তাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি দামেশকের একজন বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে সে যিনা করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে আপনি তাকে রজম করবেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, বলুন তো! যদি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন হিম্স নিবাসী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চুরি করেছে। অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে কি আপনি তার হাত কাটবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন কারণের কোন একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। (যথা) : (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি বিয়ের পর যিনা করে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলল, আনাস ইব্ন মালিক (রা) কি বর্ণনা করেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুরির ব্যাপারে হাত কেটেছেন, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে উত্তুগু রৌদ্রে ফেলে রেখেছেন। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে আনাস (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আমাকে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, উক্ল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সাথে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের পশুদ্বাবনের লক্ষ্যে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। এরপর উত্তুগু রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মারা গেল। আমি বললাম, তারা যা করেছে এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হল, হত্যা করল, চুরি করল। তখন আম্বাসা ইব্ন সাঈদ বললেন, আল্লাহর

কসম! আজকের ন্যায় আমি আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, হে আম্বাসা! তাহলে তুমি আমার বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাক্ষান করছ কি? তিনি বললেন, না। তুমি হাদীসটি যথাযথ বর্ণনা করেছ। আল্লাহর কসম! এ লোকগুলো কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন এ শায়খ (বুয়র্গ) তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটা নিয়ম রয়েছে। আনসারদের একটি দল তাঁর কাছে প্রবেশ করল। তারা তাঁর কাছে আলোচনা করছিল। ইতিমধ্যে তাদের সামনে তাদের এক লোক বেরিয়ে গেল এবং নিহত হল। অতঃপর তারা বের হল। তখন তারা তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল যে, রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গী যে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল এবং সে আমাদের সামনেই বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন তাকে রক্তের মাঝে নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কাদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, আমরা মনে করি, ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ওকে হত্যা করেছ? তারা বলল, না। তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত আছ যে, ইহুদীদের পঞ্চাশ জন লোক কসম করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। আনসাররা বলল, তারা এতে কোন পরওয়া করবে না, তারা আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলার পরও কসম করে নিতে পারবে। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত আছ যে, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজনের কসমের মাধ্যমে তোমরা দীয়াতের অধিকারী হবে? তারা বলল, আমরা কসম করব না। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দীয়াত প্রদান করে দেন। (রাবী আবু কালাবা বলেন) আমি বললাম, হুযায়ল গোত্র জাহিলী যুগে তাদের গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এক রাতে সে ব্যক্তি বাহুহা নামক স্থানে ইয়ামনের এক পরিবারের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু সে পরিবারের এক ব্যক্তি তা টের পেয়ে যায়। এবং তার প্রতি তরবারী নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামনী ব্যক্তিটিকে ধরে ফেলে এবং (হজ্জের) মৌসুমে উমর (রা)-এর কাছে তাকে নিয়ে পেশ করে। আর বলে সে আমাদের এক সাথীকে হত্যা করেছে। ইয়ামনী লোকটি বলল, তারা কিন্তু ওকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হুযায়ল গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ মর্মে কসম করবে যে তারা ওকে সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে ঊনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করে নিল, অতঃপর তাদের একজন সিরিয়া থেকে এলো, তারা তাকে কসম করতে বলল। কিন্তু সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কসম থেকে তাদের সাথে আপোস করে নিল। তখন তারা তার স্থলে অপর একজনকে যোগ করে নিল। তারা তাকে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে পেশ করল। তারা উভয়ই করমর্দন করল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি, যারা কসম করেছে, চললাম। যখন তারা নাখলা নামক স্থানে পৌঁছল, তাদের উপর বৃষ্টি নেমে এল। তখন তারা পাহাড়ের এক গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা ঐ পঞ্চাশজন কসমকারীর উপর ভেঙ্গে পড়ল। এতে তারা সকলেই মারা গেল। তবে করমর্দনকারী দু'জন বেঁচে গেল। কিন্তু একটি পাথর তাদের উভয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হল এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পা ভেঙ্গে ফেলল। আর সে এক বছর জীবিত থাকার পর মারা গেল। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (এক সময়) কাসামার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর আপন কৃতকর্মের উপর তিনি লজ্জিত হন এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যারা কসম করেছিল, তাদেরকে রেজিস্ট্রার থেকে খারিজ করে দিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন।

২৮৮৮. ۲۸۸۸ بَابُ مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَّوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ

২৮৮৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ঐ ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই

۶৪৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي حَجَرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمَشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ -

৬৪৩৩ আবু নু'মান (রা) আনাস (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কোন একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার অগোচরে তাকে খোঁচা দেয়ার সুযোগ তালাশ করতে লাগলেন।

৬৪৩৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي حُجَرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرَى يَحْكُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْأِذْنُ مِنْ قَبْلِ الْبَصَرِ -

৬৪৩৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চিরগনি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয় মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন তখন বললেন : যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চোখের দরুন-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

৬৪৩৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ أَنَّ إِمْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَّاتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحُ -

৬৪৩৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

২৮৮৯. ۲۸۸۹ بَابُ الْعَاقِلَةِ

২৮৮৯. অনুচ্ছেদ : আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে

[৬৪৩৬] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَكَ الْأَسِيرُ وَالْأَيُّ قُتِلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

[৬৪৩৬] সাদাকা ইবন ফায়ল (র) আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কুরআনে নেই এমন কিছু আপনাদের নিকট আছে কি? একবার তিনি বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই..... তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহর কিতাব বুঝবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজের টুকরায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তপণ ও মুক্তিপণের বিধান। আর (এ নীতি) কোন কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

৬৪৩. بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

২৮৯০. অনুচ্ছেদ : মহিলার জ্রণ

[৬৪৩৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ رَمَتَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -

[৬৪৩৭] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিলার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দিলেন।

[৬৪৩৮] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي امْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ قَضَى بِهِ -

[৬৪৩৮] মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... উযার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরা (রা) বললেন, নবী ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন।

৬৮৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السَّقَطِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ أَنْتَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا -

৬৪৩৯ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী ﷺ-কে জ্রণ হত্যার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে? তখন মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাঁকে অনুরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো। এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

৬৮৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي امِّلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ -

৬৪৪০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবীগণের সাথে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে অনুরূপ পরামর্শ করেছেন।

২৪৯১ بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةُ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

২৮৯১. অনুচ্ছেদ : মহিলার জ্রণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়

৬৮৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا -

৬৪৪১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি লিহ্যানের জনৈক মহিলার জ্রণ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলার মৃত্যু হল, যার সম্পর্কে নবী ﷺ এ ফায়সালা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনঃ ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ছেলে সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত আদায় করবে তার আসাবা।

৬৬৪২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمْتُ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِحَجَرٍ قَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا -

৬৪৪২ আহমাদ ইবন সালিহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং একজন অপর জনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে এল। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ভ্রূণের দিয়াত হলো একটি গোলাম অথবা বাদী আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণীর আসাবার উপর আসবে।

২৪৭২ بَابُ مَنْ اسْتَعَارَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا ، وَيَذْكُرُ أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ غِلْمَانًا يَنْفُسُونَ صَوْفًا وَلَا تَبْعَثُ إِلَى حُرٍّ

২৮৯২. অনুচ্ছেদ ৪ যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়। বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রা) একটি পাঠশালার শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আমার কাছে কয়েকজন বালক পাঠিয়ে দিন, যারা পশমের জট ছাড়াবে। তবে কোন আষাদ (বালক) পাঠাবেন না

৬৬৪৩ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَتَسَّ غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَلَّى اللَّهُ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُ هَذَا هَكَذَا ، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمْ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا -

৬৪৪৩ আমর ইবন যুরারা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায়ায় আগমন করলেন, তখন আবু তাল্হা (রা) আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন ইঁশিয়ার ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি?

২৮৭২. بَابُ الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَالْبَيْتْرِ جُبَارٌ

২৮৯৩. অনুচ্ছেদ : খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত

৬৪৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبَيْتْرِ وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ-

৬৪৪৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পশু কাউকে আহত করলে, কূপে বা খনিতে পতিত হয়ে কেউ নিহত বা আহত হলে তাতে কোন দণ্ড বা রক্তপণ নেই। আর কেউ গুপ্তধন প্রাপ্ত হলে তার প্রতি এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব।

২৮৭৪. بَابُ الْعَجَمَاءِ جُبَارٌ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضْمِنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضْمِنُونَ مِنَ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ لَا يُضْمَنُ مِنَ النَّفْحَةِ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لَا يُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِيَ حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَاتَّعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتْرَسِلًا لَمْ يُضْمَنَ-

২৮৯৪. অনুচ্ছেদ : পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ইবনে সীরীন (র) বলেন, তাদের সময়ে পশুর লাথির আঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দিতেন না। এবং লাগাম টানার দরুন কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দিতেন। হাম্মাদ (র) বলেন, লাথির আঘাতের দরুন দায়ী করা যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি পশুটিকে খোঁচা মারে। শুরায়হ (র) বলেন, প্রতিশোধমূলক আঘাতের দরুন পশুকে দায়ী করা যাবে না। যেমন কেউ কোন পশুকে আঘাত করল, তখন পশুটিও তাকে পা দিয়ে আঘাত করল। হাকাম (র) ও হাম্মাদ (র) বলেন, যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়, যে গাধার উপর কোন মহিলা বসা থাকে আর মহিলাটি গাধা থেকে পড়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু বর্তিবে না। শা'বী (র) বলেন, যদি কেউ কোন পশু চালায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে। আর যদি ধীরে ধীরে চালায় তাহলে বর্তিবে না।

৬৪৪৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجَمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْبَيْتْرِ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ-

৬৪৪৫ মুসলিম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশু আহত করলে, খনি বা কূপে পতিত হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

২৮৯৫. بَابُ اِثْمٍ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ-

২৮৯৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যিম্মীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ

৬৪৪৬ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرْحَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا-

৬৪৪৬ কায়স ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত গুঁকতে পারবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।

২৮৯৬. بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ-

২৮৯৬. অনুচ্ছেদ : কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

৬৪৪৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَكَ الْأَسِيرِ وَآ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ-

৬৪৪৭ সাদাকা ইবনুল ফযল (র) আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন, দিয়াতের বিধান, বন্দী-মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে) কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

২৮৯৭. بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৯৭. অনুচ্ছেদ : যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

৬৪৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ-

৬৪৪৮ আবু নু'আয়ম (র)..... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।

৬৪৪৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ أَدْعُوهُ

فَدَعَاَهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذْتَنِي غَضَبَةً
فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تَخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ
أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى اخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ
جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ-

৬৪৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী, যার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হয়েছিল, নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার জনৈক আনসারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আন। তারা তাকে ডেকে আনল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কেন চড় মারলে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক ইহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানবমণ্ডলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তখন আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরেও কি? অতঃপর আমার ভীষণ রাগ এসে গেল। ফলে আমি তাকে চড় মেরে ফেলি। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কেননা সকল মানুষই কিয়ামতের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে হুঁশ ফিরে পাবে। কিন্তু আমি তখন মূসা (আ)-কে এমন অবস্থায় পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিসমূহ থেকে একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি বুঝতে পারব না যে, তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরে পেলেন, না তুর পর্বতে বেহুঁশ হওয়ার বিনিময় দেয়া হয়েছে যে (এখন বেহুঁশই হননি) ?

كِتَابُ اسْتِثَابَةِ الْمُعَانِدِينَ
وَالْمُرْتَدِّينَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে
তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের
সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُعَانِدِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

۲۸۹۸ اِنَّ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَعَقُوْبَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَلَنْ اَشْرَكَتْ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

২৮৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে তার ওনাহ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। (৩১ : ১৩) তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত (৩৯ : ৬৫)

۶۴۵. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ إِلَّا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ-

৬৪৫০ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ : ৮২), তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হলো। তারা বললেন, আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা অবশ্যই এমনটা নয়, তোমরা কি লুকমানের কথার প্রতি লক্ষ্য করনি? শিরকই চরম জুলুম (সীমালংঘন)। (৩১ : ১৩)

۶۴۵۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ : الْأَشْرَاقُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ثَلَاثًا أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ-

৬৪৫১ মুসাদ্দাদ আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন, মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হয় যদি তিনি নিরব হয়ে যেতেন।

৬৪৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ ؟ قَالَ الْأَشْرَاطُ بِاللَّهِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ عَفْوَ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ الَّذِي يَفْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ-

৬৪৫২ মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহসমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তারপর পিতা-মাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি (কসম দ্বারা) মুসলমানের ধন সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ কসমের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

৬৪৫৩ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَأْخُذُ بِمَا عَمَلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤْخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ-

৬৪৫৩ খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

২৮৯৯ بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَإِسْتَبَاتَتْهُمْ ، وَقَالَ اللَّهُ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ، وَقَوْلِهِ إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ

إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ ، وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا وَقَالَ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَقَالَ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْنَاهُمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا جَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا فَتَنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

২৮৯৯. অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম। ইবন উমর (রা) যুহরী ও ইব্রাহীম (র) বলেন, ধর্মত্যাগী নারীকে হত্যা করা হবে এবং তার থেকে তওবা আহ্বান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ঈমান আনার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিরূপে সং পথের নির্দেশ দেবেন..... এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট পর্যন্ত। (৩ : ৮৬-৯০)

আল্লাহর বাণী : তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করবে (৩ : ১০০) আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনে, পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না (৪ : ১৩৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে (৫ : ৫৪)। আল্লাহ বলেন : যারা সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আপত্তি হয় আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। তা এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়। (১৬ : ১০৬, ১০৭)। অবশ্যই তারা আখিরাতে **لاجرم** -অর্থ **حقا** নিশ্চয়ই যারা নির্যাতিত হবার পর দেশ ত্যাগ করে পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ : ১১০)। আল্লাহ বলেন : তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় ও কাকেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে (২ : ২১৭)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَتَى عَلَى بَزْنَادِقَةٍ فَاحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ

أَحْرَقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ-

৬৪৫৪ আবু নু'মান মুহাম্মদ ইবন ফাযল (র) ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

৬৪৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بِنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ فِكْلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصْتُ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ إِذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ اتَّبِعْهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْفَقَى لَهُ وَسَادَةٌ قَالَ أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْتَقٌ قَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ اجْلِسْ، قَالَ لَا اجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَبِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَا أَنَا فَاقُومُ وَأَنَا، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي-

৬৪৫৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমার সাথে আশআরী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিস্ওয়াব করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন : হে আবু মুসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম : ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে মিস্ওয়াবের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিয়োগ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ

২৮৯

দিব না বা দেই না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবু মুসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌঁছলেন, তখন আবু মুসা (রা) তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকটি কে? আবু মুসা (রা) বললেন, সে প্রথমে ইহুদী ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। আবু মুসা (রা) বললেন, বসুন। মু'আয (রা) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়ই কিয়ামুল্ লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রাবস্থায় ঐ আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।

২৯০. بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبِي قَبُولَ الْفَرَانِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

২৯০০. অনুচ্ছেদ : যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা

৬৫৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-

৬৪৫৬ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাত হল এবং আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা) বললেন, হে আবু বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা,

যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর বশ্ব যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক [আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত]।

২৭.১ **بَابُ إِذَا عَرِضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، نَحْوَ قَوْلِهِ :
الْسَّامُ عَلَيْكَ -**

২৯০১. অনুচ্ছেদ : যখন কোন যিম্মী বা অন্য কেউ নবী ﷺ-কে বাক্চাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা ‘আস্‌সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)

৬৪৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ابْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ ، قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لَا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আর বলল, আস্‌সামু আলাইকা। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া আলাইকা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বললেন : তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? সে বলেছে, ‘আস্‌সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন : না। বরং যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা বলবে, ‘ওয়া আলাইকুম’ (তোমাদের উপরও)।

৬৪৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ، قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৮ আবু নু'আয়ম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী নবী ﷺ-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল (প্রবেশ করতে গিয়ে) তারা বলল ‘আস্‌সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম, বরং তোদের উপর মৃত্যু ও লা'নত পতিত হোক। নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেছেন তারা কি বলেছে? তিনি বললেন : আমিও তো বলেছি ওয়া-আলাইকুম (এবং তোমাদের উপরও)।

৬৪৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ-

৬৪৫৯ মুসাদ্দাদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইহুদীরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে তারা কিন্তু 'সামু আলাইকুম' বলে। তাই তোমরা বলবে, আলাইকা--তোমার উপর।

২৯.২ بَابُ

২৯০২. অনুচ্ছেদ

৬৪৬. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَيَ انْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادَمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ-

৬৪৬০ উমর ইবন হাফস (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন লক্ষ্য করছিলাম যে, নবী ﷺ কোন এক নবীর কথা বর্ণনা করছেন। যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন : হে রব! তুমি আমার কাওমকে মাফ করে দাও। কেননা, তারা বুঝতে পারছে না।

২৯.৩ بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ ، وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ-

২৯০৩. অনুচ্ছেদ : খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা। এবং আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন-তাদেরকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত। (৯ : ১১৫) ইবন উমর (রা) তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা এমন কিছু আয়াতকে মু'মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ

৬৪৬১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ عَلَى إِذَا حَدَّثَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حَدِيثًا ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ آخِرَ مِنَ السَّمَاءِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، حَدَّثُوا الْأَسْنَانَ ، سَفَهَاءُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ ، حَتَّاجِرُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৪৬১ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) সুয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহর কসম! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

৬৪৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا أَدْرِي مَا الْحُرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَتَّاجِرُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمْرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتِمَّارِي فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ-

৬৪৬২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু সালামা ও আতা ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে এলেন। তারা তাঁকে 'হারুরিয়া' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হারুরিয়া কি তা আমি জানি না। তবে নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি। উম্মতের মধ্যে বের হবে। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেটনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে তাতে কিছু রক্ত লেগে রইল কি না।

৬৬৬৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحُرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

৬৪৬৩ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তারা ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

২৯.৪ بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلثَّالِفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

২৯০৪. অনুচ্ছেদ : যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে

৬৬৬৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذُو الْخَوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْذَنْ لِي فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، قَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِي قَدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمُ أَيَّتَهُمْ رَجُلٌ أَحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ تَدْيِيهِ مِثْلُ تَدْيِ الْمَرَاةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرُدُّ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَانْزَلْتُ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ-

৬৪৬৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন কিছু বণ্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন যুলখুওয়ায়সিরা তামিমী এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন : আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে আর কে ইনসাফ করবে? উমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাখীবুন্দ রয়েছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা

দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের টুকরার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন নবী ﷺ প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে : ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদ্কা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে (৯ : ৫৮)।

৬৬৬০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ

৬৪৬৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র) ইউসায়ের ইবন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবন হুনায়েফ (রা)- কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নবী ﷺ-কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কাওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

২৯.০ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِئَتَانِ دَعَاؤَهُمَا وَاحِدَةٌ

২৯০৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : কস্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন

৬৬৬১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَالٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِئَتَانِ دَعَاؤَهُمَا وَاحِدَةٌ

৬৪৬৬ আলী (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এমন দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, যাদের দাবি হবে অভিন্ন।

২৯.৬ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَتَاوَلِينَ

২৯০৬. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে

৬৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا

سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرؤها عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَاَنْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِرِدَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرؤها فَانْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِنِيهَا ، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَهُ يَا عُمَرُ أَقْرَأَ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرؤها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ-

৬৪৬৭ আবু আবদুল্লাহ (র) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তার পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম) যে, তিনি এর অনেকগুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়াননি। ফলে আমি তাকে সালাতের মাঝেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে তার চাদর দিয়ে অথবা বললেন আমার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। তারপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষর দিয়ে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন) হে হিশাম! তুমি পড় তো। হিশাম তার কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন : এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন : এ কুরআন সাত (রকমে কুরআনের দিক দিয়ে) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।

৬৬৬৮ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ-

৬৪৬৮ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইয়াহুয়া (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ : ৮২), তখন তা নবী ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য গুরুতর মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কলুষিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যেভাবে ধারণা করছ তা তেমন নয়। বরং এটা হচ্ছে তদ্রূপ যেমন লুকমান (আ) তার পুত্রকে বলেছিলেন : হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না। শিরক তো চরম জুল্ম (সীমালংঘন) (৩১ : ১৩)

৬৬৬৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَشْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّا ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَقُولُوهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৬৪৬৯ আবদান (র) ইতবান ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে আমার কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইবন দুখশন কোথায়? আমাদের এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এ কথা বলনি যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : যে কোন বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

৬৬৭০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانٍ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي جَرَأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ يَعْزِي عَلِيًّا، قَالَ مَا هُوَ لَا أَبَاكَ، قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالزُّبَيْرُ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسُ قَالَ انْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاخٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فَإِنَّ فِيهَا

امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا فَاَنْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَاَنْخَنَّا بِهَا بَعِيرَهَا فَاَبْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبِي مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأَجْرِدَنَّكَ فَاهْوَتْ إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَاتَوَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَاضْرِبْ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَلَاضْرِبْ عَنْقَهُ قَالَ أَوْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أُوجِبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ فَاغْرُورِقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَاخِ أَصَحُّ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ وَهُوَ تَوَضَّعٌ وَهَشِيمٌ يَقُولُ خَاخِ-

[৬৪৭০] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক কারণে আবু আবদুর রহমান ও হিব্বান ইব্ন আতিয়্যার মাঝে ঝগড়া বাঁধে। আবু আবদুর রহমান হিব্বানকে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, কোন্ বিষয়টি আপনার সাথীকে রক্তপাতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। সাথী, অর্থাৎ আলী (রা)। সে বলল, সে কি! তোমার পিতা জীবিত না থাকুক! আবু আবদুর রহমান বলল, তা আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। হিব্বান বলল, সে কি? আবু আবদুর রহমান বলল, যুবায়র, আবু মারছাদ এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠালেন। আমরা সকলেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা রওয়াকে হাজ পর্যন্ত যাবে। আবু সালামা (র) বলেন, আবু আওয়ানা (র) অনুরূপই বলেছেন। তথায় একজন মহিলা রয়েছে, যার কাছে হাতিব ইব্ন আবু বাল্তা'আ (রা)-এর তরফ থেকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একখানা চিঠি আছে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওনা

দিলাম। অবশেষে আমরা তাকে ঐ স্থানেই পেলাম, যে স্থানের কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। সে তার উটে চলছে। আবু বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে রওনা হওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। আমরা বললাম, তোমার সাথে যে পত্র রয়েছে তা কোথায়? সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসালাম এবং তার হাওদায় খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। তখন আমার সঙ্গী দু'জন বলল, তার সাথে তো আমরা কোন পত্র দেখছি না। আমি বললাম, আমরা অবশ্যই জানি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেননি। তারপর আলী (রা) এই বলে কসম করে বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার নামে কসম করা হয়! অবশ্যই তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে। নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। তখন সে তার চাঁদর বাঁধা কোমরের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং (সেখান থেকে) পত্রটি বের করে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : হে হাতিব! এ কাজে তোমাকে কিসে প্রবৃত্ত করেছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখব না। আসল কথা হচ্ছে, আমি চাচ্ছিলাম যে, কাওমের (মক্কাবাসী) প্রতি আমার কিছুটা অনুগ্রহসূচক কাজ হোক যার বদৌলতে আমার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষা পায়। আপনার সাথীদের প্রত্যেকেরই সেখানে স্বগোষ্ঠীয় এমন লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে ঠিকই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কোন মন্তব্য করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়? তুমি কি করে জানবে? আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন : তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে ফেলেছি। এ কথা শুনে উমর (রা)-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, حَدَّثَنَا বিশুদ্ধতম। তবে আবু আওয়ানা (র) অনুরূপ حَدَّثَنَا বলেছেন, আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেছেন حَدَّثَنَا বিকৃতি। আর এটি একটি স্থান। হুশায়ম (র) حَدَّثَنَا বলেছেন।

كِتَابُ الْاِكْرَاهِ

বল প্রয়োগে বাধ্য
করা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْاِكْرَاهِ

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ الْاِمْنُ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ الْاَيَةُ . وَقَالَ : الْاَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَهِيَ ثَقِيَّةٌ ، وَقَالَ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَقَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فَيَمُ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعِفِيْنَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاَسْعَةً فَتَهَاجَرُوْا فِيْهَا اِلَى قَوْلِهِ عَفُوْا غَفُوْرًا وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعِفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اِلَى قَوْلِهِ نَصِيْرًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ تَرْكِ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلٍ مَا اَمَرَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الثَّقِيفِيُّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيَمْنُ يَكْرَهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطْلَقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তবে তার জন্য নয় (যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে) বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার চিন্তা বিশ্বাসে অবিচলিত। আর যে সত্য প্রত্যাখ্যানে হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গণ্য..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ : ১০৬)। আল্লাহ বলেন : তবে যদি তোমরা তাদের নিকট হতে কোন ভয়ের আশংকা কর আর **ثَقِيَّةٌ**..... একই অর্থ (৩ : ২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে। তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না ?..... আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল পর্যন্ত (৪ : ৯৭-৯৯)। আল্লাহ তা'আলা বলেন : এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য ? তারা বলে..... সহায় পর্যন্ত। (৪ : ৭৫)

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : আল্লাহ্‌র অসহায়দেরকে ক্ষমাই বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি এমনই অসহায় হয় যে, সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। হাসান (র) বলেন : তকিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত। ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যাকে জালিমরা বাধ্য করার দরুন সে তালাক প্রদান করে ফেলে তা কিছুই নয়। ইব্ন উমর (রা), ইব্ন যুযায়র (রা) শা'বী (র) এবং হাসান (র)-ও এ মত পোষণ করেন। আর নবী ﷺ বলেছেন : সকল কাজই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত

৬৪৭১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ اُنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ اُنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَأَبْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ-

৬৪৭১ ইয়াহইয়া ইব্ন যুযায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতে দোয়া করতেন। হে আল্লাহ্! আইয়াশ ইব্ন আবু বারী'আ, সালামা ইব্ন হিশাম, ওয়ালাদ ইব্ন ওয়ালাদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! অসহায় মু'মিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর তোমার পাঞ্জা কঠোর করে নাও এবং তাদের ওপর ইউসুফের দুর্ভিক্ষের বছরসমূহের ন্যায় বছর চাপিয়ে দাও।

২৭.৭ بَابُ مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

২৯০৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরী কবুল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়

৬৪৭২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ-

৬৪৭২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাওশাব তায়েফী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে।

৬৪৭৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوْثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَنْفَضَ أَحَدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بَعِثْهُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مُحَقَّقًا أَنْ يَنْفَضَ -

৬৪৭৩ সাঈদ ইবন সুলায়মান (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবন যায়িদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি মনে করি উমর (রা)-এর কঠোরতা আমাকে ইসলামের উপর অনড় করে দিয়েছে। তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যা করেছ তাতে যদি উহুদ পাহাড় ফেটে যেত তা হলে তা সঙ্গতই হত।

৬৪৭৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ إِلَّا تَدْعُوْنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِيبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ -

৬৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র)..... খাব্বাব ইবন আরাত্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য যমীনে গর্ত করা হত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দু'টুকরা করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড়ি খসানো হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেঘপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ।

২৯.৮ بَابُ فِي بَيْعِ الْمَكْرَهَةِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

২৯০৮. অনুচ্ছেদ : জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো

৬৪৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلَمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِبَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -

৬৪৭৫ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা ইহুদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদ্রাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বললেন : এটাই আমি চাই। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন : তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

২৭.৭ بَابُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهَةِ قَالَ اللَّهُ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الْآيَةَ

২৯০৯. অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না। আল্লাহ বলেন : তোমরা দাসীগণকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ : ৩৩)

৬৪৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِزَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا -

৬৪৭৬ ইয়াহুইয়া ইবন কাযাআ (রা)..... খান্সা বিন্ত খিয়াম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে তার পিতা (অনুমতি ব্যতীত) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ হল না। তাই সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন।

৬৪৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيُ فَتَسْكُتُ قَالَ سَكَاتُهَا إِذْنُهَا -

[৬৪৭৭] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন : তার নীরবতাই তার অনুমতি।

২৭১. **بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجْزُ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرَى فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ**

২৯১০. অনুচ্ছেদ : কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না। কেউ কেউ অনুরূপ রায় পোষণ করেন। অপর দিকে তার মতে ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে তাহলে তা কার্যকর হবে। অনুরূপ তাকে যদি মুদাক্কর বানিয়ে নেয় তাহলে তা কার্যকর হবে

[৬৪৭৮] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ -

[৬৪৭৮] আবু নু'মান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি তার এক গোলাম মুদাক্কর বানিয়ে দেয়। অথচ তার এ ছাড়া অন্য কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : কে আমার কাছ থেকে এ গোলাম ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্ন নাহ্‌হাম (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। রাবী বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিব্‌তী গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়।

২৭১১. **بَابُ مِنَ الْأِكْرَاهِ كَرَاهَا وَكُرْهًا وَاحِدٌ**

২৯১১. অনুচ্ছেদ : 'ইকরাহ' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন

[৬৪৭৯] حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانَ بْنَ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَّائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا أَلَايَةً قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزْوُجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجَهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ أَلَايَةُ فِي ذَلِكَ -

৬৫২৩ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

৬৫২৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَأَى بِي-

৬৫২৪ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ও খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যে কেউ এমন কিছু দেখবে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুক ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

৬৫২৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ-

৬৫২৫ খালিদ ইব্ন খালিয়্য (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিকই দেখে। ইউনুস ও ইব্ন আখীয্ যুহরী (র) যুবায়দীর অনুসরণ করেছেন।

৬৫২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُونُنِي-

৬৫২৬ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

২৭৩৭ **بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ، رَوَاهُ سَمُرَةُ**

২৯৩৯. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালীন স্বপ্ন। সামুরা (রা) এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন

৬৫২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُعْطِيتُ

مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وَضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا-

[৬৫২৭] আহমাদ ইবন মিকদাম ইজলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থপূর্ণ বাক্য দান করা হয়েছে। এবং আমাকে প্রভাব সঞ্চারী প্রকৃতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। কোন এক রাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। ইত্যবসরে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে এনে আমার হাতে রাখা হলো। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন। আর তোমরা উক্ত ভাণ্ডারসমূহ হস্তান্তর করে চলছ।

[৬৫২৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ اللَّحْمِ قَدْ رَجَلَهَا يَقْطُرُ مَاءٌ مُتَكِنًا عَلَى رَجْلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجْلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ-

[৬৫২৮] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক রাতে আমাকে কা'বার কাছে স্বপ্ন দেখানো হল। তখন আমি পৌর বর্ণের সুন্দর এক পুরুষকে দেখলাম। তার মাথায় অতি চমৎকার লম্বা লম্বা চুল ছিল, যেগুলো আঁচড়িয়ে রেখেছে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা বলেছেন, দু'ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? বলা হল : মাসীহ ইবন মরিয়ম। এরপর অপর এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। সে ছিল কৌকড়ানো চুলবিশিষ্ট, ডান চোখ কানা, চোখটি যেন (পানির ওপর) ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল মাসীহ দাজ্জাল।

[৬৫২৯] حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ * وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ * وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَاسْحُقْ بَنُ يَحْيَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ-

৬৫২৯ ইয়াহুইয়া (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জৈনিক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইবন কাসীর, ইবন আখীয যুহরী ও সুফয়ান ইবন হুসায়ন (র).....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইউনুস (র) এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়েদী (র).....ইবন আব্বাস অথবা আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন শুআযব, ইসহাক ইবন ইয়াহুইয়া, আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। মা'মার (র) প্রথমে এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে করতেন।

۲۹۴. بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ-

২৯৪০. অনুচ্ছেদ : দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা। ইবন আউন (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মত

۶۴۳. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ شَكَ اسْحَقُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، فَرَكِبْتَ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعْتَ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ-

৬৫৩০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই উম্মে হারাম বিনত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। আর সে ছিল উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তার কাছে এলেন। সে তাঁকে খানা খাওয়াল। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হেসে হেসে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন : আমার উম্মতের একদল লোককে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত সাগরের মধ্যে জাহাজের ওপর আরোহণ করে বাদশাহর সিংহাসনে অথবা বাদশাহদের মত তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট। ইসহাক রাবী সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর আবার তিনি মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আমার একদল উম্মতকে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় এ দল সম্পর্কেও বললেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এ দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলভুক্ত। উম্মে হারাম (রা) মু'আবিয়া ইব্ন সুফিয়ান (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে পেরিয়ে আসার সময় আপন সাওয়ারী থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

২৭২১ بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

২৯৪১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের স্বপ্ন

۶۵۳۱ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ فُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبِيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوَفِّي غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أبا السَّائِبِ فَشَهِدَاتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُوهُ الْخَيْرَ، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي، فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَزْكِي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا—

৬৫৩১ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... খারিজা ইব্ন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল আলা নাম্নী জনৈকা আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জানান যে, আনসারগণ লটারির মাধ্যমে মুহাজিরগণকে ভাগ করে নিয়েছিল। আমাদের ভাগে আসলেন উসমান ইব্ন মাযউন (রা)। আমরা তাকে আমাদের ঘরের মেহমান বানিয়ে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, সে ব্যথায় তার মৃত্যু হল। মারা যাবার পর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার

ওপর আল্লাহর রহমত হোক, হে আবু সাইব! আমার সাক্ষ্য তোমার বেলায় এটাই যে আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি করে জানলে যে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপার তো হল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! তার জন্য আমি কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আগামীতে কখনো কারো বিগৃহীততার প্রত্যয়ন করব না।

۶۵۳۲ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا ، وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَاحْزَنْنِي فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي ، فَاخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ-

৬৫৩২ আবুল ইয়ামান (র)..... যুহরী (র) থেকে এ হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি জানি না, তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আমি এতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : এটা তার আমল।

۲۹۴۲ بَابُ الْحَلُمِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ

২৯৪২. অনুচ্ছেদ : খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন যেন তার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর আশ্রয় চায়

۶۵۳۳ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ-

৬৫৩৩ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়, তখন সে যেন তার বামদিকে থু থু ফেলে এবং এ স্বপ্ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

۲۹۴۳ بَابُ اللَّيْنِ

২৯৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুধ দেখা

৬০২৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفِيرِي، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ-

৬৫৩৪ আবদান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা হাযির করা হল, আমি তা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বললেন : ইল্ম।

২৭৬৬ بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَظْفَارِهِ أَوْ أَظْفِيرِهِ-

২৯৪৪. অনুচ্ছেদ : যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়

৬০২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي فَأُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ-

৬৫৩৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হল। আমি তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পান করলাম। এমনকি তৃপ্তির চিহ্ন আমার চতুর্দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর অবশিষ্টাংশ উমর ইবন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। তাঁর আশেপাশের লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করছেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : ইল্ম।

২৭৬৭ بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা দেখা

৬০২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا

مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا مَا أَوْلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الدِّينُ-

৬৫৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। একদল লোককে স্বপ্নে দেখলাম, তাদেরকে আমার কাছে আনা হচ্ছে। আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত, আর কারো কারো তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইব্ন খাত্তাব আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তার গায়ে যে জামা ছিল তা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন : দীন।

২৯৬৬ بَابُ جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৬ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা

৬৫৩৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الدِّينُ-

৬৫৩৭ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার কাছে একদল লোক পেশ করা হল, আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত। আর কারো কারো এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্ন খাত্তাবকে এমতাবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হলো যে, সে তার গায়ের জামা হেঁচড়িয়ে চলছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন : দীন।

২৯৬৭ بَابُ الْخَضِرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضِرَاءِ

২৯৪৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা

৬৫৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذًا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وَضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضِرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ

وَفِي أَسْفَلِهَا مَنْصَفٌ، وَالْمَنْصَفُ الْوَصِيفُ، فَقِيلَ أَرْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخِذْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى-

৬৫৩৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র)..... কায়স ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। যেখানে সাদ ইব্ন মালিক (রা) এবং ইব্ন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। লোকেরা বলল, ঐ লোকটি জান্নাতবাসীদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা এরূপ এরূপ বলছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা এমন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটা স্তম্ভ একটি সবুজ বাগিচায় রাখা হয়েছে এবং সেটা যেথায় স্থাপন করা হয়েছে তার শিরোভাগে একটি রশি ছিল। আর নিচের দিকে ছিল একজন খাদেম। 'মিনসাফ' অর্থ খাদেম। বলা হল, এ স্তম্ভ বেয়ে উপরে আরোহণ কর। আমি উপরের দিকে আরোহণ করতে করতে রশিটি ধরে ফেললাম। এরপর এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আবদুল্লাহ মযবূত রশি ধারণকারী অবস্থায় মারা যাবে।

২৭৬৪. بَابُ كَشْفِ الْمَرَاةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন

৬৫৩৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ-

৬৫৩৯ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাকে আমার দু'বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে ঐ মহিলাটি তুমিই এবং আমি বলছি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা হলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

২৭৬৭. بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা

৬৫৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُ الْمَلِكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ أَكْشِفْ فَإِذَا كَشَفَ فَإِذَا هُوَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ يُمُضِيهِ ، ثُمَّ أُرِيْتُكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِيهِ -

৬৫৪০ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাকে (আয়েশাকে) শাদী করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন। যখন সে নিকার উন্মোচন করল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, উক্ত মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন। সে তা উন্মোচন করলে আমি দেখতে পাই যে, উক্ত মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

২৭০. بَابُ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

২৯৫০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা

৬৫৪১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَّغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -

৬৫৪১ সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি উদ্বেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠের ভাগ্যরসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল। (আবু আবদুল্লাহ) মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, আমার কাছে এ কথা পৌছেছে যে, 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী'-এর অর্থ হল, আল্লাহর অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত — একটি অথবা দু'টি বিষয়ে সন্নিবেশিত করে দেন। অথবা এর অর্থ অনুরূপ কিছু।

২৭০. بَابُ التَّغْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلَقَةِ

২৯৫১ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা

৬৫৪২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ وَسَطِ الرُّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ ، فَقِيلَ لِي أَرْقَهُ ، قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ ، فَاتَّانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَاَنْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرُّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ -

৬৫৪২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ও খলীফা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি একটি বাগিচায় আছি। বাগিচার মাঝখানে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরোভাগে একটি হাতল। তখন আমাকে বলা হল, উপরের দিকে উঠ। আমি বললাম, পারছি না। তখন আমার কাছে একজন খাদেম আসল এবং আমার কাপড় গুটিয়ে দিল। আমি উপরের দিকে উঠতে উঠতে হাতলটি ধরে ফেললাম। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। অতঃপর এ স্বপ্ন নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : ঐ বাগিচা ইসলামের বাগিচা, ঐ স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ঐ হাতল হল ময়বুত হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

২৯০২ بَابُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وَسَادَتِهِ

২৯০২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা

২৯০৩ بَابُ الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

২৯০৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা

৬৫৪৩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَدِي سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوَى بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৬৫৪৩ মুআল্লা ইবন আসাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আমার হাতে যেন রেশমী এক টুকরা কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই তা আমি নিক্ষেপ করি তা আমাকে সে স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ স্বপ্ন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা নবী ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমার ভাই একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অথবা বললেন : আবদুল্লাহ তো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

২৯০৬ بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৪ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বন্ধন দেখা

[৬৫৬৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُذِبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوءَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ حَدِيثِ النَّفْسِ وَتَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصَهُ عَلَى أَحَدٍ وَلِيَقْمَ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبِينُ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ-

[৬৫৪৪] আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোন কিছুই অবাস্তব হতে পারে না। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এরূপ বলছি। তিনি বলেন, এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্ন তিন প্রকার, মনের কল্পনা, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়। রাবী বলেন, স্বপ্নে শৃংখল দেখা অপছন্দনীয় মনে করা হত এবং পায়ে বেড়ি দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হত, পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো দীনের ওপর অবিচল থাকা। কাতাদা, ইউনুস, হিশাম ও আবু হিলাল (র) — আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এসবকে হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (পক্ষান্তরে) আউদের বর্ণনা কৃত হাদীস সুস্পষ্ট। ইউনুস (র) বলেছেন, আমি বন্ধনের ব্যাখ্যাকে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকেই মনে করি। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, শৃংখল গলদেশেই বাঁধা হয়।

২৯০৫ بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা

[৬৫৬০] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

ﷺ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فِي السُّكْنَى حَيْثُ افْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكْنَى الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى تُوَفِّيَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَنْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَاتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ، قَالَ أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ-

৬৫৪৫ আবদান (র) তাদেরই এক মহিলা উম্মুল আলা (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন — থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরদের বাসস্থান নিরুপণের জন্য আনসারগণ লটারী দিলেন, তখন আমাদের ঘরে বসবাসের জন্য উসমান ইবন মায়উন (রা) আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি। অবশেষে তিনি মারা যান। এরপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়েই কাফন পরিয়ে দেই। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু সাইব! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত হোক। তোমার বেলায় আমার সাম্য্য এই যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তা কি করে জানলে? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন : তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে, আমি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আর কখনও কারো শুদ্ধচিত্ততা প্রত্যয়ন করব না। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে উসমান (রা)-এর জন্য প্রবহমান বর্ণা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : এটা তাঁর 'আমল' তার জন্য জারি থাকবে।

৬৯০৬ بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرَوِيَ النَّاسُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৯৫৬ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নযোগে কূপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়। নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কীয় হাদীস আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন

৬৫৬৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرِ أَنْزَعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ، فَنَزَعَ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ

أَبَى بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنٍ-

[৬৫৪৬] ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন কাসীর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমি একটি কূপের পাশে বসে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। ইত্যবসরে আমার কাছে আবু বকর ও উমর আসল। আবু বকর বালতিটি হাতে নিয়ে এক বা দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করল। এরপর আবু বকরের হাত থেকে উমর তা গ্রহণ করল। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

۲۹۵۷ بَابُ نَزْعِ الذُّنُوبِ وَالذُّنُوبِينَ مِنَ الْبَيْتِ بِضَعْفٍ

২৯৫৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা

[৬৫৪৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنٍ-

[৬৫৪৭] আহমাদ ইবন ইউনুস (র) সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি আবু বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি লোকদেরকে সমবেত হতে দেখলাম। তখন আবু বকর দাঁড়িয়ে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করল। আর তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করল। এরপর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়াল। আর তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি লোকদের মধ্যে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ কাউকে দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

[৬৫৪৮] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَنَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلْبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزَعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنٍ-

৬৫৪৮ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি কূপের পাশে রয়েছি। আর এর নিকট একটি বালতি রয়েছে। আমি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করলাম — যতখানি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এরপর বালতিটি ইব্ন আবু কুহাফা গ্রহণ করেন। তিনি কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করেন। তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তারপর বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। তখন তা উমর ইব্নুল খাত্তাব গ্রহণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। অবশেষে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

২৭০৮ بَابُ الْإِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা

৬৫৪৯ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ إِنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقَى النَّاسَ فَاتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَآخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي فَنَزَعَ ذُنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُهُ فَاتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَآخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسَ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ—

৬৫৪৯ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি হাউয়ের কাছ থেকে লোকদেরকে পানি পান করছি। তখন আমার কাছে আবু বকর আসল। আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত আমার হাত থেকে সে বালতিটি নিয়ে গেল এবং দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইব্নুল খাত্তাব এসে তার কাছ থেকে তা নিয়ে নিল এবং পানি উত্তোলন করতে থাকল। অবশেষে লোকেরা (পরিতৃপ্ত হয়ে) ফিরে গেল, অথচ হাউয়ের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

২৭০৯ بَابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৯. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা

৬৫৫০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْكَ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ—

৬৫৫০ সাঈদ ইবন উফায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি এক সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওয়ূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। তাই আমি ফিরে এলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল (আপনার উপরেও কি) আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

৬৫৫১ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

৬৫৫১ আমার ইবন আলী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি আমাকে একটা স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব! এ প্রাসাদে ঢুকতে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, যা আমার জানা ছিল। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

২৭৬. بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ওয়ূ করতে দেখা

৬৫৫২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ يَا أَبَى وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ-

৬৫৫২ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম এবং (দেখতে পেলাম) যে একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওয়ূ করছে। আমি বললাম : এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। তা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?

২৯৬১. بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা

৬৫৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ سَيْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطَفُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ التَّفْتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عِنَبَةً طَافِيَةً ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطْنٍ وَابْنُ قَطْنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُرَاعَةَ-

৬৫৫৩ আবুল ইয়ামান (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। তখন আমি আমাকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ রত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় সোজা চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষকে দু'জন পুরুষের মাঝখানে দেখলাম, যার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইবন মারিয়াম। এরপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। এ সময় একজন লাল বর্ণের মোটাসোটা, কঁোকড়ান চুল বিশিষ্ট, ডানচোখ কানা ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চোখটি যেন ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বলল, এ হচ্ছে দাজ্জাল। তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হল ইবন কাতান। আর ইবন কাতান হল বনু মুস্তালিক গোত্রের খুযাআ বংশের একজন লোক।

২৯৬২. بَابُ إِذَا أُعْطِيَ فَضْلُهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

২৯৬২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া

৬৫৫৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّىَّ يَجْرِي ، ثُمَّ أُعْطِيتُ عُمَرَ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْعِلْمُ-

৬৫৫৪ ইয়াহুইয়া ইবন যুকাযর (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম, দুধের একটা পেয়ালা আমাকে দেওয়া হল। তা থেকে আমি (এত বেশি) পান করলাম যে, আমাতে তৃষ্ণার চিহ্ন প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর (অবশিষ্টাংশ) উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি প্রদান করলেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : ইল্ম।

২৭৬২ بَابُ الْأَمْنِ وَذَهَابِ الرُّوْعِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা

৬৫৫৫ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقْصُصُونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ ، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَارِنِي رُؤْيَا ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يَقْبِلَانِ بِي وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أَرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تَرَاعَ نِعَمَ الرَّجُلِ أَنْتَ لَوْ تَكْثَرُ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي بِجَهَنَّمَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبَيْتِ لَهُ قُرُونٌ كَقُرْنِ الْبَيْتِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَآرَى فِيهَا رَجُلًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤُسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ -

৬৫৫৫ উবায়দুল্লাহ ইবন সাসিদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশ কজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাখ্যা দিতেন যা আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তুমি তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে আমাকে কোন একটি স্বপ্ন দেখান। আমি ঐ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম। দেখলাম আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) অগ্রসর হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখান হল যে, একজন ফেরেশতা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার

অবশ্যই কোন ভয় নেই। তুমি খুবই ভাল লোক, যদি বেশি করে সালাত আদায় করতে। তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশেষে তারা আমাকে জাহান্নামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কূপের ন্যায় গোলাকার। আর কূপের ন্যায় এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিং-এর মাঝখানে একজন ফেরেশতা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন : তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবদুল্লাহ তো সৎকর্মপরায়ণ লোক। নাবি' (র) বলেন, এরপর থেকে তিনি সর্বদা বেশি করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

২৭৬৬. بَابُ الْاِخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা

[৬৫৫৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ أُبَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعْبِرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَ يَأْتِيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تَرَاعَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبُئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَآخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ-

[৬৫৫৬] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি মসজিদেই রাত্রি যাপন করতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত তারা তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আমাকে কোন স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে দু'জন ফেরেশতা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চলল, এরপর তাদের সাথে অপর একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল, এত যেন কূপের ন্যায় গোলাকার নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। যখন সকাল হল, আমি হাফসা (রা)-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম। পরে হাফসা (রা) বললেন যে, তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা

করেছেন। আর তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরও বলেছেন) যদি সে রাতে বেশি করে সালাত আদায় করত। যুহরী (র) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (ইবন উমর) (রা) রাতে বেশি করে সালাত আদায় করতে লাগলেন

২৭৬০ بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে পেয়ালা দেখা

৬০৫৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ-

৬৫৫৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম, আমার কাছে দুধের একটা পিযালা আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম। এরপর আমার অবশিষ্টাংশ উমর ইবন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি প্রদান করেছেন। তিনি বললেন : ইল্ম।

২৭৬১ بَابُ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৬. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা

৬০৫৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وَضَعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَاذْنُ لِي فَفَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيُرَوُّ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ-

৬৫৫৮ সাঈদ ইবন মুহাম্মদ (র) উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে দেখানো হলো যে আমার হাত দু'টিতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দু'টি কেটে ফেললাম এবং অপছন্দ করলাম। অতঃপর আমাকে অনুমতি প্রদান করা হল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম, ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চুড়ি দু'টির এ ব্যাখ্যা

প্রদান করলাম যে, দু'জন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার বের হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এদের একজন হল, আল আনসী যাকে ইয়ামানে ফায়রুয (রা) কতল করেছেন। আর অপরজন হল মুসায়লিমা।

২৭৬৭ بَابُ إِذَا رَأَى بَقْرًا تَنْحَرُ

২৯৬৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে গরু যবেহ হতে দেখা

৬৫০৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحَدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

৬৫৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন আল্লা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি মক্কা থেকে এমন এক স্থানের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, সেই স্থানটি 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' হবে। অথচ সে স্থানটি হল মদীনা তথা ইয়াসরিব। আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকরই। গরুর ব্যাখ্যা হল উহদের যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) মু'মিনগণ। আর কল্যাণের ব্যাখ্যা হল এটাই, যে কল্যাণ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

২৭৬৮ بَابُ النَّفْعِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া

৬৫৬. حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرًا عَلَىَّ وَآهَمَانِي فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْفَخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبٌ صَنَعَاءَ وَصَاحِبِ الْيَمَامَةِ -

৬৫৬০ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন : একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমাকে ভূ-পৃষ্ঠের ভাগুরসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়, যা আমার কাছে কষ্টকর মনে হল। আর আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তখন আমাকে নির্দেশ করা হল, যেন আমি চুড়ি দু'টিতে ফুঁ দেই। তাই আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলাম (চুড়ি দু'টি উড়ে গেল)। আমি চুড়ি দু'টির ব্যাখ্যা

এভাবে দিলাম যে, (নবুয়তের) দু'জন মিথ্যা দাবিদার রয়েছে, যাদের মাঝখানে আমি আছি। সানআর বাসিন্দা ও ইয়ামামার বাসিন্দা।

২৭৬৭. بَابُ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَاسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

২৯৬৯. অনুচ্ছেদ : কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে

[৬৫৬১] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كَانَ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَتَأَوَّلَتْ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نَقَلَ إِلَيْهَا-

[৬৫৬১] ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি দেখেছি যেন এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এটিকে জুহফা বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

২৭৭. بَابُ الْمَرَأَةِ السَّوْدَاءِ

২৯৭০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা

[৬৫৬২] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةٍ فَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نَقَلَ إِلَى مَهْيَعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ-

[৬৫৬২] মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেছেন : আমি দেখেছি এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়েছে। অবশেষে মাহইয়াআ নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহইয়াআ তথা জুহফা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হল।

২৭৭১. بَابُ الْمَرَأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

২৯৭১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা

[৬৫৬৩] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً

سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلَتْ
أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةَ نُقْلَ إِلَيْهَا -

৬৫৬৩ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখছি। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ তথা জুহফা নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ দিলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

২৭২৭ بَابُ إِذَا رَأَى أَنَّهُ هَزَزَ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

২৯৭২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা

৬৫৬৪ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَا إِنِّي
هَزَزْتُ سَيْفًا فَأَنْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ
أُخْرَى ، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ -

৬৫৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যভাগ ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা হল বিপদ, যা উহদের যুদ্ধে মু'মিনদের ভাগ্যে ঘটেছে। পুনরায় আমি তরবারীটি নাড়লাম। এতে তরবারীটি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এল। এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহর দেওয়া বিজয় ও মু'মিনদের ঐক্য।

২৭২৮ بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ

২৯৭৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল

৬৫৬৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ
يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أَذْنِهِ
الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَذَابٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، قَالَ
سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرَّمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ اسْتَمَعَ -

৬৫৬৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি। তাকে দু'টি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না। যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পছন্দ করে না অথবা বলেছেন—অথচ তারা তার থেকে পলায়নপর। কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে কেউ কোন প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। সুফয়ান বলেছেন, আইউব এই হাদীসটি আমাদেরকে মওসুল রূপে বর্ণনা করেছেন।

কুতায়বা (র) বলেন, আবু আওয়ানা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন মিথ্যা বর্ণনা করে।

শু'বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে কেউ ছবি আঁকে যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে যে কেউ কান লাগায়।

৬৫৬৬ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.....।

হিশাম (র) ইকরামা থেকে ইবন আব্বাস সূত্রে খালিদ এর অনুসরণ করেছেন।

৬৫৬৬ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.....।

৬৫৬৬ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.....।

৬৫৬৭ আলী ইবন মুসলিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখার (দাবি করা) যা চক্ষুদ্বয় দেখতে পায়নি।

২৯৭৪ **بَابُ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا**

২৯৭৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা

৬৫৬৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتَمْرَضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتَمْرَضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَمَوَّذْ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلَيْتَفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৮ সাঈদ ইবন রাবী (র) আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

৬৫৬৯ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَّاءُ وَرَدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৯ ইবরাহীম ইবন হামযা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

২৭৭০ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

২৯৭৫. অনুচ্ছেদ : ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা

৬৫৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبُ وَأَصِلُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَارَاكَ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَأَنْقَطَعَ ثُمَّ وَصَلَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدْعُنِي فَأَعْبُرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْبُرُ قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَلَا إِسْلَامَ ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطِفُ فَالْمُسْتَكْثَرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ، قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ ، قَالَ لَا تُقَسِّمُ -

৬৫৭০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ বেশি পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আর দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। নবী ﷺ বললেন : তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। আবু বকর (রা) বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন যার সুমিষ্টতা ঝরছে। কুরআন থেকে কেউ বেশি আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহর রাসূল। আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল? নবী ﷺ বললেন : কিছু তো ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন : কসম দিও না।

۲۹۷۶ بَابُ تَغْيِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

৬৫৭১ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا
 عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا
 يُكْثَرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ فَيَقْصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُرَ
 وَأَنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ أَنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي
 انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ
 بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتَلَعُ رَأْسَهُ فَيَتَذَهَّدُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتَّبِعُ
 الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ
 مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالَا لِي
 انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ
 بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَى وَجْهِهِ فَيُشْرِشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخَرَهُ
 إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشْقُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ
 الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ
 ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قَالَ قُلْتُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ
 قَالَ فَاحْسِبْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَعَطُ وَأَصْوَاتُ قَالَ فَاطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ
 وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا قَالَ
 قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ
 حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرُ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِغٌ يَسْبِغُ، وَإِذَا عَلَى
 شَطِئِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِغُ يَسْبِغُ مَا يَسْبِغُ، ثُمَّ
 يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَبْفُغِرُ لَهُ فَأَهُ فَيَلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ
 فَيَسْبِغُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَلَهُ فَأَهُ فَالْقِمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا
 هَذَانِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرَأَةِ كَاكْرَهُ
 مَا أَنْتَ رَأَى رَجُلًا مَرَأَةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ لَهُ يَحْشُهَا وَيَسْغَى حَوْلَهَا، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا

هَذَا؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرُّوضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هُوَ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرِ رَوْضَةً قَطُ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي أَرَقُ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنِ فِضَّةٍ فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرُ مَنْ خَلَقَهُمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَى، وَشَطْرُ كَأَفْبَحِ مَا أَنْتَ رَأَى، قَالَ قَالَا لَهُمْ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، قَالَ وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذْهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ فَسَمَّا بِصَرِي صُعْدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَادْخُلْهُ قَالَا أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ قَالَا لِي أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَتْلُو رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهَا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْرِشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعَرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبُحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقِمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ أَكَلُ الرَّبِّ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ الْمَرَأَةُ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنِ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنُ وَشَطْرُ قَبِيحٍ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ-

৬৫৭১ মুয়াম্মাল ইব্ন হিশাম আবু হিশাম (র) সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছি কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আদ্বাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করেছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পূর্বের ন্যায় পুনরায় ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদেরকে) বললাম, সুবহান্নাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (র) বলেন, আবু রাজা (র) কোন কোন সময় 'ইয়ুশারিরু' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুকু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সাথেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের ন্যায় আচরণ করে। তিনি বলেন : আমি বললাম, সুবহান্নাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং চূলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আশ্বনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করেছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশী ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আশ্বন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন। আমরা

চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুর্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে চড়ুন। আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মত সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়েছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোন মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর। আর ঐ কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুর্পার্শ্বে দৌড়াচ্ছিল, সে হল জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফেরেশতা। আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্রাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্রী। তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিতনা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিতনা অধ্যায়

٢٩٧٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحْذِرُ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৭৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা সেই ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। এবং যা নবী ﷺ ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করতেন

٦٥٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا عَلَى حَوْضٍ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَأَقُولُ أُمَّتِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ-

৬৫৭২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন : আমি আমার হাউয়ের পাশে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইবন আবু মুলায়কা বলেন : হে আল্লাহ! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٦٥٧٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لِيُرْفَعَنَّ إِلَى رِجَالٍ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُمْ لَأَنَآوِلَهُمْ أُخْتَلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي يَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدَاكَ-

৬৫৭৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না।

৬৫৭৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرْبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لِيَرِدُنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ سَهْلًا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَلُوا بِعَدِكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَلَ بَعْدِي-

৬৫৭৪ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউযের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয থেকে পান করবে সে কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি (আমার উম্মত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

আবু হাযিম (র) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় নু'মান ইব্ন আবু আয়াস আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাহল থেকে হাদীসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তখন বলবেন : এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

২৭৭৮ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكَرُونَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ-

২৯৭৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না হাউযের পাড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

৬৫৭৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ آدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ-

৬৫৭৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছেন : আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাহলে আমাদের জন্য কি হুকুম করছেন? উত্তরে তিনি বললেন : তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে চাইবে।

৬৫৭৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

৬৫৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ الْإِمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৫৭৭ আবু নু‘মান (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন এতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর ন্যায়।

৬৫৭৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَسْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا

وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَن لَّا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا
بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ -

৬৫৭৮ ইসমাইল (র) জুনাদা ইব্ন আবু উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নবী সَلَّمَ থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, নবী সَلَّمَ আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বায়আত করলাম। আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তবে ভিন্ন কথা।

৬৫৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي -

৬৫৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র)..... উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সَلَّمَ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি অমুক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, অথচ আমাকে নিযুক্ত করলেন না। তখন নবী সَلَّمَ বললেন : নিশ্চয়ই তোমরা আমার পর অগ্রাধিকারের প্রবণতা দেখবে। সে সময় তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে মিলিত হও।

২৭৭৭ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيِ أُغَيْلِمَةَ سَفْهَاءَ

২৯৭৯ অনুচ্ছেদ : নবী সَلَّمَ -এর বাণী : কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে

৬৫৮০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمُصَدِّقَ ﷺ يَقُولُ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى أَيْدِي غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرَجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلِكُوا بِالشَّامِ فَإِذَا رَأَاهُمْ غِلْمَانًا أَحَدَانَا قَالَ لَنَا عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ ؟ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ -

৬৫৮০ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আমর ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ ইবন আমর ইবন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মদীনায নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি 'আস-সাদিকুল্ মাস্দুক' (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত)-কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহর 'লা'নত' বর্ষিত হউক। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম।

আমর ইবন ইয়াহুইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অল্প বয়স্ক বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বোঝেন।

২৭৮. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ

২৯৮০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে

৬৫৮১ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحَمَّرًا وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً، قِيلَ أَنَّهُ لَكُمْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْتُ -

৬৫৮১ মালিক ইবন ইসমাইল (র) যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে নিদ্দা থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজুজ-মাজুজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান নব্বই কিংবা একশতের রেখায় আঙ্গুল রেখে গিট বানিয়ে পরিমাণটুকু দেখালেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে নেককার লোকও থাকবে? নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

৬৫৮২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيَّ ح وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطْمٍ مِنْ إِطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ قَالُوا لَا، قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَةَ تَقَعُ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ -

৬৫৮২ আবু নু'আয়ম (র) ও মাহমূদ (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মদীনার টিলাসমূহের একটির উপর উঠে বললেন : আমি যা দেখি তোমরা কি তা

দেখতে পাও? উত্তরে সাহাবা-ই-কিরাম বললেন, না। তখন নবী ﷺ বললেন : নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফিতনা বৃষ্টিধারার মতো নিপতিত হচ্ছে।

২৭৮১. بَابُ ظُهُورِ الْفِتَنِ

২৯৮১. অনুচ্ছেদ : ফিতনার প্রকাশ

[৬৫৮৩] حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّعْ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْمٌ هُوَ، قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

[৬৫৮৩] আইয়্যাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর আমল হ্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফিতনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ (حرج) ব্যাপকতর হবে। সাহাবা-ই-কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা (حرج) কি? নবী ﷺ বললেন : হত্যা, হত্যা। শু'আয়ব, ইউনুস, লাইস এবং যুহরীর ভাতুপুত্র আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

[৬৫৮৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَيَأْمًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ -

[৬৫৮৪] উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র) শাকিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মুসা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় 'হারজ' ব্যাপকতর হবে। আর 'হারজ' হল (মানুষ) হত্যা।

[৬৫৮৫] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيْمًا بَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ -

[৬৫৮৫] উমর ইব্ন হাফস (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন হারজ ব্যাপকতর হবে। 'হারজ' হলো হত্যা।

৬০৮৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مِثْلُهُ، وَالْهَرَجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ-

৬৫৮৬ কুতায়বা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আর হাবশী ভাষায় হারজ অর্থ (মানুষ) হত্যা।

৬০৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرَجِ يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرَجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّامُ الْهَرَجِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَذَرِكُهُمُ لِلْسَّاعَةِ وَهُمْ أَحْيَاءُ-

৬৫৮৭ মুহাম্মদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার ব্যাপারে আমার ধারণা, তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যার যুগ শুরু হবে। তখন ইল্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবু মুসা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় ‘হারজ’ অর্থ (মানুষ) হত্যা। আবু আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী ﷺ যে যুগকে ‘হারজ’-এর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সে যুগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি? এর উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত যাদের জীবদ্দশায় কায়াম হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

২৭৮২ بَابُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

২৯৮২. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে

৬০৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا يُلْقَوْنَ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

৬৫৮৮ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) যুবায়র ইবন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতিবাহিত হবে না, যার পরবর্তী যুগ তার চেয়েও নিকটতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি তোমাদের নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

৬০৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفَرَّاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَرَعَا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ، يُرِيدُ أَنْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ ، رَبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ -

৬৫৮৯ আবুল ইয়ামান (র) ও ইসমাঈল (র)..... নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক রাতে নবী ﷺ ভীত অবস্থায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা কতই না খায়ানা নাযিল করেছেন আর কতই না ফিতনা অবতীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা নামায আদায় করে। এ বলে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরও বললেন : দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে বিবস্ত্রা থাকবে।

২৭৮২ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

২৯৮৩. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

৬০৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

৬৫৯০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬০৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

৬৫৯১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (রা) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৬০৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ قِيقَعٌ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ -

৬৫৯২ মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।

৬৫৯৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ أَبِي مُرَّةٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسَهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ نَعَمْ-

৬৫৯৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে কতক তীর নিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তীরের লৌহ ফলাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৬৫৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا يَخْذِشُ مُسْلِمًا-

৬৫৯৪ আবু নু'মান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কতক তীর নিয়ে মসজিদে এলো। সেগুলোর ফলা খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সে তার তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে।

৬৫৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ لِيَقْبِضْ بِكَفِّهِ إِلَّا يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشِيءٍ-

৬৫৯৫ মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছিলেন : তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোন মুসলমানের গায়ে লেগে না যায়।

২৭৮৪ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يُضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
২৯৮৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না

৬০৭৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ-

৬৫৯৬ উমর ইবন হাফস (রা) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (জঘন্য পাপ) আর কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী।

৬০৭৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي وَأَقْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৫৯৭ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

৬০৭৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ، أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رَبُّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ ، فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةٌ بَنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بِهِشْتُ بِقَصَبَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِهِشْتُ يَعْنِي رَمَيْتُ-

৬৫৯৮ মুসাদ্দাদ (রা)..... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেনঃ তোমরা কি জান না আজ কোন্ দিন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (বর্ণনাকারী বলেন) এতে আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি অন্য কোন নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ) বললেন : এটি কি ইয়াওমুন নাহর (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এরপর তিনি বললেন : এটি কোন্ নগর? এটি

‘হারম নগর’ (সংরক্ষিত নগর) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন নিঃসন্দেহ তোমাদের এ নগরে, এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেরূপ হারাম, তোমাদের (একের) রক্ত, সম্পদ, ইয্যত ও চামড়া অপরের জন্য তেমনি হারাম। শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার বাণী) অনুপস্থিতির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌঁছাবে যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্ত্রত ব্যাপারটি তাই। এরপর নবী ﷺ বললেন : আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

যে দিন জারিয়াহ্ ইব্ন কুদামা কর্তৃক আলা ইব্ন হাযরামীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, সেদিন জারিয়াহ্ তার বাহিনীকে বলেছিল, আবু বাকরার খবর নাও। তারা বলেছিল এই তো আবু বাকরা (রা) আপনাকে দেখছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার মা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু বাকরা (রা) বলেছেন। (সেদিন) যদি তারা আমার গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে আমি তাদেরকে একটি বাঁশের লাঠি নিক্ষেপ (প্রতিহত) করতাম না। আবু আবদুল্লাহ্ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত بُهِشْتُ শব্দের অর্থ رَمَيْتُ অর্থাৎ আমি নিক্ষেপ করেছি।

۶০৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৫৯৯ আহমাদ ইব্ন ইশ্কাব (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

৬৬.০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُذْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَبِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

৬৬০০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

২৭৮৫ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَانِمِ

২৯৮৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : ফিতনা ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে

৬৬.১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০১ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে তাকাবে ফিতনা তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোন আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন তথায় আত্মরক্ষা করে।

৬৬০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ-

৬৬০২ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অচিরেই ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় ভাল (ফিতনামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি সে ফিতনার দিকে তাকাবে, ফিতনা তাকে পেয়ে বসবে। সুতরাং তখন কেউ যদি (কোথাও) কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আত্মরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

২৭৮৬ بَابُ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسِيفَيْهِمَا

২৯৮৬. অনুচ্ছেদ : দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে

৬৬.৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لِيَالِيَ الْفِتْنَةِ ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَاجَعَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسِيفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ ، فَقَالَا إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَسَنُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ-

৬৬০৩ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র)..... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা কবলিত রজনীতে (অর্থাৎ জঙ্গে জামাল কিংবা জঙ্গে সিফ্যীনে) আমি হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। হঠাৎ আবু বাকরা (রা) আমার সামনে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাত ভাইয়ের সাহায্যার্থে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখি হয়, তাহলে উভয়েই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবন যায়িদ বলেন, আমি এ হাদীসটি আইউব ও ইউনুস ইবন আবদুল্লাহর কাছে পেশ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম তাঁরা এ হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করবেন। তাঁরা বললেন, এ হাদীসটি হাসান বসরী (র) আহ্নাফ ইবন কায়সের মধ্যস্থতায় আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৬.৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهَيْشَامُ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ -

৬৬০৪ সুলায়মান ইবন হারব ও মুআম্মাল (র)..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মা'মার আইউব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বাক্কার ইবন আবদুল আযীয স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় আবু বাকরা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং গুন্দার ও আবু বাকরা (রা)-র বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান সাওরী (র) মানসুর থেকে (পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করার সময়) মারফু' রূপে উল্লেখ করেননি।

২৭৮৭ **بَابُ كَيْفِ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةً**

২৯৮৭. অনুচ্ছেদ : যখন জমাআত (মুসলমানরা সংঘবদ্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে

৬৬.৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عَبِيدٍ اللَّهُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخْنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدًى

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمْ دُعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنْتِنَا، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يَدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

৬৬০৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো জাহিলিয়াত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম এর ধূম্রাচ্ছন্নতাটা কিরূপ? তিনি বললেন : এক জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন : মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন : তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

২৭৯৮. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَكْثَرَ سَوَادُ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

২৯৮৮. অনুচ্ছেদ : যে ফিতনাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে

৬৬.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعَثَ فَانْكُتِبَتْ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَنَاهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْثُرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ-

৬৬০৬ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ ও লাইস (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার মদীনাবাসীদের উপর একটি যোদ্ধাদল প্রত্নতের সিদ্ধান্ত হল। আমার নামও সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর ইক্ৰামা (র)-র সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাকে ইবন আব্বাস (রা) অবগত করেছেন যে, মুসলিমদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে ছিল। এতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুকাবিলায় মুশরিকদের দল ভারী করছিল। তখন কোন তীর আসত যা নিষ্ফিণ্ড হত এবং তাদের কাউকে আঘাত করে এটি তাকে হত্যা করত। অথবা কেউ তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন : যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে..... (৪ : ৯৭)।

২৭৮৭ بَابُ إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ

২৯৮৯. অনুচ্ছেদ : যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে

৬৬.৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتُهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْقُطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْفَرَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ ، وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَنْزِ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا۔

৬৬০৭ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... হযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন : আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোসকার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ের ফোসকা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা

করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রা) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি এ-সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খৃষ্টান হয়, তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না।

২৭৭. بَابُ التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

২৯৯০. অনুচ্ছেদ : ফিতনার সময় বেদুঈন সুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয়

৬৬.৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقْبِكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قَتَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبْذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبِلَ أَنْ يَمُوتَ بِلْيَالِي فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ -

৬৬০৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাজ্জাজ আমার কাছে এলেন। তখন সে তাঁকে বলল, হে ইবন আকওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন না কি-যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, যখন উসমান ইবন আফ্ফান (রা) নিহত হলেন, তখন সালমা ইবন আকওয়া (রা) 'রাবাযা'য় চলে যান এবং সেখানে তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেন। সে মহিলার ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান জন্মলাভ করে। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি মদীনায় আগমন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।

৬৬.৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৬৬০৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল।

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

২৭৭১. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

২৯৯১. অনুচ্ছেদ : ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

৬৬১. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى أَحَقَّوهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَنْبَرِ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَاذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَاَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صَوَّرَتْ لِيَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَاطِطِ، قَالَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرْسِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهِذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ لَأَفُ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ أَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا وَقَالَ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ-

৬৬১০ মুআয ইব্ন ফাযালা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করতে। এমন কি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন নবী ﷺ মিসরে আরোহণ করলেন এবং বললেন : তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন করবে, আমি তারই উত্তর প্রদান করব। আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রত্যেকেই আপন বস্ত্রে মাথা গুঁজে কাঁদছে। তখন এমন এক ব্যক্তি পারম্পরিক বাকবিতণ্ডার সময় যাকে অন্য এক ব্যক্তির (যে প্রকৃতপক্ষে তার পিতা নয়) সন্তান বলে সম্বোধন করা হত উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : হুযাফা তোমার পিতা। এরপর উমর (রা) সম্মুখে এলেন আর বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর নবী ﷺ বললেন : আজকের মত এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও

জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি সে দুটোকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাতাদা বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হলো : হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। (৫ : ১০১)

আব্বাস নারসী (র).....আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে আনাস (রা) (প্রত্যেক $\text{كل رجل لاف راسه في ثوبه يبكى}$ -এর স্থলে $\text{كل رجل راسه في ثوبه يبكى}$ ব্যক্তি তার মাথায় কাপড় দিয়ে অচ্ছাদিত করে কাঁদছিল) বলে উল্লেখ করেছেন। এবং $\text{تعوذ بالله من أعوذ بالله من سوء الفتن}$ অথবা $\text{عائذا بالله من سوء الفتن}$ -এর স্থলে سوء الفتن উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, খালীফা (র)..... আনাস (রা)-এর বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি بالله من شر الفتن বলেছেন।

২৭৭২ $\text{بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَلْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ}$

২৯৯২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে

৬৬১১ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمَنْبَرِ فَقَالَ : أَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا ، أَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ -

৬৬১১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....সালিমের পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি (নবী ﷺ) মিম্বরের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে বলেছেন : ফিতনা এ দিকে, ফিতনা সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদ্ভিত হবে। কিংবা বলেছিলেন : সূর্যের মাথা উদ্ভিত হয়।

৬৬১২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ أَلْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৬৬১২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিতনা সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদ্ভিত হয়।

৬৬১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظْنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-

৬৬১৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন : সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প আর ফিত্না। আর তথা হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

৬৬১৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرْنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ تَكَلِّتُكَ أُمُكَ إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ-

৬৬১৪ ইসহাক আল্ ওয়াসেতী (র).... সাঈদ ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা আশা করছিলাম যে, তিনি আমাদের একটি উত্তম হাদীস বর্ণনা করবেন। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! ফিত্নার সময় যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তাবত ফিত্নার অবসান ঘটে। তখন তিনি বললেন, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক। ফিত্না কাকে বলে জান কি? মুহাম্মদ ﷺ তো যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা, তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই মূলত ফিত্না। কিন্তু তা তোমাদের রাজ্য নিয়ে লড়াইর মতো ছিল না।

২৭৭২ بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَبٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ

الْحَرْبِ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فِتْنَةٌ
تَسْعَى بِزَيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُولٍ
حَتَّى إِذَا اسْتَعْلَتْ وَشَبَّ هَرَامُهَا
وَلَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلٍ
شَمَطَاءَ تُنْكِرُ لَوْنَهَا وَتَغْيِرُتْ
مَكْرُوهَةً لِلشِّمِّ وَالتَّقْبِيلِ

২৯৯৩. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিতনা তরঙ্গায়িত হবে। ইবন উয়ায়না (র) খালফ ইবন হাওশাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা ফিতনার উপমা পেশ করতে পছন্দ করতেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা যুবতীর মত, যে তার রূপ-লাবণ্য নিয়ে অপরিণামদর্শীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করে। কিন্তু যখন যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তার ফুলকিগুলো হয় পূর্ণ যৌবনা, তখন সে বৃদ্ধা বিধবার ন্যায় পালিয়ে যায়, যার চুল অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে, রঙ হয়ে গেছে ফিকে ও পরিবর্তিত, যার ঘ্রাণ নিতে ও চুমু খেতে ঘৃণা লাগে।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلَقٌ قَالَ عُمَرُ أَيُّكُسْرُ الْبَابِ أَمْ يَفْتَحُ ؟ قَالَ بَلْ يَكْسَرُ قَالَ عُمَرُ إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْتُ أَجَلٌ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونََ غَدِ الْيَلَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّا حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ ؟ فَأَمَرَنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنَ الْبَابِ قَالَ عُمَرُ-

৬৬১৫ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র).... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, এক সময় আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে? হুয়ায়ফা (রা) বললেন, (নবী ﷺ বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ফিতনায় নিপতিত হয় নামায, সাদাকা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মোচন করে দেয়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি এবং সে ফিতনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুয়ায়ফা (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ফিতনায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুয়ায়ফা বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুয়ায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেক্রপ আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে একরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যা শান্তিমুগ্ধ। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে হুয়ায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর (রা) (নিজেই)।

[৬৬১৬] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَةٍ وَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطُ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَا كُوْنَنَّ الْيَوْمَ بِوَأَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِي ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قَفِّ الْبَيْتِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَتَذُنُّ لَهُ وَبَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَذُنُّ لَهُ وَبَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَامْتَلَأَ الْقَفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَذُنُّ لَهُ وَبَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَيْتِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخَالِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ-

[৬৬১৬] সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ প্রয়োজনবশত মদীনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানসমূহের কোন একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, আমি এর দরজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে বললাম, অদ্য আমি নবী ﷺ-এর প্রহরীর কাজ আঞ্জাম দিব। অবশ্য তিনি আমাকে এর নির্দেশ দেননি। নবী ﷺ ভিতরে গেলেন এবং স্বীয় প্রয়োজন সেরে নিলেন। এরপর একটি কূপের পোস্তার উপর বসে পড়লেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা) এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আবু বকর (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দাও। আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী ﷺ-এর ডান পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। (অনুমতি প্রার্থনা করলে) নবী ﷺ বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং

জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি এসে নবী ﷺ-এর বাম দিকে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কূপের পোস্তা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না। এরপর উসমান (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি। নবী ﷺ বলেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোন স্থান পেলেন না। ফলতঃ তিনি বিপরীত দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে কুয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কুয়ার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অপর এক ভাই-এর (আগমন) কামনা করছিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলাম যেন সে (এ মুহূর্তে) আগমন করে। ইব্ন মুসাইয়াব বলেন, আমি এ ঘটনার মর্মার্থ এভাবে গ্রহণ করেছি যে, তা হল তাঁদের তিনজনের কবরের নমুনা যা এখানে একসঙ্গে হয়েছে। আর উসমান (রা)-র ভিন্ন স্থানে।

৬৬১৭ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لِأَسَامَةَ أَلَا تَكَلِّمُ هَذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ لَكَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيهَا كَطْحَنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ-

৬৬১৭ বিশ্বর ইব্ন খালিদ (র).... আবু ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে বলেছি, তবে এমন পন্থায় নয় যে, আমি তোমার জন্য একটি দ্বার (ফিতনার) উন্মোচিত করব যাতে আমিই হব এর প্রথম উন্মোচনকারী এবং আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোন লোক দুই ব্যক্তির আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তার সম্পর্কে বলব, আপনি উত্তম। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে (কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে গাধা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে যেমন গম পিষা হয়, সেরূপ পিষে ফেলা হবে। দোযখবাসীরা তার পাশে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমিই কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি ভাল কাজের আদেশ করতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, তবে আমি নিজেই তা করতাম।

৬৬১৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْلِيئِمَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ-

৬৬১৮ উসমান ইব্ন হায়সাম (র)..... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জঙ্গ জামাল (উস্তের যুদ্ধ) এর সময় আমাকে বড়ই উপকৃত করেছেন। (সে কথাটি হল) নবী ﷺ-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্রার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন : সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।

৬৬১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرِيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلَى عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمَنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمَنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تَطِيعُونَ أَمْ هِيَ-

৬৬১৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).... আবু মারিয়াম আবদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা, যুবায়র ও আয়েশা (রা) যখন বস্রার দিকে গমন করলেন, তখন আলী (রা) আন্নার ইব্ন ইয়াসির ও হাসান ইব্ন আলী (রা) -কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা আমাদের কুফায় আগমন করলেন এবং (মসজিদের) মিম্বরে উপবেশন করলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) মিম্বরের সর্বোচ্চ ধাপে উপবিষ্ট ছিলেন, আর আন্নার (রা) হাসান (রা)-এর নিচের ধাপে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট সমবেত হলাম। এ সময় আমি শোনলাম, আন্নার (রা) বলছেন, আয়েশা (রা) বস্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের (আমাদের) নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই আনুগত্য কর, না তাঁর [অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র] আনুগত্য কর।

৬৬২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ غَنِيَّةٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مَنبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيَتْ-

[৬৬২০] আবু নু'আয়ম (র)..... আবু ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের (রা) কুফার (মসজিদের) মিশরে দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি আয়েশা (রা)-ও তাঁর সফরের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি বললেন, তিনি (আয়েশা রা) ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তাঁকে নিয়ে ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছ।

[৬৬২১] حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالَ مَا رَأَيْتُكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ عَمَّارُ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ-

[৬৬২১] বাদাল ইবন মুহাব্বার (র).... আবু ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) যখন আমাদের (রা)-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানাতে কুফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন আবু মুসা ও আবু মাসউদ (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমাদের জানামতে বর্তমান বিষয়ে (যুদ্ধের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে) দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে অপছন্দনীয় কোন কাজ করতে আমরা তোমাকে দেখিনি। তখন আমাদের (রা) বললেন, যখন থেকে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাদের কোন কাজ দেখিনি যা আমার কাছে অপছন্দনীয় বিবেচিত হয়েছে বর্তমানের এ কাজে দেরী করা ব্যতীত। তখন আবু মাসউদ (রা) তাদের দু'জনকেই একজোড়া করে পোশাক পরিধান করিয়ে দিলেন। এরপর সকলেই (কুফা) মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

[৬৬২২] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَأْمِنِ أَصْحَابِكَ أَحَدًا إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرُكَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَعِيبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ عَمَّارُ يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ ﷺ أَعِيبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلَامُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ-

[৬৬২২] আবদান (র)..... শাকীক ইবন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ (রা), আবু মুসা (রা) ও আমাদের (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবু মাসউদ (রা) বললেন, তুমি ব্যতীত তোমার সঙ্গীদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু বলতে না পারি। তবে নবী ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার চাইতে আমার দৃষ্টিতে দূষণীয়

কোন কাজ তোমার কাছ থেকে দেখিনি। তখন আমার (রা) বললেন, হে আবু মাসউদ! নবী ﷺ-এর সাথে তোমাদের সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে গড়িমসি করার চাইতে আমার দৃষ্টিতে অধিক দূষণীয় কোন কাজ তোমার থেকে এবং তোমার এ সঙ্গী থেকে দেখিনি। আবু মাসউদ (রা) ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস! দু'জোড়া পোশাক নিয়ে এস। এরপর তিনি তার একটি আবু মূসা (রা)-কে ও অপরটি আমার (রা)-কে দিলেন এবং বললেন, এগুলো পরিধান করে জুম'আর নামাযে যাও।

২৭৭০. بَابُ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

২৯৯৫. অনুচ্ছেদ : যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাযিল করেন

[৬৬২৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ

[৬৬২৩] আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান (রা).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কাওমের উপর আযাব নাযিল করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব নিপতিত হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উঠানো হবে।

২৭৭১. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ : হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ এর উক্তি : অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার। আর সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবাদমান) দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন

[৬৬২৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَيَّ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ ادْخُلْنِي عَلَى عِيْسَى فَأَعْظُهُ فَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَرَى كِتَابَةً لَا تُؤَلَّى حَتَّى تُدَبَّرَ أُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِدَرَارِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَتَقُولُ لَهُ الصَّلْحُ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৬৬২৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান ইবন আলী (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে মুআবিয়া (রা)-র মুকাবিলায় রওনা হলেন, তখন আমার ইবন আস (রা) মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি এরূপ এক সেনাবাহিনী দেখছি, যারা বিপক্ষকে না ফিরিয়ে পিছু হবে না। মুআবিয়া (রা) বললেন, তাহলে মুসলমানদের সম্ভান-সম্মতির তত্ত্বাবধান কে করবে? আমার ইবন আস (রা) বললেন, আমি। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইবন আমির (রা) ও আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) বললেন, আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করব এবং তাকে সন্ধির কথা বলব। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি আবু বাকরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান (রা) আসলেন। তিনি (নবী ﷺ তাঁকে দেখে) বললেন : আমার এ পৌত্র সরদার আর সম্ভবত আদ্বাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন।

৬৬২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَرْمِلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمِلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ إِنَّهُ يَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَاخَلَّفَ صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتُ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَا حَبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي-

৬৬২৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)....উসামা (রা) -এর গোলাম হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা) আমাকে আলী (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন যে, সেখানে যাওয়ার পরই (আলী (রা)) তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহযোগিতা থেকে) কিসে পিছনে (বিরত) রেখেছে? তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আপনার কাছে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবুও আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভাল মনে করব। তবে এ বিষয়টি (অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ) আমি ভাল মনে করছি না। (হারমালা বলেন) তিনি (আলী (রা)) আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাসান, হুসাইন ও আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন।

২৯৯৭ بَابُ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে

৬৬২৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا يَأَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ—

[৬৬২৬] সুলায়মান ইব্ন হারব (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকেরা ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (রা)-র বায়আত ভঙ্গ করল, তখন ইব্ন উমর (রা) তাঁর বিশেষ ভক্তবৃন্দ ও সন্তানদের সমবেত করলেন এবং বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝাণ্ডা (পতাকা) উত্তোলন করা হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়াযীদেদের) প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোন একজন লোকের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। আমি যেন কারো সম্পর্কে ইয়াযীদেদের বায়আত ভঙ্গ করেছে, কিংবা সে আনুগত্য করেছে না জানতে না পাই। অন্যথায় তার ও আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

[৬৬২৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمُرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثْبُ الْقُرَاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عَلِيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا أَبَا بَرَزَةَ أَلَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّي أَحْتَسِبْتُ عِنْدَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاحِطًا عَلَى أَحْيَاءٍ قُرَيْشٍ أَنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي عَلِمْتُمْ مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلَالَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ وَاللَّهُ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا—

[৬৬২৭] আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যিয়াদ ও মারওয়ান যখন সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং ইব্ন যুবারর (রা) মক্কার শাসনক্ষমতা দখল করে নিলেন, আর ক্বারী নামধারীরা (খারেজীরা) বসরায় ক্ষমতায় চেপে বসল, তখন একদিন আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযা আসলামী (রা)-র উদ্দেশ্যে রওনা করে আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাঁশের তৈরি কুঠরীর ছায়াতলে বসা ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম। আমার পিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীস শুনতে চাইলেন। পিতা বললেন, হে আবু বারযা! লোকেরা কি ভীষণ সংকটে পতিত হয়েছে তা কি আপনি লক্ষ্য করছেন না? সর্বপ্রথম যে কথাটি তাঁকে বলতে শোনলাম তা হল, আমি যে কুরাইশের

গোত্রসমূহের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করি, এজন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। হে আরববাসীরা! তোমরা যে বিরূপ গোমরাহী, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় ছিলে তা তোমরা জান। মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়েছেন, যা তোমরা দেখছ। আর এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। ঐ যে লোকটা সিরিয়ায় (ক্ষমতা দখল করে) আছে, আল্লাহর কসম! একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে লড়াই করেনি।

৬৬২৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ-

৬৬২৮ আদাম ইবন আবু ইয়াস (র) হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগের মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

৬৬২৯ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ-

৬৬২৯ খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে ছিল। আর এখন হল তা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী।

২৭৭৮ بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

২৯৯৮. অনুচ্ছেদ : কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না

৬৬৩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ-

৬৬৩০ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

২৭৭৯ بَابُ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُغْبَدَ الْأَوْتَانُ

২৯৯৯. অনুচ্ছেদ : যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে

৬৬৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءً دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةٌ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ-

৬৬৩১ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত কায়ম হবে না, যতক্ষণ ‘যুলখালাসার’ পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। ‘যুলখালাসা’ হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত।

৬৬৩২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بَعْصًا-

৬৬৩২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ না কাহুতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নেবে।

৩০০. بَابُ خُرُوجِ النَّارِ . وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ-

৩০০০. অনুচ্ছেদ : আগুন বের হওয়া। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে

৬৬৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى-

৬৬৩৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।

৬৬৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ

مِنْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ -

৬৬৩৪ আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দ কিন্দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোঁরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। উক্বা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে ذهب من ذهاب এর স্থলে ذهب من ذهاب (স্বর্ণের পাহাড়) উল্লেখ আছে।

৩.০.১

৩০০১. অনুচ্ছেদ

৬৬৩৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيَسِيَّتِي زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَمْ يَمْه -

৬৬৩৫ মুসাদ্দাদ (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে মানুষ সাদাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করে — এমন কাউকে পাবে না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হারিসা উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর বৈপিত্র্যে ভাই।

৬৬৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعُوهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونٌ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبِضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ

قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقِحَّتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقَى فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا-

৬৬৩৬ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কালে হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলুম তুলে নেওয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতর হবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে— এ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ পেশ করবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং সকল লোক তা দেখবে। এবং সেদিন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি (৬ : ১৫৮) আর অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কালে হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরস্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কালে হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন অবস্থায় কালে হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয আন্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন (অতর্কিত) অবস্থায় কালে হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

৩.০.২ بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالِ

৩০০২. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা

৬৬৩৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَأَنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضْرُكَ مِنْهُ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلٌ خَبَزَ وَنَهَرَ مَاءٌ قَالَ إِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ-

৬৬৩৭ মুসাদ্দাদ (র) মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন : তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ।

৬৬৩৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়।

৬৬৩৯ সাদ ইবন হাফস (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মদীনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদীনা) তিনবার প্রকম্পিত হবে। তখন সকল কাফের ও মুনাফিক বের হয়ে তার কাছে চলে আসবে।

৬৬৪০ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : মাসীহ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন। ইবন ইসহাক ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বস্রায় আগমন করলাম তখন আবু বাকরা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

৬৬৪১ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : মাসীহ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন। ইবন ইসহাক ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বস্রায় আগমন করলাম তখন আবু বাকরা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

৬৬৪২ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : মাসীহ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন। ইবন ইসহাক ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বস্রায় আগমন করলাম তখন আবু বাকরা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

[৬৬৪১] আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) আব্ বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মদীনায় মাসীহ দাজ্জাল-এর প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদীনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন।

[৬৬৪২] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَا تُنْذِرُكُمْوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ أَنَّهُ أَعُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورٍ-

[৬৬৪২] আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন। নবী ﷺ লোক সমাবেশে দাড়াইলেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে কথা বললেন : তার সম্পর্কে আমি তোমাকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর কাওমকে বলেননি। তা হল যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কানা নন।

[৬৬৪৩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدُمُ سَبَطُ الشَّعْرِ يَنْطَفُ أَوْ تَهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرِيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ التَّفَتُّ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعُورُ الْعَيْنِ كَانَ عَيْنُهُ عِنَبَةً طَافِيَةً قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطْنٍ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ-

[৬৬৪৩] ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্থূলকায় লাল বর্ণের কৌকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের ন্যায়। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইবন কাতান, বনী খুযা'আর এক ব্যক্তি।


[৬৬৪৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ-

৬৬৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে সালাতের মাঝে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি।

٦٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدِّجَالِ أَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارٌ أَفْنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৬৪৫ আবদান (র)..... হুয়ায়ুফা (রা) নবী সব সত্যের
অবিস্মরণীয়
ও সব সত্যের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন :
তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। বস্তুত তার আগুনই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন। আবু
মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমিও এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সব সত্যের
অবিস্মরণীয়
ও সব সত্যের থেকে শুনেছি।

٦٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ -

৬৬৪৬ সুলায়মান ইব্ন হারর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী  বলেছেন : এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যিনি তার উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের (كافر) শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٠.٣ بَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ

৩০০৩. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না

٦٦٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيهِمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاحِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ -

[৬৬৪৭] আবুল ইয়ামান (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তার মাঝে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদীনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার সংলগ্ন বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান গ্রহণ করবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি গমন করবে। যিনি মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ — আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

[৬৬৪৮] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

[৬৬৪৮] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

[৬৬৪৯] ইয়াহুয়া ইবন মুসা (র) আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মদীনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদীনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ।

[৬৬৪৯] ইয়াহুয়া ইবন মুসা (র) আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মদীনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদীনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ।

২০০৪. ২.০.৪. بَابُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

৩০০৪. অনুচ্ছেদ : ইয়াজ্জ ও মা'জ্জ

[৬৬৫০] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرَعَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ

لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرْقٍ قَدْ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِأَصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْتُ-

৬৬৫০ আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র) যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দিগ্ন অবস্থায় এরূপ বলতে বলতে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আক্ষেপ আরবের জন্য মন্দ থেকে যা অতি নিকটবর্তী। বৃদ্ধাঙ্গুল ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল গোলাকৃতি করে তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ। যদি পাপাচার বেড়ে যায়।

৬৬৫১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقْدٌ وَهَيْبٌ تِسْعِينَ-

৬৬৫১ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরটি এ পরিমাণ উন্মোচিত হয়েছে। রাবী ওহায়ব নব্বই সংখ্যা নির্দেশক গোলাকৃতি তৈরি করে (দেখালেন)।

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

আহুকাম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ

আহকাম অধ্যায়

৩...৫ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

৩০০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪ : ৫৯)

৬৬৫২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي -

৬৬৫২ আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

৬৬৫৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

৬৬৫৩ ইসমাঈল (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে

২.০.৬. بَابُ الْأَمْرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ

৩০০৬. অনুচ্ছেদ : আমীর কুরাইশদের থেকে হবে

৬৬০৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرٍ بَنٍ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَقْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكَ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ فَأَيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ. تَابَعَهُ نَعِيمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ-

৬৬০৬ আবুল ইয়ামান (র) মুহাম্মদ ইবন জুবারর ইবন মুতঈম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুআবিয়া (রা)-র নিকট ছিলেন। তখন মুআবিয়া (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ হবেন। এ শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর তিনি বললেন, যা হোক! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণিত নেই। এরাই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা এ সকল মনগড়া কথা থেকে যা স্বয়ং বক্তাকেই পথভ্রষ্ট করে সতর্ক থাক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়ম থাকবে। যে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপতিত করবেন। নুআয়ম (র) মুহাম্মদ ইবন জুবারর (র) সূত্রে শুআয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৬০৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ-

৬৬০৬ আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (খিলাফতের) এই বিষয়টি সর্বদাই কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের থেকে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

২০.৭. بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ ، لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

৩০০৭. অনুচ্ছেদঃ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী (৫ : ৪৭)

৬৬০৬ حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

৬৬০৬ শিহাব ইবন আব্বাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরজন হল, যাকে আল্লাহ হিকমাত (সঠিক জ্ঞান) দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

২০.৮. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

৩০০৮. অনুচ্ছেদঃ ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা, যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়

৬৬০৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَيْبَةً-

৬৬০৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর।

৬৬০৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

৬৬০৮ সুলায়মান ইবন হারব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে কেউ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মরবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

৬৬৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

৬৬৫৯ মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।

৬৬৬. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ الْيَسْرُ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى ، قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَدَخَلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

৬৬৬০ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন : নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী ﷺ এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসম্মত কাজেই হয়ে থাকে।

২.০.৯ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

৩০০৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন

৬৬৬১ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْأَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرٍ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ-

৬৬৬১ হাজ্জাজ ইব্ন মিন্‌হাল (র) আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা! তুমি নেতৃত্বের সাওয়ালাল করো না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি সাওয়ালাল ছাড়া তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ের কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্যারা আদায় করে দিও এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।

৩.১০. بَابُ مَنْ سَأَلَ الْأَمَارَةَ وَكَلَّ إِلَيْهَا

৩০১০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়

৬৬৬২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْأَمَارَةَ فَإِنَّ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكْفَرٍ عَنْ يَمِينِكَ-

৬৬৬২ আবু মামার (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তা প্রদত্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্যারা আদায় করে দিও।

৩.১১. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْأَمَارَةِ

৩০১১. অনুচ্ছেদ : নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়

৬৬৬৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْأَمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ-

৬৬৬৩ আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা নিশ্চয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধাদানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুগ্ধদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুগ্ধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।

মুহাম্মদ ইবন বাশশার... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-র ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৬৬৬৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ أَنَا لَا نُوَلِّي هَذَا مِنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ-

৬৬৬৪ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন : যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ পোষণ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।

২. ১২. بَابُ مَنْ اسْتَرْعَى رَعِيَةً فَلَمْ يَنْصَحْ

৩০১২. অনুচ্ছেদ : জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা

৬৬৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ-

৬৬৬৫ আবু নু'আয়ম (র).... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ (র) মাকিল ইবন ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।

৬৬৬৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُوذُهُ فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ أُحَدِّثْكَ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشِرٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

৬৬৬৬ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাকিল ইব্ন ইয়াসারের কাছে তার শুশ্রুষায় আসলাম। এ সময় উবায়দুল্লাহ প্রবেশ করল। তখন মাকিল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

২.১২. بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقُّ اللَّهِ عَلَيْهِ

৩০১৩ অনুচ্ছেদ : যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন

৬৬৬৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقُ يُشَقِّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا، فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنَزَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلٍّ كَفَّهُ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُنْدَبُ قَالَ نَعَمْ جُنْدَبُ-

৬৬৬৭ ইসহাক ওয়াসেতী (র).... তারীফ আবু তামীমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাকফওয়ান (র), জুনদাব (রা) ও তাঁর সাথীদের কাছে ছিলাম। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন কথা শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যারা মানুষকে শোনাবার জন্য কোন কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার এ কথা শুনিবে দেবেন। আর যারা অন্যের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন। তাঁরা পুনরায় বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবে না, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে। (ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ফেরাবরী) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (রা) (ইমাম বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি- এ কথা কি জুনদাব বলেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুনদাবই।

৩.১৬. بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ ،
وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ

৩০১৪. অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাতওয়া দেওয়া। ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার (র) রাস্তায় বিচার কার্য করেছেন। শাবী (র) তাঁর ঘরের দরজায় বিচার কার্য করেছেন

৬৬৬৮ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا فَكَانَ الرَّجُلُ اسْتِكَارًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَثِيرٌ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ-

৬৬৬৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও নবী ﷺ উভয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙ্গিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? নবী ﷺ বললেন : তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হল। তারপর বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোযা, নামায, সাদাকা পুঁব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে।

৩.১৫. بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَابٌ

৩০১৫. অনুচ্ছেদঃ উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ-এর কোন দারোয়ান ছিল না

৬৬৬৯ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلَانَةً ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّبَهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ ، فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي ، فَقَالَتِ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خَلَوُ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّبَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدَمَةٍ-

৬৬৬৯ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... সাবিত বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে তাঁর পরিবারের একজন মহিলাকে এ মর্মে বলতে শুনেছি যে, তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? সে বলল, হ্যাঁ। আনাস (রা) বললেন, একবার নবী ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি

কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী ﷺ তাকে বললেন : আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। তখন সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, কেননা, তুমি আমার মুসীবত থেকে মুক্ত। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। এ সময় অপর লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারিনি। লোকটি বলল, ইনিই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ! তিনি বললেন, পরে সে (স্ত্রীলোকটি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় আসল। তবে দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী ﷺ বললেন : প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

২.১৪. بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونُ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

৩০১৪. অনুচ্ছেদ : বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন

[৬৬৭০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنَ الْأَمِيرِ -

[৬৬৭০] মুহাম্মদ ইবন খালিদ যুহলী (র.) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইবন সা'দ নবী ﷺ-এর সামনে এরাপ থাকতেন যেরূপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।

[৬৬৭১] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَاتَّبَعَهُ بِمُعَازٍ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَاتَاهُ مُعَازُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ مَا لِهَذَا ؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -

[৬৬৭১] মুসাদ্দাদ (র.) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে (গভর্নর করে) পাঠালেন এবং তার পশ্চাতে মু'আয (রা) ﷺ-কেও পাঠালেন। অন্য সনদে পরবর্তী অংশটুকু আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইয়হুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে মু'আয ইবন যাবাল (রা) এলেন। তখন সে লোকটি আবু মূসা (রা) -এর কাছে ছিল। তিনি মু'আয (র) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর ইহুদী হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, একে হত্যা না করে আমি বসব না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান (এটাই)।

৩.১৭. بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتَى وَهُوَ غَضَبَانُ

৩০১৭. অনুচ্ছেদ : রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফতী ফাতওয়া দিতে পারবেন কি

৬৬৭২ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمُ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ-

৬৬৭২ আদাম (র.) আবদুর রাহমান ইবন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবু বাকরা (রা) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থানরত ছিলেন যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।

৬৬৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُبَارَكٌ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْقَرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ-

৬৬৭৩ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়াযে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণার উদ্বেগকারী রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

৬৬৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ فَإِنَّ بَدَالَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ-

৬৬৭৪ মুহাম্মদ ইবন আবু ইয়াকুব কিরমানী (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর (রা) এ ঘটনা নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেন : সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে আটকিয়ে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি তার তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দেয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (রা) বলেন, যুহরী-ই মুহাম্মদ।

۳. ۱۸ بَابُ مَنْ رَأَى قَاضِيًا أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهْمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهَنْدٍ خَذَى مَا يَكْفِيكَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ-

৩০১৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদে ভয় তার না থাকে। যেমন নবী ﷺ হিন্দা বিন্ত উত্বাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামী আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে) এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা হবে তখন, যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ

৬৬৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بِنِ رُبَيْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيئٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجٍ مِنْ أَنْ أَطْعَمَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا ؟ قَالَ لَهَا لَا حَرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِيَهُمْ مِنْ مَعْرُوفٍ-

৬৬৭৫ আবুল ইয়ামান..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা বিন্ত উত্বা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! যমীনের বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার নিকট এরূপ হয়েছে যে, এমন কোন পরিবার যমীনের বুকে নেই, যে পরিবার আপনার পরিবারের চাইতে বেশি উত্তম ও সম্মানিত। তারপর হিন্দা (রা) বলল, আবু সুফিয়ান (রা) একজন ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমাদের সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবীজী ﷺ তখন বললেন : না, তোমার জন্য তাদেরকে খাওয়ানো কোন দোষের হবে না, যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়।

۳. ۱۹ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ

جَائِزُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَاً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ وَالْخَطَاُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنِّ كُسْرَتْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمُخْتَوَمَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرَوَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَآيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقَضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِئَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ أَنَّهُ زُورٌ ، قِيلَ لَهُ إِذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيْئَةِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِيِ الْبَصْرَةِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيْئَةَ أَنْ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاجَاؤُهُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا ، وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ-

৩০১৯. অনুচ্ছেদ : মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে। কোন কোন লোক বলেছেন, ‘হদ’ (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালককে চিঠি দেওয়া বৈধ। এরপর তিনি বলেছেন, হত্যা যদি ভুলবশত হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি বৈধ। কেননা, তাঁর মতে এটি মাল সংক্রান্ত বিষয়। অথচ এটি মাল সংক্রান্ত বিষয় বলে ঐ সময় প্রতীয়মান হবে, যখন হত্যা প্রমাণিত হবে। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা একই। উমর (রা) তাঁর কর্মকর্তার নিকট জারুদের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখেছিলেন। উমর ইব্ন আবদুল আজিজ (র) ভেঙ্গে যাওয়া দাঁতের ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। ইব্রাহীম (র) বলেন, লেখা ও মোহর যদি চিনতে পারেন, তাহলে বিচারপতির কাছে অন্য বিচারপতির চিঠি লেখা বৈধ। শাবী বিচারপতির পক্ষ থেকে মোহরকৃত চিঠি বৈধ মনে করতেন। ইব্ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। মুআবিয়া ইব্ন আবদুল কারীম সাকাফী বলেন, আমি বসরার বিচারপতি আবদুল মালিক ইব্ন ইয়াল্লা, ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া, হাসান, সুমামাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আনাস, বিলাল ইবন আবু বুরদা, আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, আসলামী, আমের ইব্ন

আবীদা ও আব্বাদ ইব্ন মানসুরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা সকলেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিচারপতিদের চিঠি বৈধ মনে করতেন। চিঠিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত সে যদি একে মিথ্যা বা জাল বলে দাবি করত, তাহলে তাকে বলা হত যাও, এ অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ কর। সর্বপ্রথম যারা বিচারপতির চিঠির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন তারা হলেন, ইব্ন আবু লায়লা এবং সাওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ

আবু নু'আয়ম (র) আমাদের বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুহরেষ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, “আমি বস্রার বিচারপতি মূসা ইব্ন আনাসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসলাম। সেখানে আমি তাঁর নিকট এ মর্মে প্রমাণ পেশ করলাম যে, অমুকের নিকট আমার এত এত পাওনা আছে, আর সে কৃফায় অবস্থানরত। এ চিঠি নিয়ে আমি কাসেম ইব্ন আবদুর রাহমানের কাছে আসলাম, তিনি তা কার্যকর করলেন। হাসান ও আবু কেলাবা অসিয়্যতনামায় কি লেখা আছে তা না জেনে তার সাক্ষী হওয়াকে মাকরুহ মনে করতেন। কেননা, সে জানে না, হয়ত এতে কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী ﷺ খায়বারবাসীদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন যে, হয়ত তোমরা তোমাদের সাথীর ‘দিয়ত’ (রক্তপণ) আদায় কর, না হয় যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ কর। পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পার তাহলে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা না হলে সাক্ষ্য দেবে না

৬৬৭৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِهِ وَنَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

৬৬৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা তা পাঠ করে না। তাই নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন। [আনাস (র) বলেন] আমি এখনও যেন এর ওজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ অংকিত ছিল।

২.২. بَابُ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَى ، وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ ، وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرَأَ : يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْلُونِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. وَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَرَأَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكَلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ، فَحَمِدَ سُلَيْمَانُ وَلَمْ يَلَمْ دَاوُدَ ، وَلَوْ لَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنْ الْقَضَاءَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَتْنِي عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاهِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسُ إِذَا أَخْطَا الْقَاضِي مِنْهُمْ خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْنَةٌ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَوْلًا عَنِ الْعِلْمِ

৩০২০. অনুচ্ছেদ : লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়। হাসান (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় না করেন। এরপর তিনি (এর প্রমাণ হিসাবে পড়লেন। ইরশাদ হলো : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিন্ধুত হয়ে আছে (৩৮ : ২৬)। তিনি আরো পাঠ করলেন, (মহান আল্লাহর বাণী) : আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাস্তানীরা এবং বিজ্ঞানীরা, কারণ তাদের করা হয়েছিল আল্লাহর কিতাবের রক্ষক.... আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (৫ : ৪৪) এবং আরো পাঠ করলেন (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; এতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেঘ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মিমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান..... (২১ : ৭৮ - ৭৯)

(আল্লাহ তা'আলা) সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদ (আ)-এর তিরস্কার করেননি। যদি আল্লাহ তা'আলা দু'জনের অবস্থাকেই উল্লেখ না করতেন, তাহলে মনে করা হত যে, বিচারকরা ধ্বংস হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর (সুলায়মানের) ইল্মের প্রশংসা করেছেন এবং (দাউদকে) তাঁর (ভুল) ইজ্জতিহাদের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুয়াহিম ইবন যুফার (র) বলেন উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আমাদের বলেছেন যে, পাঁচটি গুণ এমন যে, কাযীর মধ্যে যদি একটিরও অভাব থাকে তা হলে সেটা তার জন্য দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসন্ধিসু

২.২১ بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عَمَالَتِهِ وَآكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

৩০২১. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা। বিচারপতি শুরায়হ (র) বিচার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, (ইয়াতীমের) তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ খেতে পারবেন। আবু বকর (রা) ও উমর (রা) (রাষ্ট্রীয় ভাতা) ভোগ করেছেন

৬৬৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُمِّ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدِّثْ أَنَّكَ تَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَرُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَالْأَفْلَ تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسُكَ-

৬৬৭৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তাঁর কাছে আসলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন-আমাকে কি এ মর্মে অবগত করা হয়নি যে তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাক। অথচ যখন তোমাকে এর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করাকে অপছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, কি উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ কর। আমি বললাম, আমার বহু ঘোড়া ও গোলাম রয়েছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক মুসলমান জনসাধারণের জন্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হোক। উমর (রা) বললেন, এরূপ করো না। কেননা, আমিও তোমার মত এরূপ ইচ্ছা পোষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। এতে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে এ মালের প্রয়োজন যার বেশি তাকে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন : একে গ্রহণ করে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই মাল সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী

নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তাহলে তার পিছনে নিজেকে নিরত করো না। যুহরী আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, তিনি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন। এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। তখন নবী ﷺ বললেন : একে গ্রহণ কর এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই প্রকার মালের যা কিছু তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর। তবে যা এভাবে আসবে না তার পিছনে নিজেকে ধাবিত করো না।

৩.২২ بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مَنبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمَنبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى شُرَيْحُ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى ابْنُ يَعْفَرَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

৩০২২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন করে। উমর (রা) নবী ﷺ-এর মিম্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন। মারওয়ান যারিদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উপর নবী ﷺ-এর মিম্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন। গুরায়হ, শাবী, ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন। হাসান ও যুরারাহ ইব্ন আওফা (র) মসজিদের বাইরের চত্বরে বিচার করতেন

٦٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ فُرْقَ بَيْنَهُمَا

৬৬৭৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর।

٦٦٧٩ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَلَاعَنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

৬৬৭৯ ইয়াহুইয়া (র).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বনু সাঈদার ভ্রাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায়? যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

১. স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে শরীয়তসম্মত বিধান মূতাবিক উভয়কে যে কসম করানো হয় তাকে 'লি'আন' বলে।

৩.২৩. **بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا آتَى عَلَى حَدِّ أَمْرٍ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَامَ ، وَقَالَ عُمَرُ أَخْرَجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ**

৩০২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন ‘হদ’ কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে মসজিদ থেকে বের করে হদ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। উমর (রা) বলেন, তোমরা দু’জন একে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আলী (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬৬৮০. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ آتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ أَيْكَ جُنُونَ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجْمِ-**

৬৬৮০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী ﷺ-কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যিনা করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন : তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইবন শিহাব বলেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানাযা পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইউনুস, মা‘মার ও ইবন জুরায়জ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রজম সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩.২৪. **بَابُ مَوْعِظَةِ الْأِمَامِ لِلْخُصُومِ**

৩০২৪. অনুচ্ছেদ : বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া

৬৬৮১. **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ-**

৬৬৮১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমিও মানুষ ছাড়া কিছু নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়ত তোমাদের

কেউ অন্যের তুলনার প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অধিক স্পষ্টবাদী। আর আমি তো যেরূপ শুনি সে ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারোর জন্য তার অপর কোন ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করলাম তা তো এক টুকরা আঙুন মাত্র।

২.২৫ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ أَنْتَ الْأَمِيرُ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرَمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدِّ زِنَا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي ، وَأَقْرَأَ مَا عَزَّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا بِالزَّنَا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا أَقْرَأَ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجْمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا

৩০২৫. অনুচ্ছেদ : বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে। বিচারক গুরায়হকে এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি শাসকের কাছে যাও, সেখানে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। ইকরামা (র) বলেন যে, উমর (রা) আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে বললেন, যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি নিজে কোন ব্যক্তিকে হদের কাজ যিনা বা চুরিতে লিপ্ত দেখ (তাহলে তুমি কি করবে?) উত্তরে তিনি বললেন (আপনি শাসক হওয়া সত্ত্বেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্যের মতই। তিনি [উমর (রা)] বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। উমর (রা) বলেন, যদি মানুষ এরূপ বলবে বলে আশংকা না হত যে, উমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে আমি নিজ হাতে রজমের আয়াত লিখে দিতাম। মায়েয নবী ﷺ -এর কাছে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন; তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী ﷺ উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। হাম্মাদ (র) বলেন, বিচারকের নিকট কেউ একবার স্বীকার করলে তাকে রজম করা হবে। আর হাকাম (র) বলেন, চারবার স্বীকার করতে হবে

৬৬৮২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ ، فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَأَ لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا تُعْطِهِ أُصَيِّغُ مِنْ

قَرِيشٍ وَتَدْعُ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَادَاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَأْتَلْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَادَاهُ إِلَى وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهْدَ بَذْلِكَ فِي وَلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ خَصْمٌ آخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيَحْضُرُهُمَا أَقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَأَاهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنَّمَا يَرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتَهْمَةٍ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةٌ—

৬৬৮২ কুতায়বা (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শত্রুপক্ষের কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে যার সাক্ষী আছে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে। (রাবী বলেন) আমি আমা কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাক্ষী তালাশ করতে দাঁড়িলাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না, সুতরাং আমি বসে গেলাম। তারপর আমার খেয়াল হল। আমি তার হত্যার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে তার হাতিয়ার আমার কাছে রয়েছে। অতএব আপনি তাকে আমার পক্ষ হয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আবু বকর (রা) বললেন, কখনো না। আপনি এই পাণ্ডু কুরাইশকে কখনো দিবেন না। আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষে যে আল্লাহর সিংহ (পুরুষ) যুদ্ধ করছে, তাকে আপনি বঞ্চিত করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং তা (হাতিয়ার ইত্যাদি) আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি মূলধন হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলাম। আবদুল্লাহ (র) লাইছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে ﷺ (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বিষয়টি অনুধাবন করলেন) এর স্থলে ﷺ (নবী ﷺ) দাঁড়িয়ে গেলেন) বর্ণনা করেছেন। হিজায়ের আলেমরা বলেন, শাসক তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবে না, চাহে তা দায়িত্বকালে প্রত্যক্ষ করে থাকুক, কিংবা তার পূর্বেই। তাদের কারো কারো মতে যদি বাদী বিবাদীর কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের হক সম্পর্কে বিচার চলাকালে তার সম্মুখেও স্বীকার করে তবুও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাক্ষী ডেকে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সময় তাদের উপস্থিত না রাখবেন। কোন কোন ইরাকী আলেম বলেন, বিচার চলাকালে যা কিছু শুনবে বা দেখবে সে ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য স্থানে যা কিছু শুনবে বা দেখবে দু'জন সাক্ষী ছাড়া ফায়সালা করতে পারবে না। তাদের অন্যান্য বলেন বরং

সে ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবে। কেননা সে তো বিশ্বস্ত। আর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তো প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা। সুতরাং তার জানা (সাক্ষীর) সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের অন্য কেউ বলেন যে, মাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারক তার নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য ব্যাপারে নয়। কাসেম (র) বলেন যে, অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া শাসকের নিজের জ্ঞানানুসারে ফায়সালা করা উচিত নয়, যদিও তার জানা অন্যের সাক্ষীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তবুও। এতে মুসলিম জনসাধারণের কাছে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদেরকে (মিথ্যা) সন্দেহে ফেলা হয়। কেননা নবী ﷺ সন্দেহ করাকে পছন্দ করতেন না। এজন্যই তিনি পথচারীকে ডেকে বলে দিয়েছেন : এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়া।

৬৬৮৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتْ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ، رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مَسْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَاسْحَقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৮৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র).... আলী ইবন হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাথে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসারী ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন : এ হচ্ছে সাফিয়া। তাঁরা (অবাক হয়ে) বলল, সুবহানাল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি?) তিনি বললেন : শয়তান বনী আদমের ধমনীতে বিচরণ করে থাকে। শুআযব সাফিয়া (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২.২৬ بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصِيَا

৩০২৬. অনুচ্ছেদ : দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে

৬৬৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِيرًا وَلَا تُعْسِرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبَيْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পিতা ও মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ আচরণ করো,

কঠোরতা প্রদর্শন করো না, তাদের সুসংবাদ শোনাও, ভীতি প্রদর্শন করো না এবং একে অপরকে মেনে চলো। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে বললেন, আমাদের দেশে 'বিত্' নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয় (যা মধুর সিরকা থেকে তৈরি)। উত্তরে তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নাযর, আবু দাউদ, ইয়াযিদ ইবন হারুন, ওকী (র)..... সাঈদ-এর দাদা আবু মূসা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২.২৭. بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ : وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

৩০২৭. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকের দাওয়াত কবুল করা। উসমান (রা) মুগীরা ইবন শুবা (রা)-র গোলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন

৬৬৮৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَكُؤُوا الْعَانِيَّ ، وَاجِيبُوا الدَّاعِيَ -

৬৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বন্দীদের মুক্ত কর, আর দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল কর।

২.২৮. بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৩০২৮. অনুচ্ছেদ : কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

৬৬৮৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ ، قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمَنْبَرُ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَتُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي أَبْطِيهِ إِلَّا هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا وَقَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذْنَايَ ، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَيَّ ، وَسَلُّوْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِيَ وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أَذْنِي خَوَارٌ صَوْتُ وَالْجَوَارُ مِنْ جَرَّءٍ وَنَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ -

৬৬৮৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বনী আসাদ গোত্রের ইবন লুতাবিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন।

সে যখন ফিরে আসল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। এ কথা শোনার পর নবী ﷺ মিসরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিসরের উপর আরোহণ করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : কর্মকর্তার কি হল! আমি তাকে প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিৎকার করবে, যদি গাভী হয় তাহলে তা হাঙ্গা হাঙ্গা করবে, অথবা যদি বকরী হয় তাহলে তা ভ্যা ভ্যা করবে। তারপর তিনি উভয় হাত উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর উভয় বগলের গুত্র ওজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, শোন! আমি কি আল্লাহর হুকুম পৌঁছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে যুহরী এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম তার পিতার সূত্রে আবু হুমায়দ থেকে বর্ণনা করতে আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি (আবু হুমায়দ) বলেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে এবং দু'চোখ তা দেখেছে। যায়িদ ইবন সাবিতকে জিজ্ঞাসা কর, সেও আমার সাথে শুনেছিল। আমি বললাম, “উভয় কান শুনেছে এবং দু'চোখ তাকে দেখেছে।” যুহরী এ কথা বলেননি। [বুখারী (র) বলেন] خوار বলা হয় শব্দকে। আর جوار থেকে يحرءون গরুর আওয়াজের মত চিৎকার করা।

৩.২৭. بَابُ اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

৩০২৯. অনুচ্ছেদ : আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা

৬৬৮৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَلَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ يَوْمَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ—

৬৬৮৭ উসমান ইবন সালিহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) মসজিদে কুবাতে প্রথম সারির মুহাজেরীন ও নবী ﷺ এর সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে আবু বকর, উমর, আবু সালামা, যায়িদ ও আমির ইবন রাবীআ (রা) ছিলেন।

৩.২৮. بَابُ الْعُرْفَاءِ لِلنَّاسِ

৩০৩০. অনুচ্ছেদ : লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা

৬৬৮৮ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا

عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخَبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا -

৬৬৮৮ ইসমাঈল ইবন আবু ওয়ায়স (র) উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইবন হাকাম ও মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযেনের বন্দীদেরকে আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা যখন সর্বসম্মতিতে এসে অনুমতি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছ, আর কে দাওনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতএব তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের মতামত নিয়ে আমার কাছে আসবে। লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, লোকেরা খুশী মনে অনুমতি দিয়েছে।

৩.২১. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرُ ذَلِكَ

৩০৩১. অনুচ্ছেদ : শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়

৬৬৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَسُ بْنُ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا -

৬৬৮৯ আবু নুআয়ম (র) মুহাম্মদ ইবন যায়িদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইবন উমর (রা)-কে বলল, আমাদের শাসকের নিকট গিয়ে তার এমন কিছু গুণগান করি, যা তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর করি তার চেয়ে ভিন্নতর। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমরা এটাকেই নিফাক মনে করতাম।

৬৬৯০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ وَهَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ -

৬৬৯০ কুতায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। দ্বীমুখী লোকেরা সবচাইতে নিকৃষ্ট, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আবার ওদের কাছে আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

৩.২২. بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

৩০৩২. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার

৬৬৯১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَاحْتَاجُ أَنْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ -

৬৬৯১ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা (রা) নবী ﷺ-কে বলল, আবু সুফিয়ান (রা) বড়ই কৃপণ ব্যক্তি। অতএব (তার অগোচরে) তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার ও সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই পরিমাণ নিতে পার।

৩.২২ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنْ قَضَاءٌ لِلْحَاكِمِ لَا يَحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

৩০৩৩. অনুচ্ছেদ : যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না

৬৬৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبْ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا -

৬৬৯২ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর হজরার দরজায় বাদানুবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীরা আসে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বাকপটু থাকে। আমি তার কথায় হয়ত তাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব আমি তার পক্ষে ফায়সালা করি। কিন্তু আমি যদি অপর কোন মুসলমানের হক কারো জন্য ফায়সালা করি, তাহলে সেটা এক খণ্ড আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা তা বর্জন করুক।

৬৬৯৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ

فَقَالَ إِنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ-

৬৬৯৩ ইসমাইল (র) নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্বা ইবন আবু ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাসকে এ মর্মে ওসিয়ত করেন যে, যামআ-এর বাঁদীর গর্ভজাত সন্তানটি আমার ঔরস থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব তাকে তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসো। মক্কা বিজয়ের বছর সাদ (রা) তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন এবং বললেন, আমার ভাই এ ছেলের ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইবন যামআ দাঁড়িয়ে বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। তারপর তারা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। সাদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই এ সম্পর্কে আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আবদ ইবন যামআ বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ঔরসেই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদ ইবন যামআ! এ তোমারই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্বার সাথে এ ছেলেটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার কারণে, সাওদা বিনত যামআ (রা)-কে বললেন : এর থেকে পর্দা করে চলো। সে জন্য মৃত্যুর পূর্বে সে ছেলে সাওদাকে কোন দিন দেখতে পায়নি।

৩.২৪. بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبَيْتْرِ وَنَحْوِهِ

৩০৩৪. অনুচ্ছেদ : কুয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার

৬৬৯৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَانْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِي نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بَيْتْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَكِ بَيْئَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ اإِذْنُ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِيْمَانِهِمُ الْآيَةَ-

৬৬৯৪ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন : “যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। (৩ : ৭৭) যখন আবদুল্লাহ (রা) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন আশআছ ইব্ন কায়স (রা) এলেন এবং বললেন যে এই আয়াতই আমি ও অপর একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি কুয়ার বিষয়ে যার সাথে আমি বিবাদ করেছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে সে কসম করুক। আমি বললাম, সে কসম খাবেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে (৩ : ৭৭)।

৩.৩৫ **بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَلِيلِ الْمَالِ كَثِيرِهِ سَوَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ**

৩০৩৫. অনুচ্ছেদ : মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই। ইব্ন উয়ায়না ইব্ন শুবরুমা-এর সূত্রে বলেন যে, অল্প সম্পদ ও অধিক সম্পদের বিচারের বিধান একই

৬৬৯৫ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ جَلَبَةً خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخِصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدْعُهَا-**

৬৬৯৫ আবুল ইয়ামন (র)..... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দরজার পাশে ঝগড়ার শোরগোল শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : আমি তো একজন মানুষ। বিবাদমান ব্যক্তির ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসে। হয়ত তাদের কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু। আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। সুতরাং আমি যদি কাউকে অন্য মুসলমানের হকের সাথে ফায়সালা করে দেই তাহলে তা (তার জন্য) একখণ্ড আগুন ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।

৩.৩৬ **بَابُ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَعِيمِ بْنِ النُّحَامِ-**

৩০৩৬. অনুচ্ছেদঃ ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুআয়ম ইব্ন নাহ্‌হামের পক্ষে বিক্রি করেছেন।

৬৬৯৬ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ اعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ-

৬৬৯৬ ইবন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, তাঁর সাহাবীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এ ছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নবী ﷺ সে গোলামটিকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

২.২৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ لِبَطْنٍ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَمْرَاءِ

৩০৩৭. অনুচ্ছেদ : না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়

৬৬৯৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَآمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ إِنْ تَطَعْنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَآيَمُ اللَّهُ إِنْ كَانَ خَلِيفًا لِلْأَمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ، وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَيَّ بَعْدَهُ-

৬৬৯৭ মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন : তোমরা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা কর, তোমরা ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্র কসম! সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তারপরে এ হল আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়।

২.২৮. بَابُ الْأَلَدِ الْخِصْمِ وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخِصْمَةِ لَدَا عَوْجًا

৩০৩৮. অনুচ্ছেদ : অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

৬৬৯৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخِصْمُ-

৬৬৯৮ মুসাদ্দাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ্র কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

৩.৩৭. بَابُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرِ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

৩০৩৯. অনুচ্ছেদ : বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্মের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

[৬৬৭৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدًا وَحَدَّثَنِي نَعِيمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يَحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ وَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ-

[৬৬৯৯] মাহমুদ ও নুআয়ম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালাদকে জাযীমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা উত্তমরূপে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” কথাটি বলতে পারল না। বরং বলল, ‘সাবানা’ ‘সাবানা’ (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি)। এরপর খালিদ তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দী হাওয়ালা করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এরপর এ ঘটনা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ! খালিদ ইবন ওয়ালাদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার অব্যাহতি কামনা করছি। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন।

৩.৪. بَابُ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

৩০৪০. অনুচ্ছেদ : ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া

[৬৭০০] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالُ بَيْنِ بَنِي عَمْرِو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَنْ حَضَرْتُ الصَّلَاةَ وَلَمْ أَتَكَ فَمَرَّ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرْتُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسُ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمَسِّكُ عَلَيْهِ التَّفَتَّ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَمْضِيهِ وَأَوْمًا بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنِيَّةً يَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَاتُ إِلَيْكَ لَا تَكُونُ مَضِيَّتَ ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالَ وَالتَّصَفَّحِ النِّسَاءُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْحَرْفُ غَيْرَ حَمًّا دِيًّا بِلَالٍ فَقَالَ أَبَا بَكْرٍ رَأَيْتُمْ

[৬৭০০] আবু নুমান (র)সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্র (আত্মঘাতী) সংঘর্ষ ছিল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর তাদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য আসলেন। (আসার সময়) তিনি বিলালকে বললেন : যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আমি এসে না পৌছি, তাহলে আবু বকরকে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। যখন আসরের সময় হল, বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর ইকামত দিয়ে আবু বকরকে নামায আদায় করতে বললেন। আবু বকর (রা) সামনে গেলেন। আবু বকর (রা)-এর নামাযরত অবস্থায়ই নবী ﷺ এলেন এবং মানুষকে ফাঁক করে আবু বকরের পিছনে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ আবু বকরের সংলগ্ন কাতার পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। রাবী বলেন, লোকেরা হাততালি দিল। তিনি আরও বলেন যে, আবু বকর (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক-সেদিক তাকাতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে তাঁর পিছনে দেখতে পেলেন। নবী ﷺ হাতের ইশারায় তাকে নামায পূর্ণ করতে বললেন এবং যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকতে বললেন। আবু বকর (রা) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নবী ﷺ-এর নির্দেশের উপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ এ অবস্থা দেখে সামনে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হল, তখন তিনি আবু বকরকে বললেন : আমি যখন তোমাকে ইশারা করলাম, তখন তোমায় কি জিনিস বাধা দিল যে, তুমি নামায পূর্ণ করলে না। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর ইমামত করার দুঃসাহস ইবন আবু কুহাফার কখনই নেই। এরপর তিনি লোকদের বললেন : নামাযে তোমাদের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর নারীরা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায দেবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, يَا بِلَالُ مَرَّأَبَا بَكْرٍ বাক্যটি হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী বলেনি।

৩.৬১. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

৩০৪১. অনুচ্ছেদ : লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়

[৬৭.১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ

وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلَ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَا جُعْنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ وَاجْمَعُهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلٍ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحِثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى فَتَتَّبِعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسْبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةٍ فَالْحَقَّقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخَافُ يَعْنِي الْخَرْفَ-

৬৭০১ আবু সাবিত মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবু বকর (রা) আমার নিকট লোক পাঠালেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের কারণে তখন তাঁর কাছে উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু সংখ্যক হাফিয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক স্থানে যদি কুরআনের হাফিযগণ এরূপ ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি বললাম, কি করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা ভাল কাজ। উমর (রা) আমাকে এ ব্যাপারে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। যে বিষয়ে তিনি উমর (রা)-এর অন্তরেও প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং আমিও এ বিষয়ে একমত পোষণ করলাম যা উমর (রা) মত পোষণ করেছিলেন। যায়িদ (রা) বলেন যে, এরপর আবু বকর (রা) বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং কুরআনকে তুমি অনুসন্ধান কর এবং

তা একত্রিত কর। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! কুরআন সংগ্রহ করে একত্রিত করার আদেশ না দিয়ে যদি আমাকে একটি পাহাড়কে সরিয়ে নেওয়ার গুরুভার অর্পণ করতো, তাও আমার জন্য ভারী মনে হত না। আমি বললাম, কি করে আপনারা এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি ভাল কাজ। আমার পক্ষ থেকে এ কথা বারবার উত্থাপিত হতে থাকল। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন, যে বিষয়ে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর অন্তরে প্রশান্তি দান করেছিলেন। এবং তাঁরা যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, স্বেত পাথর ও মানুষের অন্তঃকরণ থেকে আমি কুরআনকে একত্রিত করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ এসেছেন (৯ : ১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অংশটুকু খুয়ায়মা কিংবা আবু খুয়ায়মার কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সাথে সংযোজন করলাম। কুরআনের এই সংকলিত সহীফাগুলো আবু বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে ছিল। মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত **الْخَفْ** অর্থ হল চাঁড়া।

২.৫২. **بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَالِهِ ، وَالْقَاضِي إِلَى أَمْنَائِهِ-**

৩০৪২. অনুচ্ছেদ : শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি

৬৭.২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجَالٌ مِنْ كُتُبَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَخْبِرَ مُحِيصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحِيصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحِيصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبِكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُوْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكُتِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيْصَةَ وَمُحِيصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا ، قَالَ أَفْتَحَلْفُ لَكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلْتَ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةً-

[৬৭০২] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র) সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর গোত্রের কতিপয় বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়াসা জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ নিহত হয়েছে এবং তার লাশ একটি গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি ইহুদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তার গোত্রের নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তার বড় ভাই হুওয়াইয়াসা এবং আবদুর রহমান ইব্ন সাহল আসলেন। মুহাইয়াসা যিনি খায়বারে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এ ঘটনা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণকে। তখন হুওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বললেন, মুহাইয়াসা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয়ত তারা তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাদের পক্ষ থেকে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হতে পারবে। তারা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলিম নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট রক্তপণ হিসাবে আদায় করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত উটগুলোকে ঘরে প্রবেশ করানো হল। সাহল বলেন, একটি উট আমাকে লাথি মেরেছিল।

৩.৬২. بَابُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَاحِدًا لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?

[৬৭.২] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قُضِيَ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا-

[৬৭০৩] আদাম (র) আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে বিচার করুন।

তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। তারপর বেদুঈন বলল যে, আমার ছেলে এই লোকটির এখানে মজুর হিসাবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যার দণ্ড) করা হবে। আমি একশ' বকরী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ' বেদ্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এ শুনে) নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ' বেদ্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

২.৪৪ **بَابُ تَرْجِمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمانُ وَاحِدٌ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتُبَهُ وَأَقْرَأَتْهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ، فَقُلْتُ تَخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ-**

৩০৪৪. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা? খারিজা ইবন যায়িদ ইবন সাবিত (র)..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যার ফলে আমি নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁর চিঠিপত্র লিখতাম এবং তারা কোন চিঠিপত্র তাঁর কাছে লিখলে তা তাকে পাঠ করে শোনাতাম। উমর (রা) বললেন, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ও উসমান (রা)। এই স্ত্রীলোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইবন হাতিব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি তার এক সঙ্গী সম্পর্কে আপনার নিকট অভিযোগ করছে যে, সে তার সাথে অপকর্ম করেছে। আবু জামরা বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক প্রশাসকের জন্য দু'জন করে দোভাষী থাকা অত্যাবশ্যকীয়

৬৭.৪ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِيَتَرْجِمَانِي قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِبُوهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِيَتَرْجِمَانِي قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ-**

[৬৭০৪] আবুল ইয়ামান (র) আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের কাফেলা নিয়ে অবস্থানকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর সম্রাট তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল যে, আমি এ লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, একে বলে দাও যে, সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) শীঘ্রই আমার পদতলের ভূমিরও মালিক হবেন।

৩.৬০. بَابُ مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَاةَ

৩০৪৫. অনুচ্ছেদ : শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া

[৬৭০৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ التَّبِيَةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَّا جَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا فَلَا عَرَفْنَ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقْرَةٍ لَهَا خُورٌ، أَوْ شَاةٍ تَيَعَّرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِينِهِ إِلَّا هَلْ بَلَغْتُ-

[৬৭০৫] মুহাম্মদ (র) আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইব্ন লুতাবিয়াকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জবাবদিহি করলেন, তখন সে বলল, এই অংশ আপনাদের আর এগুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর তিনি বললেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তন্মধ্যে হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এই অংশ হাদিয়া যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া

তার কাছে আসে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিৎকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বকরী নিয়ে আসবে, যে বকরী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় উপরের দিকে এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি।

২.৬৬. بَابُ بَطَانَةِ الْأِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخْلَاءُ

৩০৪৬ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা। بَطَانَةُ শব্দটি دخول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ যিনি একান্তে বসে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন এবং তিনিও গোপন কথা তাকে বলেন ও বিশ্বাস করেন)

৬৭.৬ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ بِأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا، وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ شُعَيْبُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৬৭০৬ আসবাগ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং যাকেই খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে (একান্ত) গুপ্তচর থাকে। একজন গুপ্তচর তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাকে তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর একজন গুপ্তচর তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয় এবং তৎপ্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং মাসুম ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন। সুলায়মান ইবন শিহাব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইবন আবু আতীক ও মূসার সূত্রে ইবন শিহাব থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া শুআয়ব (র)-ও আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আওয়ায়ী ও মুআবিয়া ইবন সাল্লাম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবন আবু হুসাইন ও সাঈদ ইবন যিয়াদ (র)-ও আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবন আবু জাফর (র) আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

২.৬৭ بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسُ

৩০৪৭ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন

৬৭.৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنَشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَإِنْ لَانْزَاعِ الْأَمْرِ أَهْلَهُ ، وَإِنْ نَقُومُ أَوْ نَقُولُ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً-

৬৭০৭ ইসমাইল (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দার ভয় করব না।

৬৭.৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ حُفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ ، فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاجَابُوا : نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا-

৬৭০৮ আমর ইবন আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আমরণ জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে।

৬৭.৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ-

৬৭০৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন : যা তোমার সাধ্যের মধ্যে।

৬৭১০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اَنِّي اَقْرُءُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَنَّ بَنِي قَدْ اَقْرَؤُا بِمِثْلِ ذَلِكَ-

৬৭১০ মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন আবদুল মালিকের খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছল, তখন আমি ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পত্র লিখলেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আদর্শ অনুসারে আল্লাহর বান্দা, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা যথাসাধ্য শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি। আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

৬৭১১ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

৬৭১১ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে।

৬৭১২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اَنِّي اَقْرُءُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَاَنَّ بَنِي قَدْ اَقْرَؤُا بِذَلِكَ-

৬৭১২ আমার ইব্ন আলী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা আবদুল মালিকের কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তার কাছে চিঠি লিখলেন। আল্লাহর বান্দা, আবদুল মালিক, আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি, আমি আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পন্থায় তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

৬৭১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ-

৬৭১৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ইয়াযীদ ইব্ন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কোন্ বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

৬৭১৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا ، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنْفَسَكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا وَلُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ . قَالَ الْمِسُورُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أُرَاكَ نَائِمًا ، فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ بِكَثِيرٍ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَدِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أَوْلِيكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمُنْبَرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ عَلِيُّ عَلِيٍّ قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، فَقَالَ أَبَايُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخُلَيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ-

৬৭১৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন ব্যক্তি নই যে এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করব। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের উপর অর্পণ করলেন, যখন তাঁরা এ বিষয়টি আবদুর রহমানের

উপর অর্পণ করলেন, তখন সকল লোক আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজন লোককেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সাথে পরামর্শ করতে থাকল। অবশেষে সেই রাত আসল, যে রাতের শেষে আমরা উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। মিসওয়ার (রা) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খটখটালেন। ফলে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে দেখছি ঘুমাচ্ছ। আল্লাহর কসম! আমি এ তিন রাতের মাঝে খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়ের ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনি। তিনি তাঁদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত চুপিচুপি পরামর্শ করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন। আর আবদুর রহমান (রা) আলী (রা) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সাথে চুপিচুপি আলাপ করলেন। ফজরের সময় মুআযযিন তাদের উভয়কে পৃথক করল অর্থাৎ আযান পর্যন্ত আলাপ করলেন, লোকদেরকে যখন ফজরের নামায পড়িয়ে দেয়া হলো এবং সেই দলটি মিসরের কাছে একত্রিত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং প্রত্যেক সেনা প্রধানকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সাথে গত হজ্জ অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে সমবেত হল, তখন আবদুর রহমান (রা) ভাষণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, হে আলী! আমি জনমত পরীক্ষা করেছি, তারা উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। সুতরাং তুমি তোমার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করো না। তখন তিনি [আলী ও উসমান (রা)-কে সম্বোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত পন্থায় ও তাঁর পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শানুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছি। তারপর আবদুর রহমান (রা) তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলমান তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

২.৪৮. بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

৩০৪৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দু'বার বায়'আত গ্রহণ করে

৬৭১৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تَبَايَعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

৬৭১৫ আবু আসিম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়'আত (বায়'আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন : হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো প্রথমবার বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন : দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

৩.৪৭. بَابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ

৩০৪৯. অনুচ্ছেদ : বেদুঈনদের বায়'আত গ্রহণ

৬৭১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكَ، فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ كَالْكَيْرِ تَنْفَى خَبَثُهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا-

৬৭১৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। তারপর সে জুরে আক্রান্ত হল। তখন সে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তাঁর কাছে আসল। তিনি পুনরায় অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তার কাছে এসে বলল, আমার বায়'আত ফেরত নিন। তিনি আবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা (কামাবের) হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

৩.৫০. بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

৩০৫০. অনুচ্ছেদ : বালকদের বায়'আত গ্রহণ

৬৭১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضْحِي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ-

৬৭১৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার মা যয়নাব বিনত হুমায়দ (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একে বায়'আত করুন। তখন নবী ﷺ বললেন : সে তো ছোট এবং তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এই আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (রা) তার পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতেন।

৩.৫১. بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

৩০৫১. অনুচ্ছেদ : কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অতঃপর তা প্রত্যাহার করা

৬৭১৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ

وَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْأَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلَنِي
بِيعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بِبَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي
بِيعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَيْرِ تَنْفَى
خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا

৬৮১৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায়ে সে জুরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন বেদুঈন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা হল কামারের হাঁপরের ন্যায়, যে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

৩.৫২ بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا

৩০৫২. অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা

৬৮১৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ،
رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ
إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يَرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلٌ يَبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ
الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا-

৬৭১৯ আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (এক) সে ব্যক্তি, যে রাস্তার পার্শ্বে অতিরিক্ত পানির অধিকারী কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে লোক যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ) যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিন) সে ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে যেয়ে এরূপ কসম খায় যে, আল্লাহর শপথ! এটা এত টাকা দাম হয়েছে। ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। অথচ সে দ্রব্যের এত দাম দেওয়া হয়নি।

৩.৫৩ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

৩০৫৩. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ। এ বিষয়টি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে

৬৭২০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ ثُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ۔

৬৭২০ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে এরূপ মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমাদেরই গড়া আর শরীয়ত সম্মত কাজে আমার নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে। আর যারা এর কোন একটি করবে এবং দুনিয়ায় এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তাহলে এটা তার কাফ্ফারা (পাপ মোচন) হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিবেন। এরপর আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

৬৭২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَا تَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا۔

৬৭২১ মাহমুদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না”— এই আয়াত পাঠ করে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে বায়'আত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বৈধ অধিকার প্রাপ্ত মহিলা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত অন্য কোন স্ত্রী লোকের হাত স্পর্শ করেনি।

৬৭২২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّبَاحَةِ فَقَبِضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ فَلَأَنَّهُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا۔

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَّتْ امْرَأَةً إِلَّا أُمَّ سُلَيْمٍ وَأُمَّ الْعَلَاءِ وَأَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةً مُعَاذٍ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذٍ-

৬৭২২ মুসাদ্দাদ (র) উম্মে আভিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার সামনে পাঠ করলেন : স্ত্রীলোকেরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে। এবং তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক তার হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল, অমুক স্ত্রীলোক একবার আমার সাথে বিলাপে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আমি তার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন না। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং পরে এসে বায়'আত গ্রহণ করল। তবে তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম, উম্মুল আলা, আর মুআয (রা)-এর স্ত্রী আবু সাবরা-এর কন্যা, কিংবা বলেছিলেন, আবু সাবরা-এর কন্যা ও মুআয-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

৩.০৬ بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ الْآيَةَ

৩০৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে (৪৮ : ১০)

৬৭২৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَايَعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلَنِي فَأَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكَيْرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَتَنْصَعُ طَبِيبَهَا-

৬৭২৩ আবু নুআয়ম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমার বায়'আত নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের উপর তার বায়'আত নিলেন। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

৩.০৬ بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ

৩০৫৫. অনুচ্ছেদ : খলীফা বানানো

৬৭২৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأَسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ لَوْ

كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَدْعُوكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاشْكَلْتَاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا ظَنُّكَ تَحِبُّ
مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرَّسًا بِبَعْضِ أَرْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ
أَنَا وَأَرَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ
الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بِي اللَّهِ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ
وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ-

৬৭২৪ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) একদিন বললেন, হায়! আমার মাথা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমার জীবদ্দশায় যদি তা ঘটে, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। আয়েশা (রা) বললেন, হায় সর্বনাশ! আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি হয়, তাহলে আপনি সেদিনের শেষে অপর কোন স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমি বলছি আক্ষেপ আমার মাথা ব্যথা। অথচ আমি সংকল্প করেছি কিংবা রাবী বলেছেন, ইচ্ছা করেছি যে, আবু বকর ও তাঁর পুত্রের কাছে লোক পাঠাব এবং (তাঁর খিলাফতের) অসিয়্যাত করে যাব, যাতে এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে না পারে। কিংবা কোন প্রত্যাশী এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রত্যাশা করতে না পারে। (কিন্তু ভেবে চিন্তে) পরে বললাম (আবু বকরের পরিবর্তে অন্য কারো খলীফা হওয়ার বিষয়টি) আল্লাহ তা অস্বীকার করবেন এবং মু'মিনরাও তা প্রত্যাখ্যান করবে। কিংবা বলেছিলেন, আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মু'মিনরা তা অস্বীকার করবে।

৬৭২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّبَعُوا
عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَى لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا
وَلَا مَيِّتًا-

৬৭২৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেনঃ যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

৬৭২৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعْيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدْبُرْنَا يَرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرُهُمْ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَثَانِي اثْنَيْنِ وَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ فَقَوْمُوا فَبَايَعُوهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعِدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَةً—

৬৭২৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন- যা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিকালের পরদিন মিসরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণ শুরু করলেন, তখন আবু বকর (রা) কোন কথা না বলে চুপ রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইত্তিকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ ﷺ যদিও ইত্তিকাল করেছেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে (এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী সাঈদা গোত্রের ছায়ানীড়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বায়'আত হয়েছিল মিসরের উপর। যুহরী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু বকর (রা)-কে বলছেন, মিসরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলতে বলতে অবশেষে আবু বকর (রা) মিসরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করল।

৬৭২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ ، كَأَنِّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ ، قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ—

৬৭২৭ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) যুযায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে আসল এবং কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ

তাকে পুনরায় আসার নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পুনরায় এসে যদি আপনাকে না পাই? স্ত্রীলোকটি এ বলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) ইত্তিকালের কথা বোঝাতে চাইছিল। তিনি বললেন : যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে আসবে।

৬৭২৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَوْ قَدْ بُرَاخَةُ تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرَى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْزِرُونَكُمْ بِهِ-

৬৭২৮ মুসাদ্দাদ (র) আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বুখাখা প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ ﷻ এর খলীফা ও মুহাজিরীদের এমন একটা পথ দেখিয়ে দেন যাতে তারা তোমাদের ওয়র গ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা উটের লেজের পিছনেই লেগে থাকবে (অর্থাৎ যাযাবর জীবন যাপন করবে)।

৩.৫৬ بَابُ

৩০৫৬. অনুচ্ছেদ

৬৭২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ-

৬৭২৯ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাশ গোত্র থেকে হবে।

৩.৫৭ بَابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

৩০৫৭. অনুচ্ছেদ : বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। উমর (রা) আবু বকর (রা)-এর বোনকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার কারণে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন

৬৭৩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ يُتَخَطَّبُ ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ

حَسَنَتَيْنِ لَشَهْدِ الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَرَمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مَنْسَاةٍ وَمِیْضَاةٍ الْمِیْمِ
مَخْفُوضَةٌ-

৬৭৩০ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। তারপর নামাযের আযান দেওয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামত করাতে বলি। এরপর আমি জামায়াতে আসে নাই সেসব লোকদের কাছে যাই। আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসল হাড় কিংবা দু'টি বকরীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হাযির হত। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, مَرَمَاةٌ অর্থ বকরীর ক্ষুরের মধ্যবর্তী গোশত। ছন্দগতভাবে مَنْسَاةٍ مِیْضَاةٍ এর ন্যায়। مَرَمَاةٌ এর মীম বর্ণটি যেরযুক্ত।

۳۰۵۸ بَابُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةَ
وَنَحْوَهُ

৩০৫৮. অনুচ্ছেদ : শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?

৬৭৩১ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ
كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا
فَلَبَّيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا-

৬৭৩১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা), কা'ব (রা) অঙ্ক হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সন্তানদের থেকে তিনি তাঁকে (কা'ব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন যে, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোগদান না করে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে অবস্থান করলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কবুল করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন।

كِتَابُ التَّمَنَّى

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ كِتَابُ التَّمَنّٰی

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

۳.০৫৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنّٰی وَمَنْ تَمَنّٰی الشَّهَادَةَ

৩০৫৯. অনুচ্ছেদ : আকাঙ্ক্ষা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন

৬৭৩২ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوِدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُقْتَلُ -

৬৭৩২ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

৬৭৩২ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করত, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতাম না। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে আল্লাহ্র পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়।

৬৭৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي لَأُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا أَشْهَدُ لِلَّهِ -

৬৭৩৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি কামনা করি যেন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহীদ

করা হয়। আবার জীবিত করা হয় আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৩.৬. **بَابُ تَمَنَّى الْخَيْرِ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كَانَ لِي أَحَدُ ذَهَبًا**

৩০৬০. অনুচ্ছেদ : কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী ﷺ-এর বাণী : যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হত

[৬৭২৪] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحَدُ ذَهَبًا لَأَخْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ ثَلَاثَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصِدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ يَقْبَلُهُ-

[৬৭৩৪] ইসহাক ইবন নাসর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি ওহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, তিন রাতও এরূপ অবস্থায় অতিবাহিত না হোক যে ঋণ আদায় করার জন্য ব্যতীত একটি দীনারও আমার কাছে থাকুক যা গ্রহণ করার মত লোক পাই।

৩.৬. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ**

৩০৬১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম

[৬৭২৫] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوْا-

[৬৭৩৫] ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এ ব্যাপারে যদি আমি পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে আনতাম না এবং লোকেরা যখন হালাল হয়েছে, তখন আমিও (ইহরাম) ছেড়ে হালাল হয়ে যেতাম।

[৬৭২৬] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَبَيْنَا بِالْحَجِّ قَدِمْنَا مَكَّةَ لَا رُبْعَ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَ إِلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعِ أَحَدٍ مِّنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلَحَتْ وَجَاءَ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ مَعَ الْهَدْيِ ، فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ

إِلَى مِنَى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ ، قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعُقْبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا هَذِهِ خَاصَّةٌ ؟ قَالَ لَا بَلْ لَا بَدٍ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّنَطِّقُونْ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقْ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ-

৬৭৩৬ হাসান ইবন উমর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। তারপর যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ আমাদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করতে আদেশ দিলেন এবং এটাকে উমরা বানাতে ও ইহ্রাম খুলে হালাল হতে বললেন। তবে যাদের সাথে হাদী ছিল তাদের এ হুকুম দেননি। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া আমাদের আর কারো সাথে হাদী ছিল না। এ সময় আলী (রা) ইয়ামান থেকে আসলেন। তাঁর সাথে হাদী ছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রূপ ইহ্রাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন, আমরা মিনার দিকে যাচ্ছি। অথচ আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ বীর্য টপকাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আমার এ বিষয়ে যদি পূর্বে জানতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সঙ্গে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। রাবী বলেন, পরে নবী ﷺ জামরা-ই-আকাবাত কংকর নিক্ষেপ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সুরাকা ইবন মালিক (রা) সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্যই? তিনি বললেন : না, বরং এটা চিরদিনের জন্য। জাবির (রা) বলেন, আয়েশা (রা) ঋতুমতী অবস্থায় মক্কায় পৌঁছেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি করে যাও, তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না এবং নামায আদায় করো না। তারা যখন বুতহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা একটি হজ্জ ও একটি উমরা নিয়ে ফিরলেন। আর আমি কি শুধুমাত্র একটি হজ্জ নিয়ে ফিরব? জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবন আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁকে তানঈমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে আয়েশা (রা) যিলহজ্জ মাসে হজ্জের দিনগুলোর পরে একটি উমরা আদায় করেন।

৩.৬২. بَابُ قَوْلِهِ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

৩০৬২. অনুচ্ছেদ : (নবী ﷺ)-এর বাণী : যদি এরূপ এরূপ হত

৬৭২৭ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرْقِ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ ؟ قَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلَالٌ : أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَ لَيْلَةً-بِوَادٍ وَحَوْلَى إِذْ خِرُ وَجَلِيلٌ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৬৭৩৭ খালিদ ইবন মুখাল্লাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত নবী ﷺ জাগ্রত রইলেন। পরে তিনি বললেন : যদি আমার সাহাবীদের কোন এক নেক ব্যক্তি আজ রাত আমার পাহারাদারী করত! হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়ায শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন : এ কে? বলা হল, এ হচ্ছে সা'দ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার পাহারাদারীর জন্য এসেছি। তখন নবী ﷺ ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। আয়েশা (রা) বলেন, বিলাল (রা) আবৃত্তি করেছিল- হায়! আমার উপলব্ধি, আমি কি উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব, যখন আমার পাশে হবে জালীল ও ইয়খির ঘাস। পরে আমি নবী ﷺ-কে এ খবর পৌছিয়ে ছিলাম।

৩.৬৩. بَابُ تَمَنَّى الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ

৩০৬৩. অনুচ্ছেদ : কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইল্ম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা

৬৭২৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوا فِي اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتْلُوهُ مِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا يَنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ-

৬৭৩৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। একটি হল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে তা দিবারাত্রি তিলাওয়াত করে। (শ্রোতাদের) কেউ বলল, একে যা দান করা হয়েছে, যদি আমাকেও তা দান করা হত, তবে সে যেরূপ করছে, আমিও সেরূপ করতাম। অপরটি হল, এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা মাল দান করেছেন, সে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করে। (তা দেখে) কেউ বলল, যদি তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাকে প্রদান করা হত, তাহলে সে যা করে আমিও তা করতাম।

২.৬৬ **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنَّى وَقَوْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْآيَةَ**

৩০৬৪. অনুচ্ছেদ : যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না (৪ : ৩২)

৬৭৩৭ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ—

৬৭৩৯ হাসান ইবন রাবী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে, তোমরা মৃত্যুর কামনা করো না, তাহলে অবশ্যই আমি কামনা করতাম।

৬৭৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنِ الْأَرْتِ نَعُوذُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ—

৬৭৪০ মুহাম্মদ (র) কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইবন আরাৎ (রা) এর শুশ্রুষায় গেলাম। তিনি সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মউতের জন্য দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই এর দোয়া করতাম।

৬৭৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتَبُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عُبَيْدُ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ—

৬৭৪১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, (কামনাকারী) সে যদি সৎকর্মশীল হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎকর্ম বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হবে, তাহলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবু উবায়দ-এর নাম হচ্ছে সা'দ ইবন উবায়দ আবদুর রহমান ইবন আযহার এর আযাদকৃত গোলাম।

২.৬৭ **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْتَ**

৩০৬৫. অনুচ্ছেদ : কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ না করতেন তাহলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না

৬৭৪২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَنَا الثُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَأَرَى الثُّرَابَ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَأَنْزَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، إِنَّ الْأَوَّلَى وَرُبَّمَا قَالَ الْمَلَاءُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ-

৬৭৪২ আবদান (র)..... বারাআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। তিনি পড়াচ্ছিলেন :

(হে আল্লাহ্!) যদি আপনি না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না এবং আমরা সাদাকা করতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। অতএব আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। নিঃসন্দেহে প্রথম দলটি আমাদের উপর যুলুম করেছে; কখনো বলতেন, নিঃসন্দেহে একদল লোক আমাদের উপর যুলুম করেছে, যখন তারা কোনরূপ ফিতনার ইচ্ছা করে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। ‘প্রত্যাখ্যান করি’-এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

৩.৬৬ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّمَنَّى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ৩০৬৬. অনুচ্ছেদ : শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে আরাজ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

৬৭৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأَتْهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ-

৬৭৪৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু নাযর সালিম (রা) যিনি উমর ইবন উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং তার কাতিব (সচিব) ছিলেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) একট চিঠি লিখলেন, আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়া কামনা করো না বরং আল্লাহ তা‘আলার কাছে শান্তি কামনা কর।

৩.৬৭ بَابُ مَا بَجُوزَ مِنَ اللَّوِّ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ

৩০৬৭. অনুচ্ছেদ : ‘লু’ শব্দটি বলা কতখানি বৈধ। মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত (১১ : ৮০)

৬৭৪৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنْتُ-

৬৭৪৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) দু'জন লি'আনকারীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ বললেন, এ কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যদি বিনা প্রমাণে কোন স্ত্রীলোককে রজম করতাম? তিনি বললেন, না, সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

৬৭৪৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ اعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاسِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ- وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ عُمَرُ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا عُمَرُ فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ ، قَالَ عُمَرُ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৭৪৯ আলী (র) আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর এশার নামায বিলম্ব হল। তখন উমর (রা) বেরিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায। (এদিকে) মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। তিনি বলছিলেন, যদি আমার উম্মতের জন্য, কিংবা বলেছিলেন, লোকের জন্য সুফিয়ানও বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের এ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতাম। ইবন জুরায়জ আতার সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই নামায বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্ব থেকে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন : আসলে এটাই সময়। এরপর বললেন : যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। আমার এ হাদীসটি আতা থেকে বর্ণনা করেন, সে সূত্রে ইবন আব্বাস (রা)-এর নাম নেই। তবে আমার বলেছেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। আর ইবন জুরায়জ বলেন, তিনি তাঁর এক

পার্শ্ব থেকে পানি মুছছিলেন। আবার আমার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম। আর ইব্ন জুরায়জ বলেন, এটাই সময়। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। তবে ইবরাহীম ইব্ন মুনযির ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সহীহ আল-বুখারী থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৬৭৬৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ -

৬৭৪৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বুখারী বলেছেন : যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৬৭৬৭ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَصَلَ النَّبِيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ وَأَصَلَ أَنَسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدِّبَى الشَّهْرِ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمِّقَهُمْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظِلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৭৪৭ আইয়াস ইব্ন ওয়ালীদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী সহীহ আল-বুখারী বিরতিহীন রোযা রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোযা পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী সহীহ আল-বুখারী-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোযা রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহ্বান করায় এবং পান করায়। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী সহীহ আল-বুখারী থেকে হুমায়দ-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ -

৬৭৪৮ আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বুখারী বিরতিহীন রোযা রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি বিরতিহীন রোযা রাখছেন? তিনি

বললেন : তোমাদের কে আছে আমার মতো? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান ও পান করান। কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তাদেরসহ একদিন, তারপর আর একদিন রোযা রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি চাঁদ আরো দেৱীতে উদিত হত, তাহলে আমিও তোমাদের (রোযা) বাড়াইতাম। তিনি যেন তাদেরকে শাসাচ্ছিলেন।

[৬৭৬৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ إِنْ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَمَا شَأْنُ أَبِيهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ فَعَلَ ذَاكَ قَوْمَكَ لِيَدْخُلُوا مِنْ شَأْوَا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَأْوَا لَوْلَا أَنْ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخَلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِقَ أَبِيهِ فِي الْأَرْضِ -

[৬৭৪৯] মুসাদ্দাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কা'বার বাইরের দেওয়াল (যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি কা'বা ঘরের অংশ ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা এ অংশকে (কা'বা) ঘরের ভিতরে शामिल করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের খরচে অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি বললাম : এর দরজাটা এত উচ্চে স্থাপিত হল কেন? তিনি বললেন : এটা তোমার গোত্র এজন্য করেছিল, যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। তবে যদি তোমার গোত্র সদ্য জাহেলিয়াত মুক্ত না হত, এরপর তাদের অন্তর বিগড়িয়ে যাওয়ার ভয় না হত তাহলে আমি বহির্ভূত দেওয়ালকে কা'বা ঘরের মাঝে शामिल করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির বরাবরে মিলিয়ে দিতাম।

[৬৭৫০] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكْتُ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ -

[৬৭৫০] আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে গমন করত আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকা দিয়ে কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই গমন করতাম।

৬৭৫১ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكَتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا . تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّعْبِ -

৬৭৫১ মুসা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি কোন এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করতাম। আবু তাইয়াহ (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস 'উপত্যকার' কথা উল্লেখ করে আব্বাদ ইব্ন তামীম-এর অনুসরণ করেছেন।

كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَحَادِ খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَحَادِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

২.৬৮ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصُّومِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ وَقَوْلِ اللَّهِ : فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ، فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَقَوْلِهِ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدُّهُ إِلَى السُّنَّةِ-

৩০৬৩ অনুচ্ছেদ : সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহকামের বিষয় গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ : ১২২)

طائفة শব্দটি এক ব্যক্তিকেও বলা যায়। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার বাণী : মু‘মিনদের দুই দল হৃদয়ে লিপ্ত হলে..... (৪৯ : ৯) অতএব যদি দুই ব্যক্তি হৃদয়ে লিপ্ত হয় তবে তা এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলার বাণী : যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর..... (৪৯ : ৬)। নবী ﷺ কিরূপে তাঁর আমীরদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজনকে পাঠাতেন- যেন তাদের কেউ ভুল করলে তাকে সুন্নাহের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়

۶۷۵۲ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا

أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَالَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاخْبَرَنَا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَاقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ-

৬৭৫২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবগত করলাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দিও। আর তাদের নির্দেশ দিও। তিনি (মালিক) কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যা আমি স্মরণ রেখেছি বা রাখতে পারিনি। (নবী ﷺ আরো বলেছিলেন) তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখছ সেভাবে নামায আদায় কর। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন তোমাদের কোন একজন তোমাদের উদ্দেশ্যে আযান দেয়, আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

৬৭৫৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيَى اصْبَعِيهِ السَّبَابَتَيْنِ-

৬৭৫৩ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে স্বীয় সাহুরী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দিয়ে থাকে, কিংবা বলেছিলেন ঘোষণা দিয়ে থাকে, তোমাদের যারা নামাযে নিরত ছিলে তারা যেন নামায থেকে বিরত হয় এবং যারা ঘুমিয়েছিলে তারা যেন জাগ্রত হয়। এরূপ হলে ফজর হয় না- এই বলে ইয়াহুইয়া উভয় হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করলেন (অর্থাৎ আলো আকাশের দিকে দীর্ঘ হলে) বরং এরূপ হলে ফজর হয়, এ বলে ইয়াহুইয়া তার দুই তর্জনীকে ডানে-বামে প্রসারিত করলেন অর্থাৎ ভোরের আলো পূর্বাকাশে উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লে)।

৬৭৫৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ بِلَالٌ يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ-

৬৭৫৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকে, অতএব তোমরা পানাহার করতে পার যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাকতুম (রা) আযান দেয়।

৬৭৫৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ-

৬৭৫৫ হাফস ইব্ন উমর (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তে পাঁচ রাকাত আদায় করলেন। তাকে বলা হল, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি সালাম শেষে দুটো সিজদা (সিজদায়ে সাছ) দিলেন।

৬৭৫৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ-

৬৭৫৬ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাত আদায় করেই নামায শেষ করে দিলেন। তখন যুল ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন : যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ করে সিজদা করলেন এবং মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজদা করলেন ও মাথা উঠালেন।

৬৭৫৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ اتِّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ-

৬৭৫৭ ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কু'বার মসজিদে ফজরের নামাযে নিরত ছিলেন, এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বলল, (গত) রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কা'বাকে কিব্লা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, তারপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

৬৭৫৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ

شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوُجِّهْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْحَرُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ -

[৬৭৫৮] ইয়াহইয়া (র)..... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমন করেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর।” (২ : ১৪৪) তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনসারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে আর কিবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসরের নামাযে রুকু' অবস্থায় ছিলেন।

[৬৭৫৯] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبِي بَنٍ كَعْبَ شَرَابًا مِنْ فَضِيحٍ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ أَتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَارِ فَأَكْسِرْهَا ، قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ -

[৬৭৫৯] ইয়াহইয়া ইবন কাযাআ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা আনসারী, আবু উবায়দা ইবন জাররাহ ও উবাই ইবন কা'বকে আধাপাকা খেজুরের তৈরি শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, নিঃসন্দেহে শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি গিয়ে এ মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেল। আনাস (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের ঘটি দিয়ে তার তলায় আঘাত করলাম আর তা ভেঙ্গে গেল।

[৬৭৬০] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَا بَعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشَرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ -

[৬৭৬০] সুলায়মান ইবন হারব (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমি তোমাদের জন্য এমন একজন লোক পাঠাব, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। নবী ﷺ-এর সাহাবীরা এর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। পরে তিনি আবু উবায়দাকে পাঠালেন।

৬৭৬১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৬৭৬১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হল আবু উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা)।

৬৭৬২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَتْهُ آتِيَّتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَهُ وَآتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৭৬২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতাম। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে যা কিছু ঘটত তা আমি তাকে বর্ণনা করতাম। আর যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে যা কিছু ঘটত তিনি এসে তা আমাকে বর্ণনা করতেন।

৬৭৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَارَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا فَقَالَ آخِرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكِّرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخِرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ -

৬৭৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি। পরে তারা এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র বৈধ কাজে।

৬৭৬৪ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ
 فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذِنَ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
 ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَرَزَنِي بِامْرَأَتِهِ
 فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ
 الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ وَإِنَّمَا عَلَى ابْنِي جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا،
 وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمٍ فَأَعْدُ
 عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ أَعْرِفْتَ فَأَرْجُمَهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا-

৬৭৬৪ যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট একটি মুকাদ্দামা দায়ের করল। তবে আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি (আবু হুরায়রা রা) বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুসারে আমার (বিচারের) ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে তার ফায়সালা করে দিন। এবং (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এ লোকটির বাড়িতে মজুর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উক্ত عسيفا শব্দটি শ্রমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ছেলে এ লোকের স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। কতিপয় লোক আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান কার্যকর হবে। তখন আমি আমার ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে (সেই মহিলাকে) একশ বকরী ও একটি দাসী দেই। এরপর আমি আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর উপর 'রজম'-এর হুকুম অবধারিত। আর আমার ছেলের জন্য রয়েছে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম। তখন নবী ﷺ বললেন : যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। বকরী ও বাঁদী ফিরিয়ে নাও, আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হুকুম কার্যকর হবে। এরপর তিনি আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে উনায়স! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করো। উনায়স সেই স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন, সে স্বীকার করল, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

২.৬৭ بَابُ بَعَثِ النَّبِيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحَدَهُ

৩০৬৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ একা যুযায়র (রা)-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

৬৭৬৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلَاثًا فَقَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرِ وَقَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدَّثْتُهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَفَّتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثُ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ -

৬৭৬৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ লোকদেরকে আহবান জানালেন। যুবায়র (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার আহবান জানালেন। এবারও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালেন। এবারেও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনবার একরূপ হওয়ার পর তিনি বললেন : প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে, আর যুবায়র হল আমার হাওয়ারী।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির থেকে হিফয করেছি। একবার আইউব তাকে বললেন, হে আবু বকর (রা), আপনি জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। কেননা, লোকদের নিকট জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খুবই পছন্দনীয়। তখন তিনি সে মজলিসে বললেন, আমি জাবির (রা) থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি ধারাবাহিক অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমিও জাবির (রা) থেকে শুনেছি। আমি সুফিয়ানকে বললাম যে, সাওরী বলেছেন যে, সেটা ছিল বনু কুরায়যার যুদ্ধের দিন। তিনি বললেন, তুমি যেমন আমার কাছে বসা, ঠিক তেমনি কাছে বসে আমি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হিফয করেছি যে, সেটি ছিল খন্দকের দিন। সুফিয়ান বলেন, এটা একই দিন। তারপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন।

২.৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَلَا أِذْنَ لَهُ وَاحِدٌ جَزَاءً -

৩০৬৫ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ত'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।..... (২৪ : ২৭) যদি একজন তাকে অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করা বৈধ

৬৭৬৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا فَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَلَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ -

[৬৭৬৬] সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারাদারী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক লোক এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের খোশখবরী দাও। তিনি ছিলেন আবু বকর (রা)। তারপর উমর (রা) আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও। তারপর উসমান (রা) আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও।

[৬৭৬৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدٌ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي -

[৬৭৬৭] আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (রা)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দ্বিতল কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কক্ষকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বল এই উমর ইবন খাত্তাব (রা) এসেছে। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

২.৭১ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْأَمْرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ دَخِيَّةَ الْكَلْبِيِّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ -

৩০৭১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ দাহইয়া কালবী (রা)-কে তাঁর চিঠি দিয়ে বসরার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে তা (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পৌছিয়ে দেয়

[৬৭৬৮] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ -

[৬৭৬৮] ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিসরার নিকট তাঁর চিঠি পাঠালেন। তিনি দূতকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন এ চিঠি নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়। আর বাহরাইনের শাসনকর্তা যেন তা (সম্রাট) কায়সারের

নিকট পৌছিয়ে দেয়। কায়সার এ চিঠি পাঠ করার পর তা টুকরা টুকরা করে ফেলল। ইব্ন শিহাব বলেন, আমার ধারণা ইব্ন মুসাইয়েব বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি বদ্‌ দোয়া করেছিলেন, যেন তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে দেন।

[৬৭৬৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ أَذِنَ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنَ أَكَلَ فَلَيْتِمَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ۔

[৬৭৬৯] মুসাদ্দাদ (র)..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আসলাম কবীলার এক ব্যক্তিকে বললেন : তোমার গোত্রের ঘোষণা কর, কিংবা বলেছিলেন : লোকের মাঝে ঘোষণা কর যে, যারা আহার করে ফেলেছে তারা যেন অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে, আর যারা আহার করেনি তারা যেন রোযা পালন করে।

৩.৭২. بَابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يَبْلُغُوا مِنْ رَأَاهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৩০৭২. অনুচ্ছেদ : আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের প্রতি নবী ﷺ এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌছিয়ে দেয়। এ বিষয়টি মালিক ইব্ন হুওয়ারিচ থেকে বর্ণিত

[৬৭৭০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْوَفْدِ ؟ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ فَمَرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مِنْ رَأَاهُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَتَنَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَظُنُّ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، وَتَوَتُّوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمْسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ وَالنَّقِيرِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرِ قَالَ أَحْفَظُوهُمْ وَأَبْلُغُوهُمْ مَنْ رَأَاهُمْ۔

[৬৭৭০] আলী ইব্ন জাদ (র) ও ইসহাক (র)..... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে তার খাটে বসাতেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসল। তিনি বললেন : এ কোন প্রতিনিধিদল? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : গোত্র ও তার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ, যারা অপমানিত হয়নি এবং লজ্জিতও হয়নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফেররা (প্রতিবন্ধক) রয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন নির্দেশ দিন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পরবর্তীদেরকেও অবহিত করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন এবং চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন : এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় তাতে রোযার কথাও ছিল। আর গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান কর এবং তিনি তাদের দুব্বা (লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ রঙের পাত্র), মুযাফফাত (তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ), নাকীর (কাঠের খোদাই করা পাত্র) থেকে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় 'নাকীর'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, এ কথাগুলো ভাল করে মনে রেখ এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও।

২.৭২. بَابُ خَيْرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

৩০৭৩. অনুচ্ছেদ : একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمٌ ضَبَّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا أَوْ أَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكٌّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي۔

৬৭৭১ মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... তাওবা আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী আমাকে বললেন, নবী ﷺ থেকে হাসান (রা) বর্ণিত হাদীসের (সংখ্যাধিক্যের) বিষয়টি কি দেখতে পাচ্ছেন না? অথচ আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে দুই বছর কিংবা দেড় বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু তাঁকে নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সা'দও ছিলেন, তারা গোশত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা গুঁই সাপের গোশত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন : এটা (খেতে) কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।

كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ
কুরআন ও সুন্নাহকে
দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

৩.৭৪ بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

৩০৭৪ অনুচ্ছেদ : কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

৬৭৭২ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا لَا تَخْذُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَيُّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرُ قَيْسًا وَقَيْسُ طَارِقًا-

৬৭৭২ হুমায়দী (র) তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫ : ৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (র) মিসআর (র) থেকে, মিসআর কায়স থেকে, কায়স (র) তারিক থেকে শুনেছেন।

৬৭৭৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَّ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَأَسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْهَدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ

الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخَذُوا بِهِ تَهْتَدُوا مَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৬৭৭৩ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, দ্বিতীয় দিবসে যখন মুসলিমরা আবু বকর (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; উমর (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূল ﷺ-কে হেদায়েত করেছেন। সুতরাং একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যে হেদায়েত দান করেছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত লাভ করবে।

৬৭৭৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ -

৬৭৭৪ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (তাঁর দেহের সাথে) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! একে কিতাবের জ্ঞান দান কর।

৬৭৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمُنْهَالِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغْنِيكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ -

৬৭৭৫ আবদুল্লাহ ইব্ন সাক্বাহ (র) আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিংবা বলেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন।

৬৭৭৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَأَقْرَأَ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتَ -

৬৭৭৬ ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের বায়'আত গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সূন্নাতের ভিত্তিতে আমার সাধ্যানুসারে (আপনার নির্দেশ) শোনা ও মানার অঙ্গীকার করছি।

৩.৭৫ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

৩০৭৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি

১৭৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيْتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَلْفُثُونَهَا أَوْ تَرْغُثُونَهَا أَوْ كَلِمَةٌ تُشَبِّهُهَا-

৬৭৭৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর ভাগুরসমূহের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিকাল করে গেছেন। আর তোমরা তা ব্যবহার করছ কিংবা বলেছিলেন তোমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছ কিংবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছিলেন।

১৭৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَوْ مِنْ أَوْ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أَوْ تِيتُ وَحِيًّا أَوْ حَاهُ اللَّهُ إِلَى فَارْجُو إِنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৭৭৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক নবীকেই কোন-না-কোন বিশেষ নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে। যার অনুরূপ তাঁর উপর ঈমান আনা হয়েছে, কিংবা লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, সে হল ওহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের তুলনায় সর্বাধিক হবে।

৩.৭৬ بَابُ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ، قَالَ أَيْمَةُ نَفْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا ، وَيَقْتَدِي بِنَا مِنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ ثَلَاثٌ أَحْبَبُنَّ لِنَفْسِي وَلِأَخْوَانِي هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ-

৩০৭৬. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর (২৫ : ৭৪)। জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন, এরূপ ইমাম যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে। ইব্ন

আউন বলেন, তিনটি জিনিস আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। (তার একটি হল) এই সুন্নাহ, যা শিখবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (দ্বিতীয়টি হল) কুরআন যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এবং কল্যাণ ব্যতীত লোকদের থেকে পৃথক থাকবে (অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে)

৬৭৭৭ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ، قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُكَ ، قَالَ هُمَا الْمَرَأَانِ يَقْتَدِي بِهِمَا-

৬৭৭৯ আমর ইবন আব্বাস (রা) আবু ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে শায়বার (র) কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি যেকোন (আমার কাছে) বসে আছ, উমর (রা) অনুরূপভাবে এ জায়গায় বসা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, এতে সোনা ও রূপার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখব না বরং সবকিছু মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে দিব। আমি বললাম, আপনার জন্য এটা করা ঠিক হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদ্বয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর (রা)) এটা করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন অনুসরণ করার মত ব্যক্তিই ছিলেন।

৬৭৮০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ-

৬৭৮০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমানত আসমান থেকে মানুষের অন্তর্মূলে অবগামী হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ তা পাঠ করেছে এবং সুন্নাহ শিক্ষা করেছে।

৬৭৮১ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، وَإِنْ مَا تُوْعَدُونَ لَا تِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ-

৬৭৮১ আদাম ইবন আবু ইয়াস (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল

কুসংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না (৬ : ১৩৪)।

৬৭৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا قُضِيْنَ بَيْنَكُمَا بَكْتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৭৮২ মুসাদ্দাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। (এ সময়) তিনি বললেন : অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব।

৬৭৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

৬৭৮৩ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করল।

৬৭৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ وَأَتْنِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مِينَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَمْعٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا إِنَّ لِمَا حَبِطَكُمْ هَذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا مِثْلَهُ كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِبَةِ، فَقَالُوا أَوَلَوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ تَابِعَهُ قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ -

৬৭৮৪ মুহাম্মদ ইবন আবাদা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশতা নবী ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন ঘুমন্ত ছিলেন। একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি (নবী ﷺ) নিদ্রিত। অপর একজন বললেন, চক্ষু নিদ্রিত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উপমা আছে। সুতরাং তাঁর উপমাটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল- তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত তবে অন্তরাগ্না জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা গৃহে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উপমাটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত, তবে অন্তরাগ্না জাগ্রত। তখন তারা বললেন, গৃহটি হল জান্নাত, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ। যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড। কুতায়বা-জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি “নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন” এই বাক্যটি বলছেন।

৬৭৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا-

৬৭৮৬ আবু নুআয়ম (র) হুমায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্যাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হেদায়েত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে।

৬৭৮৭ حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثْنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَّجَاءُ فَاطَاعَةُ طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِهِ فَادْلَجُوا وَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ-

৬৭৮৮ আবু কুরায়ব (র) আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন : আমার ও আমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হল এমন যে, এক ব্যক্তি কোন এক

সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে কাওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কাওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম ভাগে তারা সে স্থান ছেড়ে রওনা হল এবং একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের থেকে আর একদল লোক তার কথা অবিশ্বাস করল, ফলে তারা নিজেদের আবাসস্থলেই রয়ে গেল। প্রভাতে শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল, তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদেরকে নির্মূল করে দিল। এটাই হল তাদের উপমা, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৬৭৮৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لَأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي كَذًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَقَالَ لِي ابْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنَّا قَالًا وَهُوَ أَصَحُّ وَعَقَالًا هَهُنَا لَا يَجُوزُ وَعَقَالًا فِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلٌ وَكَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ عَقَالًا وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنَّا قَالًا۔

৬৭৮৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ইত্তিকাল করলেন। আর তাঁর পরে আবু বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল। তখন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেলল, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে ফেলল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে। আবু বকর (রা) বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহর শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ -এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের সিনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্তই সঠিক। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) ইবন বুকায়র ও

আবদুল্লাহ্ (র) লায়ছ-এর সূত্রে উকায়ল থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে (যদি তারা এই পরিমাণ দিতে অস্বীকার করে)-এর স্থলে **لو منعوني عناقا** (যদি তারা একটি ছোট উটের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে) উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিসৃদ্ধতম। আর এটিকে লোকেরা **عناقا** বর্ণনা করেছেন। **عقلا** পড়াটা বৈধ নয়। আর **عقلا** শব্দটি শা'বী-এর হাদীসে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কুতায়বা (র) **عقلا** বলেছেন।

٦٧٨٨ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ، قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذِنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ -

৬৭৮৮ ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুয়ায়ফা ইব্ন বাদর (র) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিস্ন-এর নিকট এলেন। উমর (রা) যাদের নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্ন কায়স (র) ছিলেন তাদেরই একজন। যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ কারী (আলিম) ব্যক্তিরাই উমর (রা)-এর মজলিসের সভাসদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়ায়না তার ভতিজাকে বললেন, হে ভতিজা! তোমার কি আমীরের নিকট এতটুকু প্রভাব আছে যে আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে? সে বলল, আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি (হুর) উয়ায়নার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপর যখন উয়ায়না (রা) উমর (রা)-এর নিকট গেলেন, তখন সে বলল, হে ইব্ন খাত্তাব! আপনি আমাদের (প্রচুর পরিমাণে) মাল দিচ্ছেন না, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে ফায়সালাও করছেন না। তখন উমর (রা) রাগান্বিত হলেন, এমন কি তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (৭ : ১৯৯)। এ লোকটি নিঃসন্দেহে একজন মূর্খ। আল্লাহ্ র শপথ! উমর (রা)-এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি মোটেও তা লংঘন করলেন না। বস্তুত তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের বড়ই অনুগত ছিলেন।

৬৭৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَصَلَّى ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، فَبِمَا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُسْلِمُ لَا أَدْرِي أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَاجْبِنَا وَآمِنًا ، فَيَقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ لَا أَرْدِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ -

৬৭৮৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণের সময় আমি আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। লোকেরা তখন (নামায়ে) দাঁড়িয়েছিল এবং তিনিও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হল? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি মাথা দুলিয়ে হাঁ বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাময শেষ করলেন, তখন (প্রথমে) তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখিনি তার সবকিছুই আজকের এই স্থানে দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হবে, যা প্রায় দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়ই (কঠিন) হবে। তবে যারা মু'মিন হবে, অথবা (বলেছিলেন) মুসলিম হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' বলেছিলেন, না 'মুসলিম' বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তারা বলবে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং ঈমান এনেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানি তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলে। আর যারা মুনাফিক হবে অথবা (বলেছিলেন) সন্দেহকারী হবে, বর্ণনাকারী বলেন, আসমা 'মুনাফিক' বলেছিলেন না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা বলবে, আমি কিছুই জানি না, আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

৬৭৯. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَوْأَ لَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ -

৬৭৯০ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর।

২.৭৭ **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكْلُفِ مَا لَا يَغْنِيهِ ، وَقَوْلُهُ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ**

৩০৭৭. অনুচ্ছেদ : অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয় এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ : ১০১)

৬৭৭১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مِنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحُرِّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ-

৬৭৯১ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ মুকরী (র)..... আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।

৬৭৭২ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّجَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنْ أَفْضَلَ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ-

৬৭৯২ ইসহাক (র) যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। এতে লোকেরা তাঁর সঙ্গে সমবেত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা মনে করল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাঁকার দিতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমাদের নিত্য দিনের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়

তাহলে তোমরা তা কায়ম করবে না। অতএব হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা, ফরয নামায ছাড়া একজন লোকের সবচেয়ে উত্তম নামায হল যা সে তার ঘরে আদায় করে।

৬৭৭৩ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرُ مَا يُوْجِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ-

৬৭৯৩ ইউসুফ ইবন মূসা (র) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -কে এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করল, তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আমাকে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা হল হুযাফা। এরপর আর একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ -এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।

৬৭৭৪ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتٍ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَقْتُلُونَ بَنَاتَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ-

৬৭৯৪ মুসা (র) মুগীরা ইবন শুবা (রা)-এর কাতিব (কেরানী) ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-র নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ থেকে যা কিছু শুনেছ তা আমাকে লিখে পাঠাও। তিনি বলেন, তিনি তাকে লিখলেন যে, আল্লাহর নবী প্রতি নামাযের

পর বলতেন : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁরই, আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান করবে তাকে ঠেকাবার মত কেউ নেই, আর তুমি যে বিষয়ে বাধা প্রদান করবে তা দেওয়ার মত কেউ নেই। ধন-প্রাচুর্য তোমার দরবারে প্রাচুর্যধারীদের কোনই উপকারে আসবে না। তিনি আরো লিখেছিলেন যে, নবী ﷺ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ অনর্থক বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করতেন। আর তিনি মায়েদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ও প্রাপকের প্রাপ্য দিতে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং আদায়ের ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তারা (কাফের) জাহিলিয়াতের যুগে স্বীয়-কন্যাদেরকে হত্যা করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দেন।

৬৭৭৫ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَيْنَا عَنْ التَّكْلِيفِ -

৬৭৯৫ সুলায়মান ইবন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমাদের কৃত্রিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৬৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عَظَمَاءَ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَكَثُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي قَالَ أَنَسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ آيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ انْفِافًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصْلَى فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ -

৬৭৯৬ আবুল ইয়ামান (র) ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিপ্রহরের পর নবী ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি

মিষরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন : কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহর শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব। আনাস (রা) বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব বলতে থাকলেন। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস (রা) বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হুযাফা। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে থাকলেন : তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন : উত্তম! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের প্রস্থে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।

৬৭৭৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُوكَ فَلَانَ ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ الْآيَةُ-

৬৭৯৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মহান আল্লাহর বাণী) : হে মু'মিনরা! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ : ১০১)।

৬৭৭৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ-

৬৭৯৮ হাসান ইবন সাক্বাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন?

৬৭৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبَرْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوُحَى ثُمَّ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي-

৬৭৯৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মুন (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাকে রুহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আর কেউ বলল তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না, এতে তোমাদের অপছন্দনীয় উত্তর শুনতে হতে পারে। তারপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের রুহ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছু সরে দাঁড়িলাম। ওহী অবতরণ শেষ হল। তারপর তিনি বললেন : (মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ.....' (১৭ : ৮৫)।

৩.৭৮. بَابُ الْاِقْتِدَاءِ بِاَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৭৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কাজকর্মের অনুসরণ

৬৮০০ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ-

৬৮০০ আবু নুআয়ম (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিল। এরপর (একদিন) নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্য স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম- তারপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন : আমি আর কোন দিনই তা পরিধান করব না। ফলে লোকেরা তাদের আংটিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল।

৩.৭৯. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدْعِ لِقَوْلِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

৩০৭৯. অনুচ্ছেদ : দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদ্‌আত অপছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে কিতাবীরা! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলা না (৪ : ১৭১)

৬৮০১ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلٌ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوُصَالِ قَالَ فَوَاصِلُ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتَكُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ-

৬৮০১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করো না। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা পালন করেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার রোযা পালন করা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে নবী ﷺ ও দুইদিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দুই রাত লাগাতার রোযা পালন করেন। এরপর তাঁরা (ঈদের) চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেবী করে উদিত হত, তাহলে আমিও (লাগাতার রোযা পালন করে) তোমাদের রোযার সময়কে দীর্ঘায়িত করতাম, যেন তিনি তাঁদের কাজকে পছন্দ করলেন না।

৬৮০২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبْنَا عَلَى عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ أَجْرِ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ غَيْرِ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهَا مَنْ إِلَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا-

৬৮০২ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ইব্রাহীম তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আলী (রা) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিশ্বরে আরোহণ করে আমাদের

উদ্দেশ্যে খুত্বা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ছাড়া অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। তারপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, 'আয়র' (পর্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলমানের নিরাপত্তা একই পর্যায়ে। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লানত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ তা'আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা'আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

৬৮.৩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً۔

৬৮০৩ উমর ইবন হাফস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিজে একটি কাজ করলেন এবং তাতে তিনি অবকাশ দিলেন। তবে কিছু লোক এর থেকে বিরত রইল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর বললেন : লোকদের কি হল যে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আমি নিজে করি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ সম্পর্কে তাদের থেকে অধিক জানি এবং আমি তাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি।

৬৮.৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بغيرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتُ خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ

وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ بَعْنَى أَبِي بَكْرٍ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَّارِ لَمْ يَسْمَعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ-

৬৮০৪ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন অতি ভাল লোক ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবু বকর (রা) ও উমর (রা)। বনী তামীমের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তাদের একজন [উমর (রা)] আকরা ইবন হাবিস হানযালী নামে বনী মুজাশে গোত্রের ভ্রাতা জনৈক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, অপরজন [আবু বকর (রা)] অন্য আর একজনের প্রতি ইশারা করলেন। এতে আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ-এর সামনে তাঁদের দু'জনেরই আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। ফলে (নিম্নোক্ত আয়াতটি) নাযিল হয় : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না..... (৪৯ : ২)। ইবন আবু মুলায়কা বলেন, ইবন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, এরপরে উমর (রা) যখন নবী ﷺ-এর সাথে কোন কথা বলতেন, তখন গোপন বিষয়ের আলাপকারীর ন্যায় চুপে চুপে বলতেন, এমন কি তা শোনা যেত না, যতক্ষণ নবী ﷺ তার থেকে পুনরায় জিজ্ঞাসা না করতেন। এ হাদীসের রাবী ইবন যুবায়র তাঁর পিতা অর্থাৎ নানা আবু বকর (রা) থেকে উল্লেখ করেননি।

৬৮.৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُّوا أَبِي بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، قُلْتُ إِنَّ أَبِي بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُّوا أَبِي بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي إِنَّ أَبِي بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَفَعَلْتُ حَفْصَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَأَنْتَنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُّوا أَبِي بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا-

৬৮০৫ ইসমাঈল (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন : তোমরা আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম যে, আবু বকর (রা) যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আবু বকরকে বল, যেন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাফসা (রা)-কে বললাম, তুমি বল যে, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদের তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা) তাই করলেন। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তো ইউসুফ (আ)-এর (বিভ্রান্তকারিণী) মহিলাদের ন্যায়। আবু বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে কখনই ভাল কিছু পাওয়ার মত নই।

৬৮.৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاءِ عِدِّي قَالَ جَاءَ عُيْمِرُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلَّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَ فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُيْمِرُ وَاللَّهِ لَاتَيْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا فِدْعَا مَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَالَ عُيْمِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَّتِ السَّنَةُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْظِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرُ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ اسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا الْيَتِينَ فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ-

৬৮০৬ আদাম (র)..... সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উওয়ায়মির (রা) আসিম ইবন আদীর কাছে এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এর জন্য (কিসাস হিসাবে) আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নবী ﷺ এহেন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাকে অপছন্দ করলেন এবং দূষণীয় মনে করলেন। আসিম (রা) ফিরে এসে তাকে জানাল যে, নবী ﷺ বিষয়টিকে খারাপ মনে করেছেন। উওয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেই নবী ﷺ-এর নিকট যাব। তারপর তিনি আসলেন। আসিম (রা) চলে যাওয়ার পরেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি তাদের দু'জনকেই (সে ও তার স্ত্রী) ডাকলেন। তারা উপস্থিত হল এবং 'লি'আন' করল। তারপর উওয়ায়মির (রা) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি তাকে আটকিয়ে রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি, এ বলে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অবশ্য নবী ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে বলেননি। পরে 'লি'আন'কারীদের মাঝে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার) এ প্রথাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। নবী ﷺ (মহিলাটি সম্পর্কে) বললেন : একে লক্ষ্য রেখ, যদি সে খাটো ওয়াহারার (এক জাতীয় পোকা) ন্যায় লালচে সন্তান প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করব উওয়ায়মির মিথ্যাই বলেছে। আর যদি সে কাল চোখবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিতম্বধারী সন্তান প্রসব করে, তাহলে মনে করব উওয়ায়মির তার সম্পর্কে সত্যই বলেছে। পরে সে অবাঞ্ছিত সন্তানই প্রসব করে।

[৬৮.৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا
 مِنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى ادْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ
 حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ
 نَعَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَاذَنْ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانَ وَأَصْحَابَهُ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ ، فَقَالَ اتَّيَدُوا أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ
 الَّذِي بَازَنَهُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورِثُ مَا
 تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ
 عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ ؟
 قَالَا نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي
 هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرُهُ ، قَالَ اللَّهُ : مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا
 أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ الْآيَةَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا
 دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ،
 وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ
 فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ
 ذَلِكَ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ،
 ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ
 فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ قَاقِبَلِ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ
 تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ
 تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ
 أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ
 وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَأَتَانِي هَذَا
 يَسْأَلْنِي نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا دَفَعْتُمَا إِلَيْكُمْ حَتَّى أَنْ عَلَيْكُمْ

عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَقُهُ تَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتَ فِيهَا مِنْذُ وَلَيْتُهَا، وَالْأَفْلا تَكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا ادْفَعُهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشَدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ أَنْشَدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا نَعَمْ، قَالَ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ، فَوَالَّذِي بِيَاذِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإِنَّا أَكْفِيكُمَاهَا-

[৬৮০৭] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবন আওস নাযরী (র) আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবন জুবার ইবন মুতঈম এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। পরে আমি মালিকের নিকট যাই এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। এমন সময় তাঁর দ্বাররক্ষক ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর এবং সা'দ (রা) আসতে চাচ্ছেন। আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বাররক্ষক (পুনরায় এসে) বলল, আলী এবং আব্বাসের ব্যাপারে আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাদের উভয়কে অনুমতি দিলেন। আব্বাস (রা) এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও সীমালংঘনকারীর মাঝে ফায়সালা করে দিন। এবং তারা পরস্পরে গালমন্দ করলেন। তখন দলটি বললেন উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে একজনকে অপরজন থেকে শান্তি দিন। উমর (রা) বললেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যার হুকুমে আসমান ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, আপনারা কি এ কথা জানেন? যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়। এ কথা দ্বারা নবী ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। (আগত) দলের সকলেই বললেন, হ্যাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন? তাঁরা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্পদের একাংশ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, অপর কারো জন্য দেওয়া হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি.....(৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সম্পদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর আল্লাহর কসম! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজের জন্য তা সঞ্চিত করে রাখেননি, কিংবা এককভাবে আপনাদেরকেও দিয়ে দেননি। বরং তিনি আপনাদের সকলকেই তা থেকে প্রদান করেছেন এবং সকলের মাঝে

বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। নবী ﷺ এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের বছরের খরচ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর মাল যে পথে ব্যয় হয় সে পথে ব্যয়ের জন্য রেখে দিতেন। নবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করতেন। আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে অবগত আছেন? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা) -কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে জানেন? তারা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব তিনি সে সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাতে এ সম্পদ খরচ করতেন তিনিও হুবহু সেভাবেই খরচ করতেন। আপনারা তখন ছিলেন। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দু'জন তখনও মনে করতেন যে আবু বকর (রা) এ ব্যাপারে এরূপ ছিলেন। আল্লাহ জানেন তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও হকের অনুসারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা)-কেও ওফাত দিলেন। তখন আমি বললাম, এখন আমি আবু বকর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং দু'বছর আমি তা আমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এবং আবু বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা যে খাতে ব্যয় করতেন, আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আপনাদের দু'জনের একই কথা ছিল, দাবিও ছিল অভিন্ন। আপনি এসেছিলেন স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র থেকে নিজের অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে, আর ইনি (আলী) এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে। আমি বললাম, যদি আপনারা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তবে এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবেন যে, এ সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) যে ভাবে ব্যয় করতেন এবং আমি এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যেভাবে তা ব্যয় করেছি, আপনারাও অনুরূপভাবে ব্যয় করবেন। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ফলে আমি তা আপনাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম। আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি সেই শর্তের উপর এদের কাছে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি ঐ শর্তে আপনাদেরকে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? তাঁরা দু'জন বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এর ভিন্ন কোন মিমাংসা পেতে চান? সে সত্তার কসম করে বলছি, যার নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্বস্থানে বিদ্যমান, কিয়ামতের পূর্বে আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন মিমাংসা করব না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের দু'জনের স্থলে আমি একাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

২.৮. **بَابُ اِثْمٍ مِّنْ اَوْىٰ مُحَدِّثًا ، رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

৩০৮০. অনুচ্ছেদ : বিদআত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ। আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قُلْتُ لَأَنْسِ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يَقْطَعُ شَجَرَهَا

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قَالَ عَاصِمٌ
فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا-

৬৮০৮ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্‌আত সৃষ্টি করবে। তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লানত। আসিম বলেন, আমাকে মুসা ইব্ন আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী - اوای محدثا- কিংবা বিদ্‌আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় বলেছেন।

২.৮১ بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ ذِمِّ الرَّأْيِ وَتَكْلِيفِ الْقِيَاسِ وَقَوْلُ اللَّهِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِ
عِلْمٍ

৩০৮১. অনুচ্ছেদ ৪ : মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয়। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না....(১৭ : ৩৬)।

৬৮০৯ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمْوَهُ أَنْتَزَاعًا،
وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتَوْنَ
بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ فَحَدَّثْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
حَجَّ بَعْدَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَنْبِثْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَنِي
عَنْهُ فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ
فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو-

৬৮০৯ সাঈদ ইব্ন তালীদ (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আমাদের এ দিক দিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে ইল্ম দান করেছেন, তা হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ইল্মের বাহক উলামায়ে কিরামকে তাদের ইল্মসহ ক্রমশ তুলে নেবেন। তখন শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে। তারা মনগড়া ফাতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) পুনরায় হজ্জ করতে এলেন। তখন আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহর কাছে যাও এবং তার থেকে যে হাদীসটি তুমি আমাকে বর্ণনা

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

৫০১

করেছিলে, তার সত্যাসত্য পুনরায় তাঁর নিকট থেকে যাচাই করে আস। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ঠিক সে রূপই বর্ণনা করলেন, যে রূপ পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ফিরে এসে এ কথা জানালাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) ঠিকই স্মরণ রেখেছে।

৬৮১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتُ صَفِيْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حَنْبَلٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سِيْهُفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظَعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ شَهِدْتُ صَفِيْنَ وَبُسْتُ صَفُوْنَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اتَّهَمُوا رَأْيَكُمْ يَقُولُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْتَى -

৬৮১০ আবদান (র)..... আমাস (র) বলেন। আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মুসা ইবন ইসমাঈল... সাহল ইবন হুনাযফ (রা) বলেন, হে লোকেরা! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। কেননা আবু জান্দাল দিবসে (হুদায়বিয়ার দিবসে) আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। যে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমরা যখনই তরবারী কাঁধে ধারণ করেছি, তখনই তরবারী আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পথ সুগম করে দিয়েছে। বর্তমান বিষয়টি স্বতন্ত্র। রাবী বলেন, আবু ওয়ায়েল (রা) বলেছেন, আমি সিফফীনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম; বড়ই মন্দ ছিল সিফফীনের লড়াই।

২.৮২. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ ، لِقَوْلِهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُنِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى تَنَزَّلَتْ

৩০৮২. অনুচ্ছেদ : ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন : আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ আপনাকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তার দ্বারা (ফয়সালা করুন)। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ ছিলেন

৬৮১১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَا شِيانَ فَاتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى فِتْوَضًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءُهُ عَلَى فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضَى فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ، قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ-

৬৮১১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দুজনেই হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে আসলেন, তখন আমি বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয় করলেন এবং ওয়ূর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্ণনাকারী সুফিয়ান কোন কোন সময় বলতেন হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করব? আমার সম্পদগুলো কি করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

৩.৮২ ۳.۸۲ بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

৩০৮৩. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়

৬৮১২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ ، تَعْلِمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَاتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ-

৬৮১২ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জৈনকা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন : তোমরা অমুক অমুক দিন

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

৫০৩

অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং নবী পালাতান আল্লাহর রাসূল তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন : তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নবী পালাতান আল্লাহর রাসূল বললেন : দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।

২.৪৬ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ**

৩০৮৪. অনুচ্ছেদ : নবী পালাতান আল্লাহর রাসূল-এর বাণী : আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর তাঁরা হলেন আহলে ইল্ম (দীনি ইল্মে বিশেষজ্ঞ)

৬৮১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ-

৬৮১৩ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র)..... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পালাতান আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত আসা পর্যন্ত আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। আর তাঁরা হলেন (সেই দল যারা প্রতিপক্ষের উপর) প্রভাবশালী।

৬৮১৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطَى اللَّهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৬৮১৪ ইসমাইল (র)..... মুআবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী পালাতান আল্লাহর রাসূল-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মতের কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।

২.৪৭ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا**

৩০৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে..... (৬ : ৬৫)

৬৮১৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكَ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : أَوْ يَلْبِسْكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ-

৬৮১৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত : বল, তিনি সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে.... নাযিল হল, তখন তিনি বললেন : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে (এহেন আযাব থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি (তারপর যখন নাযিল হল) অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে। তখনও তিনি বললেন : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট (এহেন আযার থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন অবতীর্ণ হল : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্থাদ গ্রহণ করাতে তখন তিনি বললেন : এ দুটি অপেক্ষাকৃত নরম অথবা বলেছেন : সহজ।

২.৪৮ **بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنٍّ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ حُكْمَهَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ**

৩০৮৬ অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুস্পষ্ট হুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা

৬৮১৬ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَاتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا أَلَوْنُهَا قَالَ حُمْرٌ ، قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَانِّي تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عِرْقُ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ-

৬৮১৬ আসবাগ ইবন ফারজ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জৈনক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মিশ্রিত রঙের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ রং কি করে এল বলে তুমি মনে কর? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন : সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বপুরুষের কারো বর্ণ কালো ছিল বলে এ সন্তান কালো হয়েছে) এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।

৬৮১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحْجَّ ، أَفَأَحْجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَأَقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ -

৬৮১৭ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করত? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহ তা'আলা অধিক হকদার, তাঁর মানত পূর্ণ করার।

৩.৮৭ . بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قَبْلِهِ وَمَشَاوَرَةَ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ -

৩০৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালায় মধ্যে ইজ্তিহাদ করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী : আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম..... (৫ : ৪৫)। যারা হিকমতের সাথে বিচার করে ও হেকমতের তালীম দেন এবং মনগড়া কোন ফায়সালা করেন না, (এরূপ হিকমতের অধিকারী ব্যক্তির) নবী ﷺ প্রশংসা করেছেন। খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা এবং বিচারকদের আহলে ইল্মদের কাছে জিজ্ঞাসা করা

৬৮১৮ حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا -

৬৮১৮ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দু'রকম লোক ছাড়া কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন। (দুই) যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাত (শরয়ী বিচক্ষণতা) দান করেছেন, আর সে এর আলোকে বিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

৬৮১৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقَى جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْتُ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتُ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، تَابِعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ -

৬৮১৯ মুহাম্মদ (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মহিলাদের গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ তার পেটে আঘাত করা হয়, যার ফলে সন্তানের গর্ভপাত ঘটে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছে? আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনেছে? আমি বললাম, নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আমি বলতে শুনেছি যে, এ কারণে গুর্রা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করতে হবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করেছ এর প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না। তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম, সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তিনিও নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, এতে গুর্রা অর্থাৎ একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করতে হবে। ইবন আবু যিনাদ..... মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩.৪৪. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

৩০৮৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে

৬৪২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومَ ، فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَئِكَ -

৬৮২০ আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কিয়ামত কয়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মাত পূর্বযুগীয়দের আচার-অভ্যাসকে বিঘাতে বিঘাতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন : লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!

৬৪২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ -

৬৮২১ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আযীয (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিঘাতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন : আর কারা?

২.৮৭. **بَابُ اِثْمٍ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللّٰهِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ**

৩০৮৯. অনুচ্ছেদ : গোমরাহীর দিকে আহ্বান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অজ্ঞতাতেই বিভ্রান্ত করেছে..... (১৬ : ২৫)

৬৮২২ হুমায়দী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদাম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী) পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান **مِنْ دَمِهَا** তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

৬৮২২ হুমায়দী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদাম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী) পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান **مِنْ دَمِهَا** তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

২.৯. **بَابُ مَا نَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَخَضْرُ عَلَى اِتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا اجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَّشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَنْبَرِ وَالْقَبْرِ**

৩০৯০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যেসব বিষয়ে হারামাঈন মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ এর নামাযের স্থান, মিন্বর ও কবর সম্পর্কে

৬৮২৩ **حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي**

بِيعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبُهَا-

৬৮২৩ ইসমাঈল (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করল। এরপর সে মদীনায় জুরে আক্রান্ত হল। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় সে এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর সে আবার এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। এবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি জানালে বেদুঈন বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মদীনা হয়েছে কামারের হাঁপরের মত। সে তার মধ্যকার আবর্জনা কে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

৬৮২৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمَنَى لَوْ شَهِدْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا قَالَ عُمَرُ لَا قَوْمَ الْعَشِيَّةِ فَأَحْذَرُ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ، قُلْتُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ وَيَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَخَافُ إِلَّا يَنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهٍهَا فَيُطَيِّرُ بِهَا كُلَّ مَطِيرٍ فَاْمَهْلُ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْهَجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَيَحْفَظُوا مَقَالَاتِكَ وَيَنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهٍهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا قَوْمَ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقَوْمُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ آيَةَ الرَّجْمِ-

৬৮২৪ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে পবিত্র কুরআনের তালীম দিতাম। উমর (রা) যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) মিনায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আজ আমীরুল মু'মিনীনদের নিকট থাকলে দেখতে পেতে যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জনৈক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল মু'মিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বায়'আত নিতে পারতাম। উমর (রা) বললেন, আজ বিকেলে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি বললাম, আপনি এটি করবেন না। কেননা, এখন হজ্জের মৌসুম। এখন সাধারণ লোকের উপস্থিতির সময়। তারা আপনার মজলিসকে ঘিরে ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আপনার বক্তব্য

যথাযথভাবে অনুধাবন করবে না। রদ-বদল করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বরং এখন আপনি হিজরত ও সুন্নাহের আবাসগৃহ মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। এরপর একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তাঁরা আপনার বক্তব্য সংরক্ষণ করবে এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মদীনায় পৌঁছলে সবচেয়ে আগে এটি করব। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা মদীনায় উপস্থিত হলাম। তখন উমর (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজম' (তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।

৬৮২৫ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَانٍ فْتَمَخَّطُ فَقَالَ بَخٍ بَخٍ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيمَا بَيْنَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًا فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَابِي إِلَّا الْجُوعُ-

৬৮২৫ সুলায়মান ইবন হারব (র) মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি লাল রঙের দু'টি কাতান পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবু হুরায়রা আজ কাতান দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমি এমন অবস্থায়ও ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিন্বর ও আয়েশা (রা)-এর হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগন্তুক আসত, তার স্বীয় পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার কিঞ্চিৎও পাগলামী ছিল না। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনটি হত।

৬৮২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرٍ بَنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءَ يُشِيرْنَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلَالًا فَاتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ-

৬৮২৬ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আবদুর রহমান ইবন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কি নবী ﷺ-এর সাথে কোন ঈদে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর দরবারে আমার বিশেষ একটা অবস্থান না থাকত তবে এত অল্প বয়সে তাঁর সাথে যোগদানের সুযোগ পেতাম না। নবী ﷺ কাসীর ইবন সালতের বাড়ির নিকটস্থ স্থানের পতাকার কাছে তশরীফ আনলেন। এরপর ঈদের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ভাষণ প্রদান করলেন। রাবী আযান এবং ইকামত-এর উল্লেখ করেননি। নবী ﷺ শ্রোতাদেরকে সাদাকা আদায়ের হুকুম করলেন। নারীরা

স্বীয় কান ও গলার (অলংকার) দিকে ইঙ্গিত করলে নবী ﷺ বিলাল (রা) -কে (তাদের কাছে যাওয়ার জন্য) নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) (তাদের নিকট থেকে অলংকারাদি নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এলেন।

۶৮২৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا-

৬৮২৭ আবু নুআয়ম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুবার মসজিদে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে আসতেন।

۶৮২৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَدْفِنِي مَعَ صَوَّاحِبِي وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْذِنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِي فَقَالَتْ أَيْ وَاللَّهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا-

৬৮২৮ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবারকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গিনী (উম্মাহাতুল মু'মিনীন)-দের সাথে দাফন করবে। আমাকে নবী ﷺ -এর সাথে হুজরায় দাফন করবে না। কেননা তাতে আমাকে প্রাধান্য দেয়া হবে, আমি তা পছন্দ করি না। বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন, আমাকে আমার দুই সঙ্গী তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! বর্ণনাকারী আরো বলেন, আয়েশা (রা) -এর নিকট যখনই সাহাবাদের কেউ এই অনুমতির জন্য কাউকে পাঠাতেন, তখনি তিনি বলতেন, না। আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের সঙ্গে কাউকে প্রাধান্য দেব না।

۶৮২৯ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَنَأَتِي الْعَوَالِيَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ زَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَبَعْدَ الْعَوَالِيَّ أَرْبَعَةٌ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ-

৬৮২৯ আইউব ইবন সুলায়মান (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায আদায় করতেন। অতঃপর আমরা 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্বে উচ্চ টিলাবিশিষ্ট স্থান) যেতাম। তখন সূর্য উপরে থাকত। বর্ণনাকারী লায়স (র) ইউনুস (র) হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

৬৮৩০ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَدًّا وَثُلُثًا بِمِذْكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ-

৬৮৩০ আমর ইবন যুরারা (র)..... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগের সা' তোমাদের বর্তমানের এক মুদ ও এক মুদের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর ছিল। অবশ্য (পরবর্তীকালে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে। (উক্ত হাদীসটি) কাসিম ইবন মালিক (র) যুআয়দ (র) থেকে শুনেছেন।

৬৮৩১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِيلِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَغْنَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ-

৬৮৩১ আবদুল্লাহ ইবন মাসালামা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দান করুন, বরকত দান করুন তাদের সা' এবং মুদে।

৬৮৩২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تَوَضَّعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ-

৬৮৩২ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদীগণ নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ব্যভিচারী পুরুষ এবং এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাদের উভয়কে শাস্তি দানের হুকুম দিলে মসজিদে নববীর জানাযা রাখার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে মারা হয়।

৬৮৩৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا، تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَحَدٍ-

৬৮৩৩ ইসমাইল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা (পশ্চিমমুখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন : এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও এই পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামের মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর আমি এই মদীনার দু'টি প্রস্তরময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সেই মর্যাদা প্রদান করছি। উহুদের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় সাহাল (রাবী) আনাস (রা) -এর অনুসরণ করেছেন।

৬৮৩৪ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمَنْبَرِ مَمْرُ الشَّاةِ-

৬৮৩৪ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে নববীর কিব্বার দিকের প্রাচীর ও মিন্বরের মধ্যে মাত্র একটি বকরী যাতায়াতের স্থান ছিল।

৬৮৩৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي-

৬৮৩৫ আমর ইবন আলী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার গৃহ ও আমার মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানগুলোর থেকে একটি বাগান। আর আমার মিন্বর আমার হাওয়ের উপর।

৬৮৩৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأُرْسِلَتِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنْهَا وَأَمَدَهَا الْحَفِيَاءُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوُدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضْمَرْ أَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوُدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ-

৬৮৩৬ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়াদৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। তীব্র গমনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান ছিল হাফয়া হতে সানীয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর প্রশিক্ষণবিহীনগুলোর স্থান ছিল সানীয়াতুল বিদা হতে বনী যুরায়ক-এর মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৬৮৩৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مَنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৩৭ ইসহাক (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিন্বরে দাঁড়িয়ে (খুতবা দিতে) শুনেছি।

৬৮৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مَنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৩৮ আবুল ইয়ামান (র) সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিন্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি।

৬৮৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يُوَضَّعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا-

৬৮৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসল করার জন্য এই পাত্রটি রাখা হত। আমরা সকলে এর থেকে গোসল করতাম।

৬৮৪০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَالِ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي دَارِیِ التِّي بِالْمَدِينَةِ وَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ-

৬৮৪০ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার মদীনার বাড়িতে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বনী সুলায়মের গোত্রের জন্য বদদোয়া করার নিমিত্ত এক মাস কাল যাবত তিনি (ফজরের নামাযে) কুনূত (নামিলা) পড়েছেন।

৬৮৪১ حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرِيدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِينِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَاسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَصَلَّى فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَاسْقَانِي سَوِيْقًا وَاطْعَمْنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ-

৬৮৪১ আবু কুরায়ব (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেন, চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করেছেন। আপনি ঐ নামাযের জায়গাটিতে নামায আদায় করতে পারবেন, যেখানে নবী ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায আদায়ের স্থানটিতে নামায আদায় করে নিলাম।

৬৮৪২ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ-

৬৮৪২ সাঈদ ইব্ন রাবী (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেনঃ আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে এক রাতে আমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে একজন আগন্তুক

(ফেরেশতা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন- উমরা ও হজ্জের নিয়ত করছি। এদিকে হারুন ইবন ইসমাঈল (র) বলেন, আলী (রা) আমার কাছে হজ্জের সাথে 'উমরার নিয়ত করুন' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ قَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ ، وَالْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ ، وَذَا الْحُلَيْفَةَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَلَّغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمُ ، وَذَكَرَ الْعِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ تَكُنْ عِرَاقُ يَوْمَئِذٍ -

৬৮৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন নজদবাসীদের জন্য কারনকে, সিরিয়ারবাসীদের জন্য জুহফাকে এবং মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাকে। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি এগুলো (স্বয়ং) নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমার কাছে আরো সংবাদ পৌছেছে, নবী ﷺ বলেছেনঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম এবং ইরাকের কথা উল্লেখ করা হলে ইবন উমর (রা) বলেন, তখন তো ইরাক ছিল না।

৬৮৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَرَى وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بَبِطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ -

৬৮৪৪ আবদুর রহমান ইবন মুবারাক (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো আপনি একটি বরকতময় স্থানে রয়েছেন।

৩.৯১ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

৩০৯১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ (হে আমার হাবীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়

৬৮৪৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَلْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ -

৬৮৪৫ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের নামাযের শেষে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ! আপনি

অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি লানত করুন। এরপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন : (হে নবী) চূড়ান্তভাবে কোন কিছুই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার হাতে নেই। আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেবেন, নয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা সীমালংঘনকারী।

২.৭২. **بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وَقَوْلِهِ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْآيَةَ**
৩০৯২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয় (১৮ : ৫৪)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না ... (২৯ : ৪৬)

৬৮৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تَصْلَوْنَ قَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدِيرٌ يَضْرِبُ فَخْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا آتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النُّجْمُ، وَالنَّاقِبُ الْمَضِيُّ يُقَالُ أَتَقِبُ نَارَكَ لِلْمُوقَدِ-

৬৮৪৬ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নামায আদায় করেছ কি? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জীবন তো আল্লাহর কুদরতের হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন (নামাযের জন্য ঘুম থেকে) জাগিয়ে দিতে চান, জাগিয়ে দেন। আলী (রা)-এর এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আলীর কথার কোন প্রতিউত্তর তিনি আর দিলেন না। আলী (রা) বলেন, আমি গুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর উরুতে হাত মেরে মেরে বললেন : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তোমার কাছে রাতে যে আগভুক্ত আসে তাকে 'তারিক' বা নৈশ অতিথি বলে। 'তারিক' একটি নক্ষত্রকেও বলা হয়। আর 'ছাকিব' অর্থ হল জ্যোতিষ্মান। এইজন্যই আশুন যে জ্বালায় তাকে লক্ষ্য করে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, তুমি আশুন জ্বালিয়ে তোলা।

৬৮৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ أُرِيدُ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا

الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةُ فَقَالَ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِبَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِيعْهُ وَإِلَّا فَاَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ-

৬৮৪৭ কুতায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌঁছলাম। তারপর নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবুল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেনঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবুল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেনঃ আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্ত্রাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

২. ১২. بَابُ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৯৩. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীরূপ হবে। (২ঃ ১৪৩) নবী ﷺ জামাআতকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জামাআত বলতে আলেমদের জামাআতকেই বলা হয়েছে

৬৮৪৮ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَجَاءُ بَنُو حِمْيَرَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ شَهِدْتُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ، قَالَ عَدْلًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا-

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

৫১৭

৬৮৪৮ ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নূহ (আ)-কে (আল্লাহর সমীপে) হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি (দীনের দাওয়াত) পৌঁছে দিয়েছ? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নূহ (দাওয়াত) পৌঁছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নবী ও রাসূল) আসেনি। তখন নূহ (আ)-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণই (আমার সাক্ষী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদেরকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নূহ (আ)-এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন : এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত নির্ধারণ করেছেন। (وسط) অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। জাফর ইবন আউন (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২.৯৬ **بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ**

৩০৯৪. অনুচ্ছেদ : কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যার আমি নির্দেশ করিনি তা অগ্রাহ্য

৬৮৪৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى فَقْدِمَ بِتَمْرِ جَنْيَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيَعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمْنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ-

৬৮৪৯ ইসমাঈল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী আদী আনসারী গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এত উন্নতমানের হয়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দুই সা' মন্দ খেজুরের বিনিময়ে একরূপ এক সা' ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এমনটি করো না। বরং সমানে সমানে ক্রয়-বিক্রয় করো। কিংবা এগুলো বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা সেগুলো খরিদ করো। যেসব জিনিস ওয়ন করে কেনাবেচা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও এই আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য।

৩.৯৫. بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৩০৯৫. অনুচ্ছেদ : বিচারক ইজ্তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে

[৬৮৫০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرِيُّ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

[৬৮৫০] আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র)..... আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজ্তিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর যদি কোন বিচারক ইজ্তিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী বলেন, আমি হাদীসটি আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযিম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান আবু হুরায়রা (রা) থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আযীয ইবন আবদুল মুত্তালিব আবু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩.৯৬. بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ-

৩০৯৬. অনুচ্ছেদ : প্রমাণ তাদের উক্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল। কোন কোন সাহাবী নবী ﷺ -এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা যে স্বাভাবিক ছিল যদ্বন্ধন তাঁদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে লাওয়াকিফ থাকাও স্বাভাবিক ছিল এর প্রমাণ

[৬৮৫১] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِذْذُنُوا لَهُ ، فَدَعَى لَهُ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَوْمَرُ بِهِذَا قَالَ فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَاَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَوْمَرُ بِهِذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ-

৬৮৫১ মুসাদ্দাদ (র).....উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) উমর (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আবু মূসা (রা) তাঁকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত ভেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা) বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স-এর আওয়ায শুনি? তাকে এখানে আসার অনুমতি দাও। এরপর তাঁকে ডেকে আনা হলে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিনিস আপনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল? আবু মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই করার নির্দেশ দেয়া হত। উমর (রা) বললেন, আপনার উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন, অন্যথায় আপনার সাথে মোকাবেলা করব। এরপর তিনি আনসারদের এক মজলিসে চলে গেলেন। তারা বলে উঠল, আমাদের বালকরাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে এরূপ করারই নির্দেশ দেওয়া হত। এরপর উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর এমন আদেশটি আমার অজানা রয়ে গেল। বাজারের বেচাকেনার ব্যস্ততা আমাকে এ কথা জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

৬৮৫২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَكْثُرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مَسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَى فَوْاِ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৬৮৫২ আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করছে। আল্লাহর কাছে একদিন আমাদেরকে হাযির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিপ্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে শ্রুত বাণী কোন দিন ভুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে হকের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

৩.৯৭. **بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النُّكَيْرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ**

৩০৯৭. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়

৬৮৫৩ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَالَ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৬৮৫৩ হাম্মাদ ইবন হুমায়দ (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইবন সায়েদ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমর (রা)-কে নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবী ﷺ এ কথা অস্বীকার করেননি।

২. ৯৮. بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالْأَدْلَالِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ الْخَيْلِ غَيْرَهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمْرِ، فَدَلَّهْمُ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ يَفْعَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ وَأَكِلَ عَلَى مَا نَذَرِ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ -

৩০৯৮. অনুচ্ছেদ : দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দলীল-প্রমাণাদির অর্থ ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়? নবী ﷺ ঘোড়া ইত্যাদির হুকুম বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইশারা করেন : কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে (৯৯ : ৭)। নবী ﷺ-কে 'দব্ব' (গুঁইসাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আমি এটি খাই না, তবে হারামও বলি না। নবী ﷺ-এর দস্তুরখানে 'দব্ব' খাওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইবন আব্বাস (রা) প্রমাণ করেছেন যে, 'দব্ব' হারাম নয়

৬৮৫৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمَرْجُ وَالرَّوْضَةُ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَرَوَّاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقَى بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَّطَهَا نَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسِرْ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورُهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَائِزَةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ-

৬৮৫৪ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোড়া ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার লোকের জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, আর এক প্রকার লোকের জন্য তা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার অবলম্বন এবং আর এক প্রকার লোকের জন্য তা শাস্তির কারণ। যার জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, সে এমন ব্যক্তি যে ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে এবং চারণভূমি বা বাগানে প্রশস্ত রশিতে বেঁধে বিচরণ করতে দেয়। এই রশি যত প্রশস্ত এবং যত দূরত্বে ঘোড়া বিচরণ করতে পারে, সে তত বেশি প্রতিদান পায়। যদি ঘোড়া এ রশি ছিড়ে এক চক্রর অথবা দু'টি চক্রর দেয়। তবে ঐ ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মালের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। ঘোড়া যদি কোন নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে ফেলে অথচ মালিক পানি পান করানোর নিয়ত করেনি। এগুলো খুবই নেক কাজ। এর জন্য এ ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতা বজায় রাখার জন্য; এর সাথে সাথে ঘোড়ার ঘাড় ও পিঠে বর্তানো আল্লাহর হকসমূহও আদায় করতেও সে ভুলে যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘোড়া তার জন্য শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও আত্মগৌরব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষে, তার জন্য এই ঘোড়া শাস্তির কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল গাধা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন : এ সম্পর্কে আমার প্রতি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ছাড়া আল্লাহ আর কিছু নাযিল করেননি। (তা হলো এই) যে অণু পরিমাণ ভাল কাজও করবে, সে তাও দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

৬৮৫৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ، قَالَ تَأْخُذِينَ فَرِصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوْضِئِينَ بِهَا ، قَالَتْ كَيْفَ أَتَوْضَأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوْضِئِينَ بِهَا قَالَتْ فَجَذَبْتُهَا إِلَى فَعَلِمْتُهَا-

৬৮৫৫ ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন উকবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, হায়েয থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন : তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা কাপড় হাতে নেবে। তারপর এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা বলে উঠল, আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে

নেবে। মহিলা আবার বলে উঠল, এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেবে? নবী ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? এরপর মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলাম।

৬৮৫৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَیْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بِنِ حَزْنٍ أَهَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَضُبًّا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلْنَ عَلَى مَائِدِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُ ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ-

৬৮৫৬ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইব্ন হাযনের কন্যা উম্মে হুফায়দ (রা) নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যে ঘি, পনির এবং কতগুলো দব্ব (গুঁঁসাপ) হাদিয়া পাঠালেন। নবী ﷺ এগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তুরখানে বসে খাওয়া হল। নবী ﷺ নিজে এগুলো ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। যদি এগুলো হারাম হত, তবে তাঁর দস্তুরখানে তা খাওয়া যেত না এবং তিনিও এগুলো খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

৬৮৫৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتَى بَبْدَرَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا وَقَالَ كُلُّ فَنَائِي أَنَا جِئْتُ مَنْ لَا تُنَاجِي ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ يَقْدِرُ فِيهِ خَضِرَاتٌ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقَدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ-

৬৮৫৭ আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ কাঁচা খায়, সে ব্যক্তি যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে। এরপর তাঁর খেদমতে একটি পাত্র আনা হল। বর্ণনাকারী ইব্ন ওয়াহ্ব (রা) বলেন, অর্থাৎ শাক-সজির একটি বড় পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সজি সম্পর্কে অবগত করা হল। তিনি তা জনৈক সাহাবীকে খেতে দিতে বললেন যিনি তার সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর তিনি যখন অনুভব করলেন, সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন : খাও। কারণ আমি যার সাথে গোপনে কথোপকথন করি, তুমি তাঁর সাথে তা কর না। ইব্ন উফায়র (র)..... ইব্ন ওয়াহ্ব (র)

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

৫২৩

থেকে بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتُ (শাক-সজির একটি হাড়ি) বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে লায়স ও আবু সাফওয়ান (র) ইউনুস (র) থেকে হাড়ির ঘটনা উল্লেখ করেননি। এটি কি হাদীস বর্ণিত না যুহরী (র)-এর উক্তি এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ ، قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ ابِرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ ، كَانَتْهَا تَعْنِي الْمَوْتَ -

৬৮৫৮ উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইব্রাহীম (র)..... জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল এবং তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলল। নবী ﷺ তাঁকে কোন এক বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর মহিলা আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যখন পাব না তখন কি করব? তিনি উত্তর দিলেন : যখন আমাকে পাবে না, তখন আসবে আবু বকর (রা)-এর কাছে।

আবু আবদুল্লাহ [(ইমাম বুখারী (র)) বলেন, বর্ণনাকারী হুমায়দী (র) ইব্রাহীম ইবন সা'দ (র) থেকে আরো অতিরিক্ত বলেছেন, মহিলাটি সম্ভবত সেই আবেদন দ্বারা নবী ﷺ-এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২.৯৯ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبُ الْأَخْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لِنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ

৩০৯৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। আবুল ইয়ামান (র) বলেন, শুয়াইব (র), ইমাম যুহরী (র) হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় বসবাসরত কুরায়শ বংশীয় কতিপয় লোককে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছেন। তখন কা'ব আহবারের কথা এসে যায়। মু'আবিয়া (রা) বললেন, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর সত্যবাদী, যদিও বর্ণিত বিষয়সমূহ ভিত্তিহীন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ

الْكِتَابِ يَقْرُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ-

৬৮৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রেক্ষিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করো না এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও ভেবো না। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি শেষ পর্যন্ত।

১৮১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ تَقْرَوْنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبَّ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أَلَا يَنْهَاكُمُ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ-

৬৮৬০ মূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহর কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহর) ইলম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহর কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।

২১০০. بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا يُعْرِفُ إِبَاحَتَهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوُ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلَّوْا أَصْيَبُوا مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ نُهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا-

৩১০০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত। অনুরূপ তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীল দ্বারা তা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যেমন নবী ﷺ-এর বাণী : যখন তোমরা হালাল (ইহরাম

থেকে) হয়ে যাও, নিজ জীবন সাথে সহবাস করবে। জাবির (রা) বলেন, এ কাজ তাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। বরং তাদের জন্য (জীবী ব্যবহার) হালাল করা হয়েছে। উম্মে আতীয়া (রা) বলেছেন, আমাদেরকে (মহিলাদের) জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়

৬৮৬১ حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَنَسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلُنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمَرَةُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صَبَحَ رَابِعَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَحْلَ وَنَحْلُ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ قَبْلَهُ أَنَا نَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عُرْفَةَ الْاْ خُمْسِ أَمَرَنَا أَنْ نَحْلَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتِي عُرْفَةَ تَقَطَّرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذَى قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هُكَذَا أَوْ حَرَكُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي اتَّقَاكُمْ اللَّهَ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرَكُمْ وَلَوْلَا هَذِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا-

৬৮৬১) মাকী ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন বাকর (র) আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সাথে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধেছিলাম। এর সাথে উমরার নিয়ত ছিল না। বর্ণনকারী আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মক্কায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নবী ﷺ আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।^১ তিনি বললেন : তোমরা ইহরাম খুলে ফেল এবং জীবীদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা (র) বর্ণনা করেন, জাবির (রা) বলেছেন, জীবীদের সাথে সহবাস করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহরাম খুলে জীবীদের সাথে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে ময়ী ঝরতে থাকবে। আতা বলেন, জাবির (রা) এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকত,

১. নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ আদায় করার বছর সাহাবীগণের মধ্যে যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে তিনি তা উমরায় পরিণত করে ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা শুধু ঐ বছরের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

আমিও তোমাদের মত ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুতরাং তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম। নবী ﷺ-এর নির্দেশ শোনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

৬৮৬২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كِرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً-

৬৮৬২ আবু মা'মার (র).....: আবদুল্লাহ মুযানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মাগরিবের নামাযের পূর্বে তোমরা নামায আদায় করবে। তবে তৃতীয়বারে তিনি বললেন : যার ইচ্ছা সে তা আদায় করতে পারে। লোকেরা (সাহাবীগণ) এটাকে সুনাত বলে ধরে নিক — এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

২১.১ بَابُ كِرَاهِيَةِ الْاِخْتِلَافِ

৩১০১. অনুচ্ছেদ : মতবিরোধ অপছন্দনীয়

৬৮৬৩ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَفْتُمْ قُلُوبُكُمْ فَاذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقَوْمُوا عَنْهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سَلَامًا-

৬৮৬৩ ইসহাক (র)..... জুনদাব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যাবত এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা থেকে উঠে যাও। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবদুর রহমান (র) সাল্লাম থেকে (উক্ত হাদীসটি) শুনেছেন (সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

৬৮৬৪ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَفْتُمْ قُلُوبُكُمْ فَاذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقَوْمُوا عَنْهُ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الْأَعْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৬৪ ইসহাক (র).....জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন বিরাগ মনা হয়ে যাও, তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও। ইয়াযিদ ইবন হারুন (র) জুনদাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৮৬০ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْطَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَوْمُوا عَنِّي قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ وَلَغْطِهِمْ-

৬৮৬৫ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাতের সময় ঘনি়ে এল। রাবী বলেন, ঘরের মধ্যে তখন বহু লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইবন খাত্তাব (রা)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমরা লেখার সামগ্রী নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব এমন জিনিস, যা দ্বারা তার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উমর (রা) মন্তব্য করলেন, নবী ﷺ খুবই কষ্টে রয়েছেন। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আল্লাহর এই কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় গৃহে অবস্থানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, লেখার সামগ্রী তোমরা নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য লিখে দেবেন এমন জিনিস যা দ্বারা তাঁর পরে তোমরা পথহারা হবে না। আবার কারো কারো বক্তব্য ছিল উমর (রা)-এর কথারই অনুরূপ। যখন নবী ﷺ-এর সামনে তাদের কথা কাটাকাটি এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।

বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, সমস্ত জটিলতার মূল উৎস ছিল তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর লেখার মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি।

৩১.২ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَنَّ الْمَشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنَ ، لِقَوْلِهِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقْدِمِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمَقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبَسَ لَأَمْتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَمَلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأَمْتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلَيْهِا وَأَسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الْأَفْكَ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّاِمِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَكَانَتْ الْأَنِمَةُ بَعْدَ

النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِسَهْلِهَا
فَلِذَا وَضَعَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ
قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزُّكَاةَ ، فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا
مِنِّْي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَا بِهِمْ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى
مَشُورَةٍ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ
وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَاءُ
أَصْحَابَ مَشُورَةٍ عُمَرَ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ -

৩১০২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম
সম্পাদন করে। (৪২ : ৩৮) এবং পরামর্শ করো তাঁদের সাথে (দীনী) কর্মের ব্যাপারে। পরামর্শ হলো স্থির
সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী : এরপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও, তখন
আল্লাহর উপর ভরসা কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হন, তখন আল্লাহ ও তাঁর
রাসূলের মতের পরিপন্থী অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন অধিকার থাকে না। ওহ্দের যুদ্ধের দিনে
নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ কি মদীনায় অবস্থান করেই চালাবেন, না
বাইরে গিয়ে? সাহাবাগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের
পোশাক পরিধান করলেন এবং যখন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সাহাবাগণ আরম্ভ করলেন,
মদীনায়ই অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর তাঁদের এই মতামতের প্রতি জ্রঞ্চেপ
করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন : কোন নবীর সামরিক পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহর পক্ষ
থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা খুলে ফেলা সমীচীন নয়। তিনি আলী (রা) ও উসামা (রা)-এর সাথে
আয়েশার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি শোনেন।
এরপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদেরকে তিনি বেত্রাঘাত করেন। তাঁদের
পরস্পর মতান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহর নির্দেশানুসারেই সিদ্ধান্ত নেন। নবী ﷺ-এর পরে
ইমামগণ মুবাহ বিষয়াদিতে বিশ্বস্ত আলোচনার কাছে পরামর্শ চাইতেন, যেন তুলনামূলক সহজ পথ তারা
গ্রহণ করতে পারেন। হাঁ, যদি কিতাব কিংবা সুন্নাহতে আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া
যেত, তখন তারা নবী ﷺ-এর কথারই অনুসরণ করতেন, অন্য কারো কথার প্রতি জ্রঞ্চেপ করতেন
না। (নবী ﷺ-এর অনুসরণেই) যাকাত যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর (রা) তখন বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন,
অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি,

যতক্ষণ না তারা বলবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তারা যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে তখন তারা আমার কাছে থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হকের ব্যাপার ভিন্নতর। আর সে ব্যাপারে তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর উপর। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই করব, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংহত বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে উমর (রা) তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। আবু বকর (রা) এ ব্যাপারে (কারো সাথে) পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করেননি। কেননা, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম-এর নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। উমর (রা)-এর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চাই তারা বয়োবৃদ্ধ হোন কিংবা যুবক। আল্লাহর কিতাবের (সিদ্ধান্তের) প্রতি উমর (রা) ছিলেন অধিক অবহিত

৬৮৬৬ حَدَّثَنَا الْأَوْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكِ مَا قَالُوا قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا عَلَى فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَبِيرَةَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ ؟ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُ السِّنِّ فَتَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَ اللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ

৬৮৬৬ আল উওয়ায়সী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন (যিনার) অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইবন আবু তালিব ও উসামা ইবন যায়দের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে পৃথক করে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) নবী ﷺ-এর পরিবারের পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর যা জানা ছিল তা উল্লেখ করলেন। আর আলী (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার জন্য তো কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। মহিলা তো তিনি ব্যতীত আরও অনেক আছেন। আপনি বাঁদীটির কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য যা, তাই বলবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাতে ডাকলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সন্দেহের কিছু অবলোকন করেছ? তিনি বললেন, আমি

এ ছাড়া আর অধিক কিছুই জানি না যে, আয়েশা (রা) হচ্ছে অল্পবয়স্কা মেয়ে। তিনি নিজের ঘরের আটা পিষে ঘুমিয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। এরপর নবী পালাহাও
আল্লাহ্‌র
রাসূল মিশরে দাঁড়িয়ে বললেন : হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার পরিবারের অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার প্রতিকার করতে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ আছে কি? আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না এবং তিনি আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার কথা বর্ণনা করলেন।

১৮৬৭ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسْبُونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا أُخْبِرْتُ عَائِشَةَ بِالْأَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَهَا فَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامُ ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَبْتَكَمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ-

৬৮৬৭ আবু উসামা ও মুহাম্মদ ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পালাহাও
আল্লাহ্‌র
রাসূল লোকদের (সামনে) খুত্বা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন : যারা আমার স্ত্রীর অপবাদ রটিয়ে ফিরছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। আমি আমার পরিবারের কারো মধ্যে কোন প্রকার অশ্লীলতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিনি।

উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে সেই অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার পরিজনের (বাবা-মার) কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তখন নবী পালাহাও
আল্লাহ্‌র
রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর সাথে একজন গোলামও পাঠালেন। জনৈক আনসারী বললেন, তুমিই পবিত্র হে আল্লাহ্। এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এটা ভিত্তিহীন ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদ। তোমারই পবিত্রতা হে আল্লাহ্!

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
وَوَغَيْرِهِمْ وَالتَّوْحِيدِ

জাহ্মিয়াদের মতের খণ্ডন ও
তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الرُّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
وَوَغَيْرِهِمُ التَّوْحِيدِ

জাহমিয়াদের মতের খণ্ডন ও

তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

২.৭৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمْتُهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَتْ أَسْمَاءُ
وَتَعَالَى جَدُّهُ-

৩০৯৭ অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উন্নতকে নবী ﷺ-এর দাওয়াত

৬৮৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ح
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ
بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ أَهْلِ
الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ
يُوحِدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ
وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ
غَنِيِّهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ-

৬৮৬৮ আবু আসিম ও আবদুল্লাহ ইবন আবু আসওয়াদ (র)..... ইবন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম
আবু মা'বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন
নবী ﷺ মুআয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান (বাসীদের) উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন,

তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে চলেছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে— তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা তা স্বীকার করার পর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন। তা (এই যাকাত) তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরকে তা (বন্টন করে) দেওয়া হবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উত্তমাংশ গ্রহণ থেকে সংযমী হবে।

৬৮৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَأَلْشَعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ -

৬৮৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : হে মুআয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন : বান্দা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (নবী ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তা হচ্ছে বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা।

৬৮৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَرِيدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৮৭০ ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'ইখলাস' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ব্যাপারটি উল্লেখ করল; সে ব্যক্তিটি যেন সূরা ইখলাসের (মহন্তকে) কম করে দেখছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন : যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এই সূরাটি মর্যাদার দিক দিয়ে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ইসমাইল ইব্ন জাফর কাতাদা ইব্ন আল-নুমান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে (কিছুটা) বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।

৬৮৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي هَلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجَرٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُّوهُ لِي شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَأَنْهَا صِفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ-

৬৮৭১ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স্বালাতুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে জিহাদে পাঠালেন। নামাযে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখলাস সূরাটি দিয়ে নামায শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী স্বালাতুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী স্বালাতুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর কেনই বা সে এই কাজটি করেছে? এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এই সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন নবী স্বালাতুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ পাক তাঁকে ভালবাসেন।

৩১.৩ بَابُ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

৩১০৪. অনুচ্ছেদ : আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে আহবান কর বা রাহমান নামে আহবান কর। তোমরা যেই নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তাঁর (১৭ : ১১০)

৬৮৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظُبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ-

৬৮৭২ মুহাম্মদ (র) জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স্বালাতুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না, যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

৬৮৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ أَحَدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ ارْجِعْ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ كَأَنَّهَا فِي شَنْ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَا رَسُولَ

اللَّهُ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ
الرُّحَمَاءُ-

৬৮৭৩ আবু নুমান (র)উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ -এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুবল্লগা আরম্ভ হয়েছে। নবী ﷺ সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে সবর করতে এবং প্রতিদানের আশা রাখতে বল। নবী ﷺ -এর কন্যা পুনরায় সংবাদ বাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর নবী ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সাদ ইব্ন উবাদা (রা), মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ -এর কাছে দেওয়া হল। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশকে রয়েছে। তখন নবী ﷺ -এর চোখ সিক্ত হয়ে গেল। সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (এটা কি?) তিনি বললেন : এটিই রহম— দয়ামায়া, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ্ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

৩১.০ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنِّي أَنَا الرُّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

৩১০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি শ্রবল, পরাক্রান্ত।
(৫১ : ৫৮)

৬৮৭৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى
أَنِّي سَمِعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ-

৬৮৭৪ আবদান (র) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

৩১.৪ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ، وَأَنْزَلَهُ يَعْلَمُهُ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ، إِلَيْهِ يَرْدُ عِلْمُ
السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا-

৩১০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২ : ২৬)। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে।

(৩১ : ৩৪)। তা তিনি জেনে শুনে অবতীর্ণ করেছেন (৪ : ১৬৬)। কোন নারী তার গর্ভে কি ধারণ করবে এবং কখন তা প্রসব করবে তা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত। আবু আবদুল্লাহ্ [(বখারী (র)) বলেন, ইয়াহুইয়া (র) বলেছেন, মহান আল্লাহ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশমান, আবার তিনি জ্ঞানের আলোকে সবকিছুতেই পরিলুপ্ত

৬৮৭৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ-

৬৮৭৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

৬৮৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ -

৬৮৭৬ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্।

২১.৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنَ -

৩১০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

৬৮৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُصَلِّيَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

[৬৮৭৭] আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে নামায আদায় করতাম। তখন আমরা বলতাম, আল্লাহ্র উপর সালাম। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তো নিজেই সালাম। হাঁ, তোমরা বল, التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

২.১৮ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ مَلِكِ النَّاسِ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ
৩১০৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : মানুষের অধিপতি (১১৪ : ২) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

[৬৮৭৮] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -

[৬৮৭৮] আহমদ ইব্ন সালিহ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন : আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শুআয়ব, যুযায়দী, ইব্ন মুসাফির, ইসহাক ইব্ন ইয়াহুইয়া (র), ইমাম যুহরী (র) আবু সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৩১.৯ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَمَنْ خَلَفَ بَعِزَّةَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُولُ جَهَنَّمَ قَطٍ قَطٍ وَعِزَّتِكَ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ

৩১০৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫৯ : ২৪)। (তারা যা আরোপ করে তা থেকে) পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, ইয়্যতের অধিকারী প্রতিপালক। ইয়্যত তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলেরই। (৬৩ : ৮)

কেউ যদি আল্লাহর ইয়্যত ও সিফাতের হলফ করে (তার হুকুম কি হবে)? আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তোমার ইয়্যতের কসম, যথেষ্ট হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম থেকে পরিভ্রাণ লাভ করে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি অবস্থান করবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যখানে। তখন সে (আর্তনাদ করে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারাখানি জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে (একটু জান্নাতের দিকে করে) দিন। আপনার ইয়্যতের কসম। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তখন আল্লাহ তা'আলা (ঐ ব্যক্তিকে) বলবেন, তোমাকে তা প্রদান করা হল এবং এর সাথে আরো দশগুণ অধিক দেওয়া হল। নবী আইউব (আ) দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! আপনার ইয়্যতের কসম! আমি আপনার বরকতের সুখমা থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি না

৬৮৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

৬৮৭৯ আবু মা'মার (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ কথা বলে দোয়া করতেন : আমি আপনার ইয়্যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জ্বিন ও মানুষ সবই মরণশীল।

৬৮৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَعَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ بَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ -

৬৮৮০ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। খালীফা ও মুতামির (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হতে থাকবে। আর বলবে আপনার ইয়্যত ও করমের

কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন করে কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন।

৩.১১ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

৩০১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : এবং তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি

৬৮৮১ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ-

৬৮৮১ কাবীসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলায় এ বলে দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সুনিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রতিশ্রুতিই যথাযথ। যথাযথ আপনার মূল্যকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করেছি। ফিরে এসেছি আপনারই সমীপে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (হক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন আমার পূর্বের এবং পরের গুনাহ, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই।

৬৮৮২ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ -

৬৮৮২ সাবিত ইবন মুহাম্মদ (র) সুফিয়ান (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন : আপনিই সত্য এবং আপনার বাণীই যথার্থ।

৩১১১ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

৩১১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৫৮ : ১), আমাশ তামীম, উরওয়া (র), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যার শ্রবণশক্তি শব্দরাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এরই পরে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হে রাসূল! আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮ : ১)

৬৮৮৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ-

৬৮৮৩ সুলায়মান ইবন হারব্ (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু সদয় হও। কেননা, তোমরা ডাকছ না বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং ঘনিষ্ঠতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ পড়ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! পড় بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ কেননা এটি জান্নাতের খাযিনাসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে সেই বাক্যটির দিকে পথ প্রদর্শন করব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খাযিনা)?

৬৮৮৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

৬৮৮৪ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নানাযে দোয়া করতে পারি। নবী ﷺ বললেন : তুমি বল, اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

৬৮৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ نَادَانِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ.

৬৮৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জিব্রাইল আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের উক্তি শুনেছেন এবং তারা আপনার সাথে যে প্রতিউত্তর করেছে তাও তিনি শুনেছেন।

২১১২ بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

৩১১২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন, তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী

৬৮৮৬ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُكَدَّرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْأَسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِنِي بِهِ -

৬৮৮৬ ইব্রাহীম ইব্ন মুনিযির (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সকল কাজে এভাবে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়। তারপর এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি আপনারই ইল্মের সাহায্যে মঙ্গল তলব করছি। আর আপনারই কুদরতের সাহায্যে আমি শক্তি অন্বেষণ করছি। আর আপনারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই শক্তি রাখেন, আমি কোন শক্তি রাখি না। আপনিই সব কিছু জানেন, আমি কিছুই জানি না। গায়বী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞ একমাত্র আপনি। এরপর নামায আদায়কারী মনে মনে স্বীয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজটি আমার জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে বলেছেন : আমার

দীন-দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণবহ, তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে নিন এবং তা সুগম করে দিন, আর আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনি জানেন যে, এটি আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে অথবা আমার তাৎক্ষণিক ও আপেক্ষিক ব্যাপারে অমঙ্গলজনক, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন। আর নির্ধারণ করুন আমার জন্য যা হয় কল্যাণকর এবং সেটিতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

২১১৩ **بَابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، وَقَوْلُ اللَّهِ: وَنَقَلْبُ أَفْئِدَتِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ**

৩১১৩. অনুচ্ছেদ : অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী। আল্লাহর বাণী : আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নগুলোতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব

৬৮৮৭ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لَا وَمَقَلِّبِ الْقُلُوبِ-

৬৮৮৭ সাঈদ ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় কসম করতেন এই বলে (নাসূচক বিষয়ে) না। তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরিবর্তন করে দেন।

২১১৪ **بَابُ إِنْ لِلَّهِ مِائَةُ إِسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُو الْجَلَالِ الْعَظْمَةِ الْبَرُّ الْلطِيفُ-**

৩১১৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার একশত থেকে এক কম (নিরানব্বইটি) নাম রয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : **البر** -এর অর্থ মহানত্বের অধিকারী, **الجلال** -এর অর্থ দয়ালু

৬৮৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَحْصَيْنَاهُ حَفْظْنَاهُ-

৬৮৮৮ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশতটি) নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্থ করে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **احصيناه** -এর অর্থ **حفظناه** অর্থাৎ আমরা একে মুখস্থ করলাম।

২১১৫ **بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَالْإِسْتِعَاذَةِ بِهَا-**

৩১১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া

৬৮৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشُهُ فَلْيَنْفُضْهُ

بَصْنَفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَيَقْلُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ
أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.
تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشْرُ ابْنِ الْمُفْضِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ، وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَأَسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ -

[৬৮৮৯] আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা কেউ (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) শয্যায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ; তাহলে তাকে মাফ করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তা হলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে হিফায়ত কর, সেভাবে তার হিফায়ত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরণে ইয়াহইয়া ও বিশর ইবন মুফাদ্দাল (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহায়র, আবু যামরা, ইসমাঈল ইবন যাকারিয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন আজলান (র) ,..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

[৬৮৯০] حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ -

[৬৮৯০] মুসলিম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আপন শয্যায় যেতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন — হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুম) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

[৬৮৯১] حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ بْنِ حِرَاشٍ
عَنْ خُرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ
بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ -

[৬৮৯১] সাদ ইবন হাফস (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন তাঁর শয্যায় যেতেন তখন বলতেন : আমরা তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হচ্ছি (নিদ্রায় যাচ্ছি, নিদ্রা

থেকে জাগ্রত হচ্ছি এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

৬৮৭২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا-

৬৮৯২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে এবং সে বলে আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে পৃথক রাখুন। এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেন তা থেকে শয়তানকে পৃথক রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।

৬৮৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كِلَابُكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَاْمَسْكَنْ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقْ فَكُلْ-

৬৮৯৩ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর (শিকারের জন্য) ছেড়ে দেই। নবী ﷺ বললেন : যখন তুমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা খেতে পার। আর যদি ধারাল তীর নিক্ষেপ কর এবং এতে যদি শিকারের দেহ ফেড়ে দেয়, তবে তা খেতে পার।

৬৮৭৪ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَا بِالْحُمَانِ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ أَمْ لَا قَالَ أَذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا . تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالِدُ الرَّاءِ وَرَبِيُّ وَأَسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ-

৬৮৯৪ ইউসুফ ইবন মুসা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখানে এমন কতিপয় কাওম আছে, যারা সদ্য শিরক বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কিনা তা

আমরা জানি না। নবী ﷺ বললেন : তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা খাবে। এই হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান, দায়াওয়াদী এবং উসামা ইবন হাফস।

৬৮৯৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمَّى وَيَكْبَرُ-

৬৮৯৫ হাফস ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বিস্মিল্লাহ পড়ে এবং তাকবীর বলে দু'ইটি ভেড়া কুরবানী করেছেন।

৬৮৯৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ-

৬৮৯৬ হাফস ইবন উমর (র)..... জুনদাব ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন নবী ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ নামায আদায় করলেন। এরপর খুত্বা দিলেন এবং বললেন : সালাত আদায় করার পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবাই করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) যবাই করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবাই করে।

৬৮৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ-

৬৮৯৭ আবু নুআঈম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। কারো কসম করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে।

২১১৬ بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهِ ، وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ-

৩১১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা। খুযায়্যব (রা) বলেছিলেন, **وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ** (এবং ওটি আল্লাহর সত্তার স্বার্থে) আর তিনি মূল সত্তাকে তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে বলেছিলেন

৬৮৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيفُ لِبْنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ

مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبُ شِعْرُ
مَا أَبَالِي حِينَ أَقْتُلَ مُسْلِمًا- عَلَى آيِ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعٍ
فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا -

৬৮৯৮ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দশজন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব আনসারী (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবন আয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছে, যখন খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করার জন্য তারা সবাই একত্রিত হল, তখন খুবায়ব (রা) পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার থেকে একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। আর যখন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন খুবায়ব আনসারী (রা) কবিতা আবৃত্তি করে বললেন : “মুসলমান হওয়ার কারণেই যখন আমাকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন এতে আমার কোন আফসোস নেই। যে পার্শ্বেই চলে পড়ি না কেন, আল্লাহর জন্যই আমার এ মরণ। একমাত্র আল্লাহর সন্তার স্বার্থে আমার এ জীবন দান। যদি তিনি চান তবে আমার কর্তিত অঙ্গরাজির প্রতিটি টুকরায় তিনি বরকত দেবেন।” এরপর হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। তাঁদের সে মসীবতের খবরটি নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

২১১৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ : تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

৩১১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন (৩ : ২৮)। আল্লাহর বাণী : আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই (৫ : ১১৬)

৬৮৯৯ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ -

৬৮৯৯ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসে।

৬৯০০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي -

৬৯০০ আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখছেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, “আমার গযবের উপর আমার রহমতের শ্রাধান্য রয়েছে।”

৬৯.১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔

৬৯০১ উমার ইব্ন হাফস (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন, আমি সেইরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহ অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহ অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

২১১৮ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

৩১১৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল (২৮ : ৮৮)

৬৯.২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُمَرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا أَيْسَرُ۔

৬৯০২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) জাবির ইন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নাযিল হল : “হে নবী আপনি বলে দিন তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬ : ৬৫)। নবী ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ তখন বললেন : “কিংবা তোমাদের পদতল থেকে”; তখন নবী ﷺ বললেন : আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ বললেন : তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন : এটি তুলনামূলক সহজ।

২১১৯ بَابُ قَوْلِهِ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، تَغْدَى، وَقَوْلُهُ : تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

৩১১৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও (২০ : ৩৯) ।
মহান আল্লাহর বাণী : যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (৫৪ : ১৪)

৬৯.৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عِنَبَةً طَافِيَةً -

৬৯০৩ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয় । তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না । অবশ্যই আল্লাহ অন্ধ নন । এর সাথে সাথে নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন । মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ তো কানা । তার চোখটি যেন আংগুরের ন্যায় ভাসা ভাসা ।

৬৯.৪ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ -

৬৯০৪ হাফস ইবন উমার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর কাওমকে কানা মিথ্যুকটি সম্পর্কে সাবধান করেননি । এই মিথ্যুকটি তো কানা (দাজ্জাল) । আর তোমাদের প্রতিপালক তো অন্ধ নন । তার (দাজ্জালের) দু'চোখের মাঝখানে কাফের (শব্দ) লেখা থাকবে ।

৩১২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ -

৩১২০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা (৫৯ : ২৪)

৬৯.৫ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتَعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَأَلَتْ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ نَفْسُ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا -

৬৯০৫ ইসহাক (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধে কতিপয় বন্দিনী লাভ করলেন । এরপর তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে

চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও পোষণ করছিলেন। তাই তারা নবী ﷺ -কে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী ﷺ বললেন : এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত জীবন সৃষ্টি করবেন, তা সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ (র) কায়আ (র)-এর মধ্যস্থতায় আবু সাদ্দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেন।

২১২১. بَابُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي

৩১২১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।

৬৭.৬ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَتُّوا نُوحًا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَتُّوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلَكِنْ أَتُّوا مُوسَى سَيِّدَا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَتُّوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنْ أَتُّوا مُحَمَّدًا عَبْدَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي وَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ مُحَمَّدٌ ، وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَأَشْفَعُ تُشْفَعُ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ عِلْمِنِيهَا رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُلِي حَدًّا فَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ، ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَسَلْ تُعْطَى وَأَشْفَعُ تُشْفَعُ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ عِلْمِنِيهَا رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُلِي حَدًّا فَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً -

[৬৯০৬] মুআয ইবন ফাদালা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উক্তি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম (আ)! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখেছেন না? অথচ আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণ দিয়ে সিজদা করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি প্রদান করেন। আদম (আ) তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদম (আ) তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা স্বরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নূহ (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর প্রথম রাসূল। যাকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নূহ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ক্রটির কথা স্বরণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ক্রটিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যলাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। মূসা (আ)-ও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ক্রটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালেমা ও রুহ। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সিজদায় পড়বো। আল্লাহ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। (যা বলার) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সিজদায় পড়বো। আল্লাহর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন।

তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ করব। তখনো আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সিজদায় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দ্বারা প্রশংসা করে শাফাআত করব। তখনও একটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওজন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।

৬৭.৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللَّهِ مَلَى لَا تَغِيضُهَا نَفْقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مَنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْآخِرَى الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ-

৬৯০৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ হাত পরিপূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? আসমান যমীন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, এতদসত্ত্বেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে কিস্তিতও কমেনি। এবং নবী ﷺ বলেছেন : তখন তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থান করছিল। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান।

৬৭.৮ حَدَّثَنِي مُقَدِّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ. وَقَالَ عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ-

৬৯০৮ মুকাদ্দাম ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ একমাত্র আমিই। সাঈদ (র) মালিক (র) থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। উমর ইবন হামযা (র) সালিম (র)-এর মাধ্যমে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যমীনকে তাঁর মুঠোয় নিয়ে নেবেন।

৬৯.৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى اصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى اصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ بَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا لَهُ -

৬৯০৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ কিয়ামতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তারা আল্লাহ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ বলেন, এই বর্ণনায় একটু সংযোজন করেছেন, ফুদায়ল ইবন আয়ায..... আবিদা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ (রা) থেকে যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন।

৬৯১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْثَّرَى عَلَى اصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -

৬৯১০ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের থেকে জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছ ও কাদামাটিকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিরাজিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে ওঠলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আর তারা আল্লাহ পাকের মহানত্বের যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।

২১২২ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

৩১২২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আল্লাহ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়

৬৭১১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصَفِّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ الْمِدْحَةَ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ-

৬৯১১ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাদ ইবন উবাদা (রা) বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এই উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : তোমরা কি সাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহর চাইতে বেশি পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আত্মস্তুতি আল্লাহর চেয়ে বেশি কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

২১২২ بَابُ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ وَسَمِيَّ اللَّهُ نَفْسَهُ شَيْنًا، وَسَمِيَّ النَّبِيِّ

ﷺ الْقُرْآنَ شَيْنًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ، وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

৩১২৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল, আল্লাহ। এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে 'শাইউন' (বস্তু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার নবী ﷺ কুরআনকে বস্তু

আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটি আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ। মহান আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَاهَا- [৬৭১২]

[৬৯১২] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... সাহাল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাহাবী) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন।

২১২৬ : بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ارْتَفَعَ فَسَوَّاهُنَّ خَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَا عَلَى الْعَرْشِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَجِيدُ الْكَرِيمُ ، وَالْوَدُودُ الْحَبِيبُ ، يُقَالُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ وَمَحْمُودٌ مِنْ حَمِدٍ .

৩১২৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক। আবুল আলীয়া (র) বলেন, استوى الى السماء -এর মর্মার্থ হচ্ছে আসমানকে উড্ডীন করেছেন। اسوهن -এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি আসমানরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, استوى على العرش -এর মর্মার্থ হল, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, حميد مجيد অর্থ সম্মানিত, الودود অর্থ প্রিয়। বলা হয়ে থাকে, حميد مجيد মূলত প্রশংসনীয় ও পবিত্র। বস্তুত এটি مَاجِد থেকে فَعِيل -এর ওয়নে এসেছে। আর محمود (প্রশংসনীয়) এসেছে حمد থেকে।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدْخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا جَنَّتَكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَاذَا السَّرَّابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ- [৬৭১৩]

৬৯১৩ আবদান (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনু তামীম-এর কাওমটি এল। নবী ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে বনু তামীম। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। প্রতিউত্তরে তারা বলল, আপনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ যখন প্রদান করেছেন, তাহলে কিছু দান করুন। এ সময় ইয়ামানবাসী কতিপয় লোক নবী ﷺ -এর সেখানে উপস্থিত হল। নবী ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন : হে ইয়ামানবাসী! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। বনু তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলে উঠল, আমরা গ্রহণ করলাম শুভ সংবাদ। যেহেতু আমরা আপনার কাছে এসেছি দীনী জ্ঞান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কি ছিল? নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তখন ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন। এবং লাওহে মাফফুযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উম্মী পালিয়ে গিয়েছে, তার খবর লও। আমি উম্মীর সন্ধানে চললাম। দেখলাম, উম্মী মরীচিকার আড়ালে আছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! আমার মন চাচ্ছিল উম্মী চলে যায় যাক তবুও আমি মজলিস ছেড়ে যেন না উঠি।

৬৯১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ يَمِينُ اللَّهِ لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةُ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْآخِرَى الْفَيْضُ أَوْ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ-

৬৯১৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর দান হাত পরিপূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিলাগ্ন থেকে তিনি কত খরচ করে চলেছেন, তবুও তাঁর দান হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছে। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে দেওয়া এবং নেওয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

৬৯১৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ وَأْمِسْكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ، قَالَ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ زَوْجُكُمْ أَهْلِيكُمْ وَزَوْجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-

৬৯১৫ আহ্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে

তোমার কাছে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোন জিনিস গোপনই করতেন, তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যায়নাব রা) অপরাপর নবী সহধর্মিণীর কাছে এই বলে গৌরব করতেন যে, তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাবিত (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : (হে নবী) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করতেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোকদের ভয় করছিলেন। এই আয়াতটি যায়নাব ও যায়িদ ইবন হারিসা। (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

[৬৭১৬] حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ۔

[৬৯১৬] খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নবী ﷺ যায়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন রুটি ও গোশত আহার করিয়েছিলেন। সহধর্মিণীদের উপর যায়নাব (রা) গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

[৬৭১৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخُلُقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي۔

[৬৯১৭] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন সকল মাখলুক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপর তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, “অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।”

[৬৭১৮] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هَلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ هَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔

৬৯১৮ ইব্রাহীম ইব্ন মুনিয়র (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কয়েম করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুক। সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই বিষয়টি আমরা লোকদের জানিয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অবশ্যই, জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফিরদাওস জান্নাত চাইবে। কেননা, সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহর) আরশটি এরই ওপর অবস্থিত। এই ফিরদাওস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে।

৬৯১৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُودِ وَكَانَهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ : ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدَ اللَّهِ -

৬৯১৯ ইয়াহইয়া ইব্ন জাফর (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সেখানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন : হে আবু যর! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবু যর (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজদার জন্য। তারপর সিজদার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হুকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, “এটিই তার অবস্থান স্থল” আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরআত অনুযায়ী।

৬৯২০ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ . لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةَ بَرَاءة -

৬৯২০ মুসা (র)..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাই আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। পরিশেষে

সূরা তাওবার শেষাংশ একমাত্র আবু খুযায়মা আনসারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। (আর তা হচ্ছে) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ থেকে সূরা বারাতের শেষ পর্যন্ত।

৬৭২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا ، وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ-

৬৯২১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ও আবু খুযায়মা আনসারীর কাছে এ আয়াত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৭২২ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

৬৯২২ মুআল্লা ইবন আসাদ (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃখ যাতনার সময় নবী ﷺ দোয়া করতেন এই বলে : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি আরশ আযীমের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

৬৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ . وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى أَخَذَ بِالْعَرْشِ-

৬৯২৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। (যখন আমার হুঁশ ফিরে আসবে) তখন আমি মুসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে দণ্ডায়মান দেখতে পাব। বর্ণনাকারী মাজিশুন আবদুল্লাহ ইবন ফাজল ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সবচাইতে আগে পুনরুত্থিত হব। তখন মুসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশ ধরে আছেন।

২১২৫ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِأَخِيهِ اعْلَمْ لِي

عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ، يَقُولُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى اللَّهِ

৩১২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (৭০ : ৪)। এবং আল্লাহর বাণী : তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে (৩৫ : ১০)। আবু জামরা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির খবর শুনে আবু যর (রা) তাঁর ভাইকে বললেন, আমার জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থাটি অবহিত হয়ে নাও, যিনি ধারণা করেছেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর আসে। মুজাহিদ (র) বলেছেন, নেক কাজ পবিত্র কথাকে উর্ধ্বগামী করে। ذِي الْمَعَارِجِ -এর ব্যাপারে বলা হয় — ঐ সকল ফেরেশতা যারা আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

٦٩٢٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ . وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ -

৬৯২৪ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের নামাযে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে অধিক জ্ঞাত; কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওদেরকে নামাযে পেয়েছিলাম।

খালিদ ইবন মাখলাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর দান হাত দ্বারা কবুল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহর দিকে কোন কিছু অগ্রগমন করতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করতে থাক। পরিশেষে তা পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে। ওয়ারাকা

(র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন কিছুই গমন করতে পারে না।

৬৭২৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

৬৯২৫ আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুঃখ-যাতনার সময় নবী ﷺ এই বলে দোয়া করতেন : মহান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আসমানসমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

৬৭২৬ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ أَوْ أَبِي نُعْمٍ شَكَ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذَهَبِيَّةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ. وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيُّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذَهَبِيَّةٍ فِي تَرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ حَصَنَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عُلْقَمَةَ بْنَ عَلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدُ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُونَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَأَتَى الْجَبِينِ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ ﷺ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتَهُ فَيَأْمِنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنْعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لِنِّ اَدْرَكَتْهُمْ لَا قَتْلَهُمْ قَتَلَ عَادَ-

৬৯২৬ কবীসা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সমীপে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠানো হলে তিনি চারজনকে বন্টন করে দেন। ইসহাক ইব্ন নাসর (র)..... আবু সাঈদ

খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। নবী ﷺ বনু মুজাশি গোত্রের আকরা ইবন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইবন হিসন ইবন বদর ফাযারী, আলকামা ইবন উলাছা আমিরী ও বনু কিলাবের একজন এবং বনু নাবহান গোত্রের যায়িদ আল খায়ল তাঈর মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এই কারণে কুরাইশ ও আনসারীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, নবী ﷺ নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বিমুখ করছেন। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন : আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। তখন কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাড়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুগুনো মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। নবী ﷺ বললেন : আমিই যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে তাঁর অনুগত হবে আর কে? আর এজন্যই তিনি আমাকে পৃথিবীর লোকের উপর আমানতদার নির্ধারণ করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। এমন সময় দলের মধ্য থেকে একটা লোক, সম্ভবত তিনি খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা), সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য নবী ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। সে লোকটি চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীদেরকে তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির হত্যার মত তাদেরকে হত্যা করব।

৬৭২৭ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ-

৬৯২৭ আইয়াশ ইবন ওয়ালীদ (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, “আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।” তিনি বলেছেন : সূর্যের নির্দিষ্ট গন্তব্য হল আরশের নিচে।

২১২৬ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ-

৩১২৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে

৬৭২৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهَشِيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَبِيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا-

৬৯২৮ আমর ইবন আওন (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অচিরেই

তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর।

৬৭২৭ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عِيَانًا-

৬৯২৯ ইউসুফ ইবন মুসা (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।

৬৭২. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ-

৬৯৩০ আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন : অবশ্যই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ না।

৬৭৩১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَهَلْ تَضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَاتَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسُ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرُ وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوْاعِغَ الطَّوْاعِغُ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا ، أَوْ مُنَافِقُوهَا شَاكُ إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُولُ أَنَا رَبَّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبَّنَا فَأِذَا جَاءَنَا رَبَّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبَّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبَّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرِّسْلُ ، وَدَعَوَى الرِّسْلُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدَرُ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخَطَّفَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ نَقِيَ بَعْلَمِهِ وَالْمُؤَبَّقُ ، بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ الْمُخْرَدَلُ أَوْ الْمُجَازَى أَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتَجَلَّى إِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ ، كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بَوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَصْرَفَ وَجْهِي عَنْ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا ، فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبُّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاطِئِقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَرَأَاهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبِّ قَدِمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أُعْطِيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاطِئِقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَيَلِكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ ، يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاطِئِقَ فَيَقْدُمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبَرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبِّ ادْخَلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَلَسْتَ قَدْ أُعْطِيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاطِئِقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَكَ وَيَلِكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ

اللَّهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ أُدْخِلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَالَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيَذْكُرُهُ وَيَقُولُ وَكَذَا وَكَذَا حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ-

৬৯৩১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি আবার বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও? সবাই বলে উঠলেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা অনুরূপ আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ লোকদেরকে সমবেত করে বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। আর যারা তাগুতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অবশিষ্ট থাকবে এই উম্মত। এদের মধ্যে এদের সুপারিশকারীরাও থাকবে অথবা রাবী বলেছেন, মুনাফিকরাও থাকবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্রাহীম (র) সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন : আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তারপর আল্লাহ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের রব। তারপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর দোযখের উপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল অতিক্রম করবে, আমি এবং আমার উম্মত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহুয়া সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন)। এবং জাহান্নামে সাদান-এর কাঁটার মত আঁকড়া থাকবে। তোমরা দেখেছ কি সাদান-এর কাঁটা? সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জাহান্নামের যে কাঁটাগুলো এ সাদান-এর কাঁটার মত। হ্যাঁ, তবে সেগুলো যে কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ওসব কাঁটা মানুষকে তাদের কর্ম অনুপাতে বিদ্ধ করবে। কতিপয় মানুষ থাকবে ঈমানদার, তারা তাদের আমলের কারণে নিরাপদ থাকবে। আর কেউ কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংস হবে। কাউকে নিক্ষেপ করা হবে, আর কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কিংবা

অনুরূপ কিছু রাবী বলেছেন। তারপর (মহান আল্লাহ্) প্রকাশমান হবেন। তিনি বান্দাদের বিচারকার্য সমাপন করে যখন আপন রহমতে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীকে বের করতে চাইবেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার শিরক-মুজদেরকে দোযখ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন। তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের উপর আল্লাহ্ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

সিজদার চিহ্ন দ্বারা তাদের ফেরেশতাগণ চিনতে পারবেন। সিজদার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহান্নামের আগুন ভষ্মীভূত করে দেবে। সিজদার চিহ্নসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া আল্লাহ্ জাহান্নামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে সঞ্জীবনীর পানি। এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপন করবেন। এদের মধ্য থেকে একজন অবশিষ্ট রয়ে যাবে, যে জাহান্নামের দিকে মুখ করে থাকবে। জাহান্নামীদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার চেহারাটা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, জাহান্নামের (দুর্গন্ধময়) হাওয়া আমাকে অস্থির করে তুলছে এবং এর শিখা আমাকে জ্বালাচ্ছে। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রার্থনীয় জিনিস যদি তোমাকে প্রদান করা হয়, তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? তখন সে বলবে, না, তোমার ইচ্ছাতের কসম করে বলছি, তা ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। ফলে আল্লাহ্ তার চেহারা জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে এবং জান্নাতকে দেখবে, সে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী যতক্ষণ চুপ থাকার চুপ থেকে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, তুমি কি বহু প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুই তুমি কখনো চাইবে না। সর্বনাশ তোমার, হে আদম সন্তান! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, আচ্ছা, এটি যদি তোমাকে দেওয়া হয়, আর কিছু তো চাইবে না? সে বলবে, তোমার ইচ্ছাতের কসম! সেটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দেবে আর আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড়াবে, তখন তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে এর মধ্যকার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী নীরব থেকে, পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুর প্রার্থনা করবে না? সর্বনাশ তোমার! হে বনী আদম! কতই না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে নিকৃষ্টতর হতে চাই না। তখন সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ এতে হেসে দেবেন। আল্লাহ্ তার অবস্থার প্রেক্ষিতে হেসে তাকে নির্দেশ দেবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে সস্বোদন করে বলবেন : এবার তুমি চাও। সে তখন রবের কাছে যাক্ষণ করবে এবং আকাজ্জা প্রকাশ করবে। পরিশেষে আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা, ওটা চাও। এতে তার আরযু-আকাজ্জা সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ বললেন : তোমাকে ওগুলো দেয়া হল, সাথে সাথে সে পরিমাণ আরো দেয়া হল।

আতা ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যখন হাদীসটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর এই বর্ণিত হাদীসের কোথাও প্রতিবাদ করলেন না। বর্ণনার শেষাংশে এসে আবু হুরায়রা (রা) যখন বর্ণনা করলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে বললেন, ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আরো তার সমপরিমাণ তার সাথে দেওয়া হল” তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রতিবাদ করে বললেন, হে আবু হুরায়রা (রা), রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন : তার সাথে আরো দশগুণ। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সংরক্ষণ করেছি এভাবে—ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আর এর সাথে আরো এক গুণ দেওয়া হলো। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে এভাবে সংরক্ষণ করেছি — ও সবই তোমাকে দেওয়া হলো, এর সাথে তোমাকে দেওয়া হলো আরো দশ গুণ। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি।

৬৭৩২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ إِذَا كَانَتْ ضَحْوًا ؟ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَانْتُمْ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبِّهَا ، ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلِّ إِلَهَةٍ مَعَ إِلَهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغَيْرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَانَهَا سَرَابٌ ، فَيَقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ فَيَقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تَرِيدُونَ ؟ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيَقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يَقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تَرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيَقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيَقَالُ لَهُمْ مَا يَجْلِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ فَارْقَنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنْهُنَّ إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا وَلَا يَكْلِمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا

وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتِي بِالْجَسْرِ فَيَجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبٌ وَحَسَكَةٌ مُفَاطِحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عَقِيفَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ مَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشِدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمُنَا لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ بَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمَةٍ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَأَقْرَأُوا : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يِضَاعِفْهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبَتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيُخْرِجُونَ كَانَهُمُ اللَّوْلُؤُ فَيَجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عَتَقَاءُ الرَّحْمَنِ ادْخُلْهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيَقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَهْمُوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ

هَنَّاكُمْ، قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَلَكِنْ
 أَنْتُمْ نَوْحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَاتُونَ نَوْحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ
 خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ،
 قَالَ فَيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِنْ
 أَنْتُمْ مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ
 إِنِّي لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ عِيسَى عَبْدَ
 اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ فَيَاتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَلَكِنْ
 أَنْتُمْ مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَاتُونِي فَاسْتَأْذِنُ
 عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ
 أَنْ يَدْعُنِي، فَيَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدٌ، وَقُلْ تَسْمَعُ، وَاشْفَعُ تَشْفَعُ، وَسَلِّ تَعْطُ، قَالَ
 فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَتْنِي عَلَى رَبِّي بِنِئَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا
 فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرَجُهُمْ مِنَ النَّارِ
 وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ
 وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدٌ، وَقُلْ تَسْمَعُ،
 وَاشْفَعُ تَشْفَعُ وَسَلِّ تَعْطُ، قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي، فَأَتْنِي عَلَى رَبِّي بِنِئَاءٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ
 ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ
 فَأَخْرَجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ
 فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، ثُمَّ يَقُولُ
 أَرْفَعُ مُحَمَّدٌ، وَقُلْ تَسْمَعُ، وَاشْفَعُ تَشْفَعُ، وَسَلِّ تَعْطُ، قَالَ فَارْفَعُ رَأْسِي، فَأَتْنِي
 عَلَى رَبِّي بِنِئَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ
 الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَخْرُجُ فَأَخْرَجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
 حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ
 الْآيَةَ: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ
 نَبِيُّكُمْ -

৬৯৩২ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন : সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা। নেক্কার ও গুনাহ্গার সবাই। এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র (আ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহর কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগণ। তাদের নেক্কার ও গুনাহ্গার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন : এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন — আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের উপর। সাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো।

তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের

ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশি কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড় : আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)। তারপর নবী ﷺ, ফেরেশতা ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন কতগুলো কণ্ডমকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায বীজ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবে : তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরো সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ আপন কুদরতের হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী ﷺ বলেন : এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ (আ)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার

ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী ﷺ বলেন : অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সবাই তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তারা সবাই তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদার পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মদ, মাথা উঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তখন আমি আমার মাথা উঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর আমি শাফা'আত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর আমি শাফা'আত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে

জান্নাতে প্রবেশ করা। পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ী বাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস (রা) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) : আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।

[৬৭৩৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ-

[৬৯৩৩] উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাদ ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মূল্যাকাত পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে। আমি হাওয়ের (কাউসারের) কাছেই থাকব।

[৬৭৩৪] حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَصَمْتُ وَبِكَ حَكَمْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قِيَامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِيَوْمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَأَ عُمَرُ الْقِيَامُ ، وَكِلَاهُمَا مَذْحٌ-

[৬৯৩৪] সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তখন বলতেন : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক এবং কিয়ামত হক। ইয়া আল্লাহ! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি

ইসলাম কবুল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াক্কুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গুণ ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত তা সবই মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। বর্ণনাকারী তাউস (র) থেকে কায়স ইবন সাদ (র) এবং আবু যুযায়র (র) **এর স্থলে قِيَام -এর স্থলে قِيَام** বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন **সবকিছু** পরিচালককে বলা হয়ে থাকে। উমর (রা) **قِيَام** পড়েছেন। মূলত শব্দ উভয়টিই প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬৭৩৫ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ-

৬৯৩৫ ইউসুফ ইবন মুসা (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার প্রতিপালক আলাপ করবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দাও থাকবে না।

৬৭৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّةٍ أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءَ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ-

৬৯৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনে তাদের তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া আর কোন কিছু অন্তরায় থাকবে না।

৬৭৩৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعِينٍ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اقْتَطَعَ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ بَيِّمِينَ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْآيَةَ-

৬৯৩৭ হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

বাণীর সমর্থনে আল্লাহর কিতাবের আয়াত তিলাওয়াত করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না..... (৩ : ৭৭)।

৬৭৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ-

৬৯৩৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তিন প্রকারের মানুষ, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। যে ব্যক্তি তার দ্রব্যের উপর এই মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে দেওয়া হলো এর চেয়ে অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাচ্ছিল। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে। (৩) এক ব্যক্তি সে, যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার মেহেরবানী থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব, যেমনি তুমি যা তোমার হাতের অর্জিত নয় তা থেকে বিমুখ করতে।

৬৭৩৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيْ شَهْرٌ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى، قَالَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَإِنَّ رِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَاسْتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا

لَيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ-

৬৯৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পালাতাই
আল্লাহর
৩৭ সপ্তম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অবস্থায় যামান পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বারটি মাসে এক বছর হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস (বিশেষভাবে) মর্যাদাসম্পন্ন। যুলকাদা, যুলহাজ্জা ও মুহাররম — এই তিনটা মাস একাধারে এসে থাকে। আর মুয়ার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পালাতাই
আল্লাহর
৩৭ সপ্তম চুপ থাকলেন, যদরুণ আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এই নামটি পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি যুলহাজ্জা নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ, এটি যুলহাজ্জার মাস। তিনি বললেন : এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন : আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হয়ত শহরটির নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নাম রেখে দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি সেই (পবিত্র) শহরটি নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই দিনটি কোন্ দিন? আমরা উত্তর করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন, যার দরুন আমরা ভাবলাম, তিনি সম্ভবত এর নামটা পাল্টিয়েই দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। নবী পালাতাই
আল্লাহর
৩৭ সপ্তম তখন বললেন : তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আবু বাকরা (রা) 'তোমাদের ইয্যত' কথাটিও বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ ওসব এ পবিত্র দিনে, এ পবিত্র শহরে, এ পবিত্র মাসটির ন্যায় পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। এবং অতিশীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, আমার ওফাতের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরকে হত্যা করো না। সাবধান! উপস্থিতগণ অনুপস্থিত লোকদের কাছে (কথাগুলো) পৌঁছিয়ে দেবে। কেননা, হয়ত যার কাছে (রেওয়াত) পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে, যারা (রেওয়াত) প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী পালাতাই
আল্লাহর
৩৭ সপ্তম সত্যিই বলেছিলেন। অতঃপর নবী পালাতাই
আল্লাহর
৩৭ সপ্তম বললেন : আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি? আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি কি?

২১২৭ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ . إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৩১২৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী (৭ : ৫৬)

৬৭৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ لِبْعُزِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِي ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَأَرْسَلَ أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ ، وَكُلُّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَا

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَقَلُّقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهُا شَتَّةٌ ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبَكَّى ، فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ -

৬৯৪০ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ -এর জনৈক কন্যার এক ছেলের জীবনসায়াকে তাঁর কন্যা নবী ﷺ -কে যাওয়ার জন্য (অনুরোধ করে) একজন লোক পাঠালেন। উত্তরে নবী ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ যা নিয়ে নেন এবং যা দান করেন সবই তাঁরই জন্য। আর প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন সবার করে এবং সাওয়াবের আশা করে। তারপর নবী-তনয়া নবী ﷺ -কে পুনরায় যাওয়ার জন্য কসম দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন, আমি, মুআয ইব্ন জাবাল, উবায় ইব্ন কাব, উবাদা ইব্ন সামিতও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়লাম। আমরা যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম তখন তারা বাচ্চাটাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দিলেন। অথচ তখন বাচ্চার বুকের মধ্যে এক অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা নবী ﷺ তখন বলেছিলেন : এ তো যেন মশকের মত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কান্দলেন। তা দেখে সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, আপনি কান্দছেন? তিনি বললেন : অবশ্যই আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

৬৭৬১ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ ، فَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحِمَتِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلُوءٌ ، قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ يُنْهَى لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقُونَ فِيهَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَيَمْتَلِئُ ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ -

৬৯৪১ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাদ ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কি হলো যে তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহান্নামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌঁছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহান্নামের জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো

নিষ্কেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহান্নামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর করবে – যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

৬৭৬২ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعُ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةٌ ثُمَّ يَدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ - قَالَ هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৯৪২ হাফস ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কতিপয় কাওম তাদের গুনাহর কারণে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের অগ্নিশিখায় পৌঁছবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা নিজ করুণার বদৌলতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। হামাম (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১২৮ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

৩১২৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় (৩৫ : ৪১)

৬৭৬৩ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْأَرْضَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إصْبَعٍ وَالشَّجَرِ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .

৬৯৪৩ মুসা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙ্গুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষলতা ও নদীনালাকে আরেকটি আঙ্গুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর রেখে দেবেন। এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং বললেন : তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ : ৯১)

২১২৯ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَهَلَامِهِ هُوَ الْخَالِقُ الْمَكُونُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مَكُونٌ -

৩১২৯. অনুচ্ছেদ : আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে; এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ। অতএব প্রতিপালক তাঁর গুণাবলি, কাজ, নির্দেশ ও কালামসহ তিনি স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী। তিনি অসৃষ্ট। তাঁর কাজ, নির্দেশ ও সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব দানে যা সম্পাদিত হয়, তাই হলো কর্ম, সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু

৬৭৬৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيَّتُ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةَ لَيْلَةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَتَنَظَّرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لِأُولَى الْأَبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْزَنَ ثُمَّ صَلَّى أَحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ

৬৯৪৪ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে ছিলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায কিরূপ হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন : আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে..... বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পর্যন্ত (৩ : ১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওযু ও মিসওয়াক করলেন। অতঃপর এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। বিলাল (রা) নামাযের (ফজরের) আযান দিলে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে সাহাবাদেরকে ফজরের (দু'রাকাত) নামায পড়িয়ে দিলেন।

২১৩. بَابُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

৩১৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (৩৭ : ১৭১)

৬৭৬৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي -

৬৯৪৫ ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, “আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।”

[৬৭৬৬] حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا-

[৬৯৪৬] আদম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি 'সত্যবাদী' এবং 'সত্যবাদী বলে স্বীকৃত' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো একরূপ বীর্ষ থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময়ে আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতাকে চারটি জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশতা তার রিযিক, আমল, আয়ু এবং সৌভাগ্য কিংবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়। তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। এজন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু অগ্রগামী হয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাকদীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে দোষীদের আমল করে। পরিশেষে সে দোষখেই প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ দোষীদের ন্যায় আমল করে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার ও দোষখের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদীরের লেখনী প্রবল হয়, যদ্বারা সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

[৬৭৬৭] حَدَّثَنَا خُلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا جَبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَتَنْزَلَتْ. وَمَا تَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ هَذَا كَانَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ -

[৬৯৪৭] খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল! আপনি আমাদের সাথে যে পরিমাণ সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে অধিক সাক্ষাৎ করতে কিসে বাধা দেয়? এরই প্রেক্ষিতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পিছনে আছে এবং যা এ দুয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন..... (৯৯ : ৬৪)। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এটি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশ্নের জবাব।

৬৭৬৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ -

৬৯৪৮ ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদীনায় একটি কৃষিক্ষেত্রে দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি যখন ইহুদীদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। পরিশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেন : “তোমাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে” (১৭ : ৮৫)। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

৬৭৬৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكْفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصَدِيقُ كَلِمَاتِهِ بَأَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ -

৬৯৪৯ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কলেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

৬৭৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৬৯৫০ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, কেউ লড়াই করছে মর্যাদার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার লড়াইটা আল্লাহর পথে হচ্ছে? নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ রাখার জন্য লড়াই করছে, সেটাই আল্লাহর পথে।

২১২১ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ**

৩১৩১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে..... (২৭ : ৪০)

৬৭৫১ **حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ**
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ
عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ -

৬৯৫১ শিহাব ইবন আব্বাদ (র)..... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে সর্বদাই জয়ী থাকবে।

৬৭৫২ **حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ**
حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ مِنْ
أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ
هَذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৬৯৫২ হুমায়দী (র)..... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে একটি দল সব সময় আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা এদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। মালিক ইবন ইয়ুখামির (র) বলেন, আমি মুআয (রা)কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে সিরিয়ার অধিবাসী। মুআবিয়া (রা) বলেন, মালিক ইবন ইয়ুখামির (রা) বলেন, তিনি মুআয (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁরা হবে সিরিয়ার।

৬৭৫৩ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا**
نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ
لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَكِنْ أَدْبَرْتَ
لَيَعْقُرَنَّكَ اللَّهُ -

[৬৯৫৩] আবুল ইয়ামান (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একদা মুসায়লামার কাছে একটু অবস্থান করলেন। তখন সে তার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে ছিল। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি যদি আমার কাছে এ টুকরাটিও চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাও তো দিচ্ছি না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তুমি অতিক্রম করতেও পারবে না। আর যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।

[৬৯৫৪] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ حَرْثٍ أَوْ خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَىءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هُكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

[৬৯৫৪] মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত্রে কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে চলছিলাম। নবী ﷺ নিজের সাথে রক্ষিত একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তাদের একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল — তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না। হয়তো তিনি এমন জিনিস উপস্থাপন করে দেবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় লাগবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তারপর তাদেরই একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসিম! রুহ কি? এতে নবী ﷺ নীরব রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, এরপর তিনি (নিম্নোক্ত আয়াত) পড়লেন : “তোমাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে” (১৭ : ৮৫)। আমাশ বললেন, আয়াতে وما اوتوا আমাদের কিরাআতে এমনই বিদ্যমান আছে।

۲۱۳۲ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَوْلِهِ ، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَوْلِهِ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سَخَّرَ ذَلِكَ

৩১৩২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়শেষ পর্যন্ত (১৮ : ১০৯)। মহান আল্লাহর বাণী : পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৩১ : ২৭)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন..... মহিমময় প্রতিপালক আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (৭ : ৫৪) سخر অর্থ ذلل অধীন করা।

৬৭০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكْفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ-

৬৯৫৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যামিন হয়ে যান। হয়তো বা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নতুবা সে যে সাওয়াব ও গনীমাত হাসিল করেছে, তা সহ তিনি তাকে তার আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তিত করবেন।

২১১৮ بَابُ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَوَتَّى الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولْنَ لِمَنْ يُشَاءُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ-

৩১৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন (৭৬ : ৩০)। আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর (৩ : ২৬)। মহান আল্লাহর বাণী : কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবেনা, ‘আমি তা আগামী কাল করব, আল্লাহ ইচ্ছ করলে’, এ কথা না বলে (১৮ : ২৩-২৪)। মহান আল্লাহর বাণী : তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। (২৮ : ৫৬)। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) তাঁর পিতা মুসাইয়্যাব থেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াত আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না (২ : ১৮৫)

৬৯০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَأَعَزِّمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتُ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ۔

৬৯০৬ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তখন দোয়ায় দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তোমাদের কেউই এমন কথা কখনো বলা চাই না যে, (হে আল্লাহ!) তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দান কর। কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী এমন কেউ নেই।

৬৯০৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تَصَلُّونَ ، قَالَ عَلِيُّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئٍ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخْذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔

৬৯০৭ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)..... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও রাসূল-তনয়া ফাতিমার কাছে রাতে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা নামায আদায় করছ না? আলী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জীবন অবশ্যই আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওঠাতে চান জাগিয়ে ওঠান। আমি এ কথা বলার পর, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চললেন। আর আমার কথার কোন উত্তর করলেন না। যাওয়ার সময় তাঁকে উরুর ওপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড় ঝগড়াটে।

৬৯০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيءُ وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تَكْفِيئُهَا فَإِذَا سَكَنتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَكْفَى بِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ۔

৬৯০৮ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার শস্যক্ষেতের নরম ডগার মত। জোরে বাতাস এলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। যখন বাতাস থেমে যায়, তখন আবার স্থির হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা

হয়। আর কাফেরের উদাহরণ দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। যদরুন আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন।

৬৭০৭ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمَنَبَرِ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةُ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمَلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَةِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقْلُ عَمَلًا وَآكْثَرُ أَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءَ-

৬৯৫৯ আল হাকাম ইবন নাফি' (র)..... আবদুল্লাহ্ উবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি মিন্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন : তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হলো। অতঃপর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী আমল করল আসরের নামায পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেওয়া হলো এক এক কীরাত করে। (সর্বশেষে) তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দুই কিরাত দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাতো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তখন বললেন : তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।

৬৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ قَالَ أَبَايَعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَاخَذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَيَّ اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ-

৬৯৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবুল করছি যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিত্তিহীন জিনিস গড়বে না, কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের থেকে যারা ওসব যথাযথ পুরা করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। আর যারা ওসব নিষিদ্ধ জিনিসের কোনটায় লিপ্ত হয়ে গেলে তাকে যদি সে কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়, তা হলে তা হবে তার জন্য কাফফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহ ঢেকে রাখেন সেটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

৬৯৬১ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ كَانَ لَهُ سِتْنُونَ أَمْرَةً فَقَالَ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ أَمْرَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا أَمْرَةً وَلَدَتْ شِقَ غُلَامٍ - قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَتْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ أَمْرَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

৬৯৬১ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহর নবী সুলায়মানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। একদা সুলায়মান (আ) বললেন, আজ রাতে আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন সন্তান প্রসব করবে, যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলায়মান (রা) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের থেকে একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। নবী ﷺ বললেন : যদি সুলায়মান (আ) ইনশা আল্লাহ বলতেন, তাহলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে যেতো এবং প্রসব করতো এমন সন্তান যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

৬৯৬২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعْوُدُهُ ، فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذَا -

৬৯৬২ মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুঈনের কাছে প্রবেশ করলেন তার রোগের খৌজখবর নিতে। তিনি বললেন : আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। বেদুঈন বলল সুস্থতা? না, বরং এটি এমন জ্বর যা একজন প্রবীণ বুড়োকে সিদ্ধ করেছে, ফলে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তাহলে সেরুপই।

৬৭৬৩ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ فَقَضُوا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى -

৬৯৬৩ ইবন সালাম (র)..... আবু কাতাদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁরা নামায থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবী ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রুহকে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওযু করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে স্বেতবর্ণ হয়ে গেল। নবী ﷺ উঠলেন, নামায আদায় করলেন।

৬৭৬৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَافْتَقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْنَى اللَّهَ -

৬৯৬৪ ইয়াহইয়া ইবন কাযাআ ও ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পর গালমন্দ করল। মুসলিম ব্যক্তিটি বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। এরপর ইহুদীটিও বলল, সে মহান সত্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। এরপরই মুসলিম লোকটি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করল। এই প্রেক্ষিতে ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটেছে তা জানাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, সব মানুষ (শিংগায় ফুৎকারে) বেহুঁশ হয়ে যাবে। তখন সর্বপ্রথম আমি হুঁশ ফিরে পাব। পেয়েই দেখব, মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে আছেন। অতএব আমি জানি না, তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়ে গেলেন, নাকি তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ বেহুঁশ হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন।

৬৯৬৫] حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ أَبِي عَيْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرُبُهَا الدَّجَالُ وَلَا الطَّاعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

৬৯৬৫] ইসহাক ইবন আবু ঈসা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল মদীনার উদ্দেশ্যে আসবে, তবে সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারারত দেখতে পাবে। সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার কাছেও আসতে পারবে না ইনশা আল্লাহ।

৬৯৬৬] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِمَتِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৯৬৬] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দোয়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করছি ইনশা আল্লাহ।

৬৯৬৭] حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ ابْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بَعْطَنٍ-

৬৯৬৭] ইয়াসারা ইবন সাফওয়ান ইবন জামীল লাখিমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে একটি কূপের কাছে দেখতে পেলাম। তারপর আমি সে কূপ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পানি ওঠালাম। তারপর আবু কুহাফার পুত্র (আবু বাকর) তা (হাতে) নিলেন এবং তিনি এক বা দুই বালতি উঠালেন। তার ওঠানোর মধ্যে একটু দুর্বলতা ছিল। তাকে আল্লাহ মাফ করুন। তারপর উমর তা (হাতে) নিলেন। তখন তা বিরাট একটি বালতিতে রূপান্তরিত হল। আমি লোকের মধ্যে কোন মহাবীরকেও তার মত পানি তুলতে আর দেখিনি। এমনকি লোকেরা কূপটির পার্শ্বে উটশালা তৈরী করে নিল।

৬৯৬৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ، وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِمَا شَاءَ-

৬৯৬৮ মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী লোক এলে তিনি সাহাবাদের বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ কর, এর প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করে থাকেন, যা তিনি চান।

৬৯৬৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعِزِّمْ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مَكْرَهَ لَهُ۔

৬৯৬৯ ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ এভাবে দোয়া করো না, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম কর, যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিক দাও, যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দোয়া প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

৬৯৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَالَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا، فَأَوْحَى إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَالَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ۔

৬৯৭০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবন কায়স ইবন হিস্ন ফাযারী (রা) মুসা (আ)-এর সঙ্গীটি সম্পর্কে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছিলেন যে, তিনি কি খাযির ছিলেন? এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে উভায় ইবন কা'ব আনসারী (রা) যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মুসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। মুসা

(আ) যার সাথে সাক্ষাতের পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মূসা! আপনি কি জানেন, আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন? মূসা (আ) বললেন, না। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হল যে, হ্যাঁ আছেন, আমার বান্দা খায়ির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সেজন্য একটি মাছকে নিদর্শন স্বরূপ ঠিক করলেন এবং তাকে বলা হল, মাছটিকে যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন সেদিকে ফিরে যাবে, তবে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। এরই প্রেক্ষিতে মূসা (আ) সাগরে মাছের চিহ্ন ধরে তালাশ করতে থাকলে মূসার সঙ্গী যুবকটি মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ : ৬৩)। মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দু'জনেই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো (১৮ : ৬৫)। তাদের এই দু'জনের ঘটনা যা ঘটলো, আল্লাহ তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

৬৭৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَلُ غَدَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ -

৬৯৭১ আবুল ইয়ামান ও আহমাদ ইবন সালিহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : আমরা আগামী দিন বনী কিনানা গোত্রের উপত্যকায় অবস্থান করব ইনশা আল্লাহ, যে স্থানে কাফেরগণ কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ নিয়েছিল। তিনি মুহাস্সাবকে উদ্দেশ্য করছিলেন।

৬৭৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ نَقْفُلُ وَلَمْ تَفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَاصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৬৯৭২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তায়েফবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। তবে তা বিজয় করতে পারলেন না। এইজন্য তিনি বললেন : আমরা ইনশা আল্লাহ ফিরে যাব। মুসলিমগণ বলে উঠল, “আমরা কি ফিরে যাবো? অথচ বিজয় হলো না”। নবী ﷺ বললেন : আগামীকাল ভোরে যুদ্ধ কর। পরদিন তারা যুদ্ধ করল। বহু লোক আহত হল। নবী ﷺ পুনরায় বললেন : আমরা ইনশা আল্লাহ আগামী কাল ভোরে ফিরে যাব। এবারের উক্তিটি যেন মুসলিমগণের কাছে খুবই আনন্দের মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন।

۳۱۳۴ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وَقَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ، وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يَخْشَرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَالِكُ أَنَا الدِّيَّانُ-

৩১৩৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন। তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুদ্র মহান (৪৩ : ২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কি সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (২ : ২৫৫)। বর্ণনাকারী মাসরুক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যখন ওহীর দ্বারা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসিগণ কিছু শুনতে পায়। তাদের অন্তর থেকে যখন ভয় দূর করে দেয়া হয়। আর ধ্বনি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন তারা উপলব্ধি করে যে, যা ঘটেছে তা অবশ্যই একটা বাস্তব সত্য। তারা পরস্পরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা বলে ‘হক’ বলেছেন জাবির (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আল্লাহ সমস্ত বান্দাকে হাশরে একত্রিত করে এমন আওয়াজে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মত দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহর ভাষ্য থাকবে আমিই মহা সম্রাট, আমিই প্রতিদানকারী

۶۹۷۳ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قَالَ عَلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٌ يَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ- قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِذَا - قَالَ قَالَ عَلِيُّ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِيُّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ أَنْسَانَ رَوَى عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزِعَ قَالَ سُفْيَانُ هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا-

৬৯৭৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানে কোন হুকুম জারি করেন, ফেরেশতাগণ তাঁর হুকুমের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকেন। তাদের পাখা হেলানোর ধ্বনিটা যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। বর্ণনাকারী আলী (র) এবং সাফওয়ান ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যে হুকুম তাদের প্রতি জারি করেন। এরপর ফেরেশতাদের হৃদয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম জারি করেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি বলেছেন, হক। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। বর্ণনাকারী আলী..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ فزع পড়েছেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র) বলেছেন যে, আমর (র)-ও এভাবেই পড়েছেন। তিনি বলছেন, আমার জানা নেই যে, বর্ণনাকারী এরূপ শুনেছেন কি না? তবে আমাদের কিরাআত এরূপই।

৬৯৭৪ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন এক নবী থেকে (মধুময় স্বরে) যেভাবে কুরআন শ্রবণ করেছেন, সেভাবে আর কিছুই তিনি শোনেননি। আবু হুরায়রা (রা)-এর এক সাথী বলেছে, يتغنى بالقرآن-এর অর্থ আবু হুরায়রা (রা) উচ্চরবে কুরআন পড়া বোঝাতেন।

৬৯৭৫ উমর ইব্ন হাফস্ ইব্ন গিয়াস (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

৬৯৭৬ হাদীছ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

৬৯৭৭ হাদীছ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

৬৯৭৮ হাদীছ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাযির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

৬৯৭৬ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার ব্যাপারে আমি এতটুকু ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটুকু খাদিজা (রা)-এর ব্যাপারে করেছি। আর তা এ জন্য যে, নবী ﷺ-এর প্রতিপালক তাঁকে হুকুম দিয়েছেন যে, খাদিজা (রা)-কে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।

২১৩৫ **بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنِدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةَ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ وَأَنْتَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ أَيْ يَلْقَى عَلَيْكَ وَتَلْقَاهُ أَنْتَ أَيْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ فَتَلْقَى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ**
 ৩১৩৫. অনুচ্ছেদ : জিব্রাইলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বান। মা'মার (র) বলেন, **انك لتلقى القرآن**-এর অর্থ হচ্ছে, তোমার উপর কুরআন নাখিল করা হয়। **تلقاه انت**-এর অর্থ তুমি কুরআন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যেমন বলা হয়েছে — **فَتَلْقَى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ** আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কয়েকটি বাণী গ্রহণ করলেন

৬৯৭৭ **حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنْ اللَّهُ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنْ اللَّهُ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ**
 ৬৯৭৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রাইল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্রাইল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়।

৬৯৭৭ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রাইল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্রাইল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়।

৬৯৭৮ **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ**
 ৬৯৭৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রাইল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্রাইল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়।

৬৯৭৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে ফেরেশতাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁরা আবার একত্রিত হন আসরের

নামাযে ও ফজরের নামাযে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা উর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সবচাইতে বেশি জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি হালে রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযরত অবস্থায়ই ছিল।

۶۹۷۹ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَّ وَإِنْ زَنَى ، قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَزَنَى -

৬৯৭৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিব্রাঈল (আ) এসে এ সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? নবী ﷺ বললেন : চুরি ও যিনা করলেও।

۲۱۳۶ بَابُ قَوْلِهِ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ

৩১৩৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : তা তিনি জেনেতনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশতারা এর সাক্ষী (৪ : ১৬৬)। মুজাহিদ (র) বলেছেন, ‘ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ’ (৬৫ : ১২) (এর অর্থ) সপ্তম আকাশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যখানে

۶۹۸۰ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاءْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أُمِنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتُّ فَيَ لِيَلْتِكَ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا -

৬৯৮০ মুসাদ্দাদ (র)..... বারআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা বলেছেনঃ হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজকে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরাচ্ছি! আমার কর্ম তোমার কাছে সোপর্দ করছি। আমার নির্ভরশীলতা তোমারই প্রতি আশা ও ভয় উভয় অবস্থায়। তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ। অনন্তর এ রাত্রিতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে ফিত্রাতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) তোমার ভোর হয়, তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে।

৬৯৮১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمْ - زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৬৯৮১ কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আহযাব দিবসে বলেছেন : কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ তুমি দলসমূহকে পরাভূত কর এবং তাদেরকে কম্পিত কর। অতিরিক্ত এক বর্ণনায় হুমায়দী (র).....আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি.....।

৬৯৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ، قَالَ أَنْزَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارِ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ : وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، وَلَا تُخَافِتُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أَسْمِعُهُمْ وَلَا تَجْهَرُ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ -

৬৯৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : তুমি নামাযে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না..... (১৭ : ১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় লুকাইত ছিলেন। সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন : (হে নবী) তুমি নামাযে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিকরা শুনেতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনেতে না পায়। এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

২১২৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ، لَقَوْلُ فَصْلٌ حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللُّبِّ

৩১২২ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায় (৪৮ : ১৫)
 ৩১২২ -এর অর্থ কুরআন খেল-তামাশার বস্তু নয়।

৬৯৮৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُ : يُؤْذِنِي ابْنُ أَدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

৬৯৮৩ হুমায়দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমাকে আদম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।

৬৯৮৪ আবু নুআঈম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, রোযা আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর রোযা হচ্ছে, ঢাল। রোযা পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। আল্লাহর কাছে রোযা পালনকারী মুখের গন্ধ মিস্কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

৬৯৮৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

৬৯৮৬ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাকে আমি মাফ করে দেব।

৬৯৮৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

৬৯৮৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

৬৯৮৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আইউব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।

৬৯৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ-

৬৯৮৭ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারী, তবে কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব অগ্রগামী। হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ বলেন, তুমি খরচ কর, তা হলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।

৬৯৮৮ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِنَاءٌ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٌ أَوْ شَرَابٌ فَأَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ-

৬৯৮৮ যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-কে বললেন, এই তো খাদিজা আপনার জন্য একটি পাত্র ভর্তি খাবার করে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহে বলেছেন, অথবা পাত্র নিয়ে এসেছেন, যাতে পানীয় রয়েছে। আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। আর তাঁকে এমন একটি (প্রশস্ত অভ্যন্তর শূন্য) মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে শোরগোল বা ক্লেশ থাকবে না।

৬৯৮৯ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ-

৬৯৮৯ মুআয ইবন আসাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ঘোষণা করলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।

৬৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ وَبِكَ

خَاصِمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ
الْهِىَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ-

৬৯৯০ মাহমূদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন তখন এ দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীনের একমাত্র পরিচালক। তোমারই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে বিদ্যমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি মহাসত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করি। তোমারই প্রতি ঈমান আনি। তোমারই ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমারই দিকে রুজু করি। তোমারই উদ্দেশ্যে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই আমি ফায়সালা চাই। সুতরাং আমার আগের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র মাবুদ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

৬৯৯১ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْإِيلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ
الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي
بَرَاءَتِي وَحَيًّا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَّرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمَرٍ يُتْلَى
وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يَبْرئُنِي اللَّهُ بِهَا فَانْزَلَ
اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ الْعَشْرِ الْآيَاتِ-

৬৯৯১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... উরওয়া ইবন যুবায়র, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকে হাদীসটির কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ আমার পবিত্রতার সপক্ষে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। তবে আমি আশা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন, যদ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। অথচ আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : যারা অপবাদ রটনা করেছে..... থেকে দশটি আয়াত (১০ : ২১)।

৬৯৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ فَاتَّكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلَهَا فَاتَّكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ-

৬৯৯২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহর কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো। এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত লেখো।

৬৯৯৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّجُمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ إِلَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكَ لَكَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ-

৬৯৯৩ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'আত্মীয়তার বন্ধন' তখন বলল, আমাকে ছিন্কারী থেকে পানাহ প্রার্থনার স্থল এটিই। এতে আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাযী নও কি? যে ব্যক্তি তোমার সাথে সৎভাব রাখবে আমিও তার সাথে সৎভাব রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব। সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন : তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবু হুরায়রা (রা) তিলাওয়াত করলেন : فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ - ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

৬৯৯৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَطَرُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي-

٦٩٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ : وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ-

৬৯৯৫ ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

٦٩٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي-

৬৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : আল্লাহ ইরশাদ করেন : আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।

٦٩٩٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ وَادْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لَمْ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَعَفَّرَلَهُ-

৬৯৯৭ ইস্‌মাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^ﷺ বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ্‌ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ্‌ বললেন : তুমি কেন এরাপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٩٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنِبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنِبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاعْفِرْهُ ، فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنِبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنِبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاعْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنِبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنِبْتُ آخَرَ فَاعْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا-

৬৯৯৮ আহমাদ ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ করল। বর্ণনাকারী ঝাব ঝাব না বলে কখনো ঝাব ঝাব বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী ঝাব ঝাব-এর স্থলে কখনো ঝাব ঝাব বলেছেন। তাই আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তার প্রতিপালক বললেনঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহতে লিপ্ত হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহ ঝাব ঝাব কিংবা ঝাব ঝাব বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ করে বসেছি। এখানে ঝাব ঝাব কিংবা ঝাব বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহতে লিপ্ত হয়ে গেল। এখানে ঝাব ঝাব কিংবা ঝাব বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ করে ফেলেছি। এখানে ঝাব কিংবা ঝাব বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন : আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছে, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ তিনবার বললেন।

৬৯৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا ، فَلَمَّ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرِ أَوْ لَمْ يَبْتَرِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَنْ يَقْدِرِ اللَّهُ يُعَذِّبُهُ فَاَنْظُرُوا إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا

صِرْتُ فَحَمًّا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمَ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ مَوَاقِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرُوهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَا تَلَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ-

৬৯৯৯ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ অতীত যুগের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাদের এক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল তখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম পিতা। তখন সে বলল, সে যে আল্লাহর কাছে কোন প্রকার নেক আমল রেখে যেতে পারেনি। এখানে لم يبتئر কিংবা لم يبتئر বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ (তার উপর) সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আযাব দিবেন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন ছাই করে ফেলবে। বর্ণনাকারী এখানে فاسحقوني কিংবা فاسحكوني বলেছেন। তারপর যেদিন প্রচণ্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন বাতাসে ছড়িয়ে দেবে। নবী ﷺ বললেন : পিতা এ বিষয়ে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করল। আমার প্রতিপালকের কসম! সন্তানরা তাই করল। এক প্রচণ্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন। তুমি অস্তিত্বে এসে যাও। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়াল। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দা! তুমি যা করেছ তা কেন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। নবী ﷺ বলেছেন : এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন : আল্লাহ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবু উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমান (রা) থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু সংযোগ করেছেন, اذروني في البحر - আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেকোনো তিনি বর্ণনা করেছেন।

৭০০০ **৭...** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَثِرْ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَثِرْ فَسَرُّهُ قَتَادَةُ لَمْ يَذْخِرْ-

৭০০০ মুসা (র)..... মুতামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি লম্ যবর্ণনা করেছেন। খালীফা (র) মুতামির থেকে লম্ যবর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র) এ সবার বিশ্লেষণ করেছেন লম্ যবর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ 'সঞ্চয় করেনি' দ্বারা।

۲۱۳۸ بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

৩১৩৮. অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহর কথাবার্তা

৭.০১ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شَفِيعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ ادْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ ادْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى شَيْءٍ فَقَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৭০০১ ইউসুফ ইব্ন রাশিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ কর, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের আঙুলগুলো দেখছি।

৭.০২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ قَالَ أَجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بَيْتَابِتٌ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَادْنَلْنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا فَاسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مُحَامِدُ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَآخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ ، وَسَلِّ تَعْطُ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعُ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمْتِي أُمْتِي فَيَقَالَ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ

فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرَ لَهُ سَاجِدًا ، فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمْتِي أُمْتِي فَيَقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمْتِي أُمْتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلْ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْسٍ ، قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مَتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فَاتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَآذَنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرِ مِثْلَ مَا حَدَّثْنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيَ فَحَدَّثْنَاهُ بِأَلْحَدِيثِ فَاَنْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيَ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنْسِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكَلَّمُوا ، قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ ، فَحَدَّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خَلِقَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ آخِرُهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فَيَمْنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَايَ وَعَظَمَتِي لِأَخْرِجَنَ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-

[৭০০২] সুলায়মান ইব্ন হারব (র) মাবাদ ইব্ন হিলাল আল আনাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসরার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সাথে সাবিত (রা)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের নামায আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমরা সাবিত (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। তখন সাবিত (রা) বললেন, হে আবু হামযা! এরা বসরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তারপর আনাস (রা) বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

পড়বে। তাই তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহর খলীল। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর রুহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইল্হাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। এরপর আল্লাহ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো। আমরা যখন আনাস (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখন আমি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবু খলীফার বাড়িতে আত্মগোপনরত হাসান বসরীর কাছে গিয়ে আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বসরীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবু সাঈদ! আমরা আপনারই ভাই আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছ থেকে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর বেশি আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও স্বরণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবু

সান্নিদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় তুরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন। তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্ত্বের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

৭.০৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا، فَيَقُولُ لَهُ رَبِّهِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ رَبِّ الْجَنَّةِ مَلَأَيَّ فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَعْصِدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلَأَيَّ فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مَرَّاتٍ-

৭০০৩ মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ পরিভ্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছে এ পৃথিবীর ন্যায় দশ গুণ।

৭.০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءُ وَجْهَهُ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

৭০০৪ আলী ইব্ন হুজর (রা)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্ত্বর বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর

কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো অতীত আমল ছাড়া আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী আমাশ (র) খায়সামা (র) থেকে অনুরূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি - وَكَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ - “যদি পবিত্র কালেমার বিনিময়েও হয়” কথাটুকু সংযোগ করেছেন।

৭.০.৫ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى اصْبَعٍ وَالْخَلَائِقِ عَلَى اصْبَعٍ ثُمَّ يَهْزُ هُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَالِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

৭০০৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, ভূমণ্ডলকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙ্গুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে উঠিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ, আমিই একমাত্র বাদশাহ। আমি তখন নবী ﷺ -কে দেখলাম, তিনি তার উজ্জ্বল সজ্জার প্রতি বিস্মিত হয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ কুরআনের বাণী পড়লেন : وَاللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ : তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ : ৯১)। “কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত, পবিত্র ও মহান তিনি এরা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে। (৩৯ : ৬৭)

৭.০.৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُوا أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعْمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرَرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ - وَقَالَ أَدُمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

[৭০০৬] মুসাদ্দাদ (র)..... সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আপনি কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তাঁর ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ আবারো জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে তখনো বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা মাফ করে দিলাম। আদম (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

২১২৭ بَابُ قَوْلِهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

৩১৩৯. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন (৪ : ১৬৪)

[৭০০৭] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ تَلَوْمُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَرْتُ عَلَى قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى-

[৭০০৭] ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে রত হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি সেই আদম, যিনি আপন সন্তানদের জান্নাত হতে বের করে দিলেন। আদম (আ) বললেন, আপনি হচ্ছেন সেই মূসা, যাকে আল্লাহ্ রিসালত দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং যার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিলেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে পয়দা করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে। তাই আদম (আ) মূসা (আ)-র ওপর বিজয়ী হন।

[৭০০৮] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا ، فَيَقُولَ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ-

[৭০০৮] মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সমবেত করা হবে। তখন তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের

কাছে সুপারিশ নিয়ে যেতাম তাহলে তিনি আমাদের এই স্থানটি হতে স্বস্তি দান করতেন। তখন তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে আবেদন জানাবে, আপনি মানবকুলের পিতা আদম। মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতের হাতে। এবং তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের স্বস্তি দেন। তখন আদম (আ) তাদের লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন, যেটিতে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন।

۷.۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةً أَسَى بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَلَهُمْ أَيْهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى اتَّوَهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بَيْتِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جَبْرِيلُ فَشَقَّ جَبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَنَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى انْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أَتَى بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوءٌ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَاهُ صَدْرَهُ وَلِفَاقِدِهِ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضْرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ جَبْرِيلُ ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَعْلَمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا بَنِي نَعَمْ الْإِبْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطْرِدَانِ ، فَقَالَ مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جَبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا النَّيْلُ وَالْفُرَاتُ عَنْصَرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهْرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لَوْلُوءٍ وَزَبَرَجَدٍ فَضْرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي قَدْ خَبَأَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا ؟ قَالَ جَبْرِيلُ ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ ؟

۹ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ۚ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءٌ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأَوْعِيَتْ مِنْهُمْ أَدْرِيسُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخِرُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لِمَ أَظُنُّ أَنْ يَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ ثُمَّ عَلَيَّ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَدَنَا الْجُبَّارُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يَوْحَى اللَّهُ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهْدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهْدُ إِلَى خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنْ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَاشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجُبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانُهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتَكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنْ أُمَّتِي ضَعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجُبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بَعِثَرٍ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى مُوسَى كَيْفَ فَقَالَ خَفِّفْ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ أَرْجِعْ إِلَى

رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيُّضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفَ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ فَاسْتَيْقِظْ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ

[৭০০৯] আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক রাতে কা'বার মসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, নবী ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরণের পূর্বে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতার একটা জামাআত আসল। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। এদের প্রথমজন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেষ জন বলল, তা হলে তাদের উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চল। সে রাতটির ঘটনা এটুকুই। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি। অবশেষে তারা অন্য এক রাতে আগমন করলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ অন্য নবীগণেরও (আ) চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সাথে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁর সাথীদের থেকে নবী ﷺ -এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁর গলার নিচ হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করেন। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন করলেন, তারপর সোনার একটি তশতরী আনা হয়। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র যা পরিপূর্ণ ছিল ঈমান ও হিকমতে। তাঁর বক্ষ ও গলার রগগুলি এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে বক্ষ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসিগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিব্রাঈল। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন)। তাঁর শুভাগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যমীনে কি যে করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম (আ)-কে পেলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। নবী ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। আদম (আ) তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র। তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। নবী ﷺ দু'টি প্রবহমান নহর দুনিয়ার আসমানে অবলোকন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ নহর দু'টি কোন নহর হে জিব্রাঈল! জিব্রাঈল (আ) বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের মূল। এরপর জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নহর অবলোকন করলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবী ﷺ নহরে হাত মারলেন। তা ছিল অতি উন্নতমানের মিস্ক। তিনি বললেন, হে জিব্রাঈল! এটি কি? জিব্রাঈল (আ) বললেন, হাউয়ে কাউসার। যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গমন করলেন। প্রথম আসমানে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল! তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা

বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান। তারপর নবী ﷺ-কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গমন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্তারা যা বলেছিলেন; তৃতীয় আসমানের ফেরেশ্তাগণও তাই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গমন করলেন। তাঁরাও তাঁকে পূর্বের ন্যায়ই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গমন করলেন। সেখানেও ফেরেশ্তারা পূর্বের মতই বললেন। সর্বশেষে তিনি নবী ﷺ-কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গমন করলে সেখানেও ফেরেশ্তারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশ্তাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। নবী ﷺ তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদরীস (আ), চতুর্থ আসমানে হারুন (আ), পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যায় নাম আমি স্বরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইব্রাহীম (আ) এবং আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপের মর্যাদার কারণে মূসা (আ) আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবী ﷺ-কে এত উর্ধ্বে আরোহণ করান হলো, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশেষে তিনি 'সিদ্রাতুল মুনতাহায়' আগমন করলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা ওহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবী ﷺ অবতরণ করেন। আর মূসার কাছে পৌঁছেল মূসা (আ) তাঁকে আটকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দিলেন? নবী ﷺ বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার নামায আদায়ের। তখন মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত তা আদায়ে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার প্রতিপালক আপনার এবং আপনার উম্মতের থেকে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবী ﷺ জিব্রাঈলের দিকে এমনভাবে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি এ বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, হ্যাঁ। আপনি চাইলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবী ﷺ-কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহ্র কাছে গেলেন। তারপর নবী ﷺ যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত এটি আদায়ে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে নামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের কাছে পাঠাতে থাকলেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা (আ) তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল কাওমের কাছে এর চেয়েও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তদুপরি তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত দৈহিক, মানসিক, শারীরিক দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণক্ষমতা সব দিকে আরো দুর্বল। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আপনার প্রতিপালক থেকে নির্দেশটি আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই নবী ﷺ পরামর্শের জন্য জিব্রাঈলের দিকে তাকাতে। পঞ্চমবারেও জিব্রাঈল তাঁকে নিয়ে গমন করলেন। নবী ﷺ বললেন : হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ নিতান্তই দুর্বল। তাই নির্দেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করে দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বললেনঃ মুহাম্মদ! নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার দরবারে হাযির, বারবার হাযির। আল্লাহ্ বললেন, আমার বাণীর কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের উপর যা ফরয করেছি তা 'উম্মুল কিতাব' তথা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি

নেক আমলের দশটি নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এরপর নবী ﷺ মূসার কাছে প্রত্যাবর্তন করলে মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা (আ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এর চাইতেও সামান্য জিনিসের প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আরো একটু কমিয়ে দেন। এবার নবী ﷺ বললেন, হে মূসা, আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার গিয়েছি। আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সাথে মতান্তর করছি। এরপর মূসা (আ) বললেন, অবতরণ করতে পারেন আল্লাহর নামে। এ সময় নবী ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তিনি মসজিদে হারামে আছেন।

২১৬. بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩১৪০. অনুচ্ছেদ : জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ

৭.১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَآيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا—

৭০১০ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির, আপনার কাছে হাযির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চাইতে উত্তম বস্তু কোন্টি? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

৭.১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَوْلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى

وَلَكِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَاسْرِعْ وَبَذِّرْ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاوَهُ وَاسْتَحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا تَجِدُ هَذَا الْأَقْرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَمَا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَجَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৭০১১ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী <sup>সে লোকটিই
তাঁর সন্তান</sup> একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী <sup>সে লোকটিই
তাঁর সন্তান</sup> বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তুপীকৃত করা হবে। আল্লাহ তখন বলবেন, হে আদম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রাসূলুল্লাহ <sup>সে লোকটিই
তাঁর সন্তান</sup> হেসে দিলেন।

۲۱۴۱ بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ بِالْأَمْرِ وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالْأَمْرِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالْإِبْلَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، غُمَّةٌ عُمْ وَضِيقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ أَقْضُوا إِلَى مَا فِي أَنْفُسِكُمْ يُقَالُ أَفْرُقْ فَاقْضِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ إِنْسَانٌ يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعْ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًّا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ

৩১৪১. অনুচ্ছেদ : নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে স্বরণ করা। এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে স্বরণ করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা আমাকে স্বরণ করো, আমি তোমাদের স্বরণ করব। তাদেরকে নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও, সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমায় উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহর উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছে, তা-সহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (১০ : ৭১-৭২)

غُمَّ-এর অর্থ পেরেশানী, সঙ্কট। মুজাহিদ (র) বলেন, اقضوا الى-এর ভাবার্থ হচ্ছে—তোমাদের মনে যা কিছু আছে। আরবীতে বলা হয়, افرق فاقض—তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি ফায়সালা দেব। মুজাহিদ (র) বলেন—وان احد من المشركين استجارك-এর ভাবার্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর অথবা কুরআনের বাণী শুনতে চাইলে সে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছা পর্যন্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয়প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত। النبا العظيم-এর অর্থ আল-কুরআন, صوابا-এর অর্থ দুনিয়ায় হক (কথা) বলেছে এবং এতে (নেক) আমল করেছে।

২১৪২ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ : وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ عِكرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَذَلِكَ إِيْمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَآخْتِسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ الْمُبْلَغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصُّدُقِ بِالْقُرْآنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِي أُعْطِيتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ-

৩১৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না (২ : ২২)। এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক (২ : ৯)। এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না (২৫ : ৬৮)। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৩৯ : ৬৫, ৬৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইক্রিমা (র) বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে (১২ : ১০৬)। যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ! এটিই তাদের বিশ্বাস। অথচ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে। বান্দার কর্ম ও অর্জন সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করছেন। وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا - তিনি সমস্ত কিছু পরিমিত সৃষ্টি করেছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ : ২)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করি না হক ব্যতীত (১৫ : ৮)। এখানে ‘হক’ শব্দের অর্থ রিসালাত ও আযাব। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সন্থকে জিজ্ঞাসা করার জন্য (৩৩ : ৮)। এখানে صَادِقِينَ শব্দের অর্থ মানুষের কাছে যেসব রাসূল আল্লাহর বাণী পৌছান। এবং

আমিই এর সংরক্ষক (১৫ : ৯)। আমাদের কাছে রয়েছে এর সংরক্ষণকারিগণ। **وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ** — যারা সত্য এনেছে (৩৯ : ৩৩)। এখানে **صَدَق** - এর অর্থ কুরআন, **بِهِ صَدَقَ** - এর অর্থ ঈমানদার। কিয়ামতের দিন ঈমানদার বলবে, আপনি আমাকে যা দিয়েছিলেন, আমি সে অনুযায়ী আমল করেছি

۷.۱۲ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ إِنْ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ تَزَانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ-

৭০১২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে গুনাহ কোন্টি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ। এরপর কোন্টি? তিনি বললেন : তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে থাকে এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

২১৪২ **بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ**

৩১৪৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না (৪১ : ২২)

۷.۱৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ كَثِيرٌ شَحْمٌ بَطُونُهُمْ قَلِيلٌ فَقِهِ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا آيَةٌ

৭০১৩ হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বায়তুল্লাহর কাছে একত্রিত হলো দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন সাকাফী। তাদের পেট চর্বিতে পরিপূর্ণ ছিলো বটে; তবে তাদের হৃদয়ে নিতান্তই স্বল্প অনুধাবন ক্ষমতা ছিল। এরপর তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমরা যা বলছি আল্লাহ কি সবই শুনতে পান? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ শোনেন, যদি আমরা উচ্চস্বরে বলি। আর যদি চুপে চুপে বলি, তবে তা আর শোনেন না। তৃতীয় জম বলল,

যদি তিনি উচ্চস্বরে বললে শোনেন, তা হলে অনুচ্চস্বরে বললেও শুনবেন। এরই প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন : তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪১ : ২২)

৩১৪৪ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ وَقَوْلِ اللَّهِ : لَعَلَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، وَأَنَّ حَدِيثَهُ لَا يَشْبَهُ حَدِيثَ الْمَخْلُوقِينَ ، لِقَوْلِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنْ مِمَّا أَحَدٌ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ -**

৩১৪৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত (৫৫ : ২৯)। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে (২৬ : ৫)। হয়ত আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন (৬৫ : ১)। তিনি যদি কিছু বলেন, সৃষ্টির কথার মত হয় না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন (৪২ : ১১)। ইবন মাসউদ (রা) নবী সাবিতার আশ্রয় থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা নতুন কিছু আদেশের ইচ্ছা করলে তা করেন। তন্মধ্যে নতুন নির্দেশের মধ্যে এটিও যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না।

৭.১৬ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ تَقْرَوْنَهُ مُحْضًا لَمْ يَشَبْ -**

৭০১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করে থাক? অথচ তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে — যা অপরাপর আসমানী কিতাবের তুলনায় আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যা তোমরা (অহরহ) পাঠ করছ, যা পুরো খাঁটি, যেখানে কোন প্রকারের ভেজালের লেশ নেই।

৭.১৫ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ أَحَدٌ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ مُحْضًا لَمْ يَشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكُتُبَ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ -**

৭০১৫ আবুল ইয়ামান (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! তোমরা কি করে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের সে কিতাব যেটি

আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমাধিপূর্ণ। যা সনাতন ও নির্ভেজাল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবসমূহকে রদবদল করেছে এবং স্বহস্তে লিখে দাবি করছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর দ্বারা তারা তুচ্ছ সুবিধা লুটতে চাচ্ছে। তোমাদের কাছে যে ইল্ম বিদ্যমান রয়েছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছে না? আল্লাহর কসম! তাদের কাউকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসা করতে আমি দেখি না।

২১৪৫ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُ أَنَا مَعَ عَبْدِي ذَكَرْنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ**

৩১৪৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না (৭৫ : ১৬)। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী ﷺ এমনটি করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোট দু'টো নাড়াচাড়া করে

৭.১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَحْرَكُهَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْرِكُهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرَكُهَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحْرِكُهَا فَجَرَّكَ شَفْتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ نَقَرُوهُ فَإِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَاهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا أَقْرَاهُ-

৭০১৬ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “কুরআনের কারণে আপনার জিহবা নাড়াচাড়া করবেন না”, এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলে নবী ﷺ খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতেন, যে কারণে তিনি ঠোট দুটি নাড়াচাড়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইবন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোট দু'টি সেভাবে নাড়ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেড়েছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র) বললেন, আমিও ঠোট দু'টি তেমনি নেড়ে দেখাচ্ছি, যেমনি ইবন আব্বাস (রা) নেড়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঠোট দু'টি নাড়লেন। নবী ﷺ-এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না, এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (৭৫ : ১৬, ১৭)।

তিনি বলেন, **جمعه** -এর অর্থ আপনার বক্ষে তা এভাবে সংরক্ষিত করা, যেন পরে তা পড়তে সক্ষম হন। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর (৭৫ : ১৮)। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। এরপর আপনি কুরআন পাঠ করবেন সে দায়িত্ব আমাদের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী ﷺ -এর কাছে জিব্রাইল (আ) যখন আসতেন, তিনি তখন একাত্তরটি তা শ্রবণ করতেন। জিব্রাইল (আ) চলে গেলে তিনি ঠিক তেমনিভাবে পাঠ করতেন, যেমনি তাঁকে পাঠ করিয়েছেন।

২১৬৬ **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، يَتَخَفَتُونَ يَتَسَارُونَ**

৩১৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী (৬৭ : ১৩)। (আল্লাহর বাণী) : যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ : ১৪)। **يَتَخَفَتُونَ** -এর অর্থ **يَتَسَارُونَ** (চুপে চুপে পড়ে)

৭.১৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخَافُ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تَسْمَعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا-

৭০১৭ উমর ইব্ন যুরারা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী : নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (১৭ : ১১০) -এ প্রসঙ্গে বলেন, এ নির্দেশ যখন নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিকরা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন-এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে বলে দিলেন, **ولا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ** - আপনার নামাযকে এমন উচ্চস্বরে করবেন না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিকরা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আর এ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীণ হবেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।

৭.১৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا فِي الدُّعَاءِ-

৭০১৮ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি “আপনি আপনার নামাযকে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং ক্ষীণও করবেন না” দোয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৭০১৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ-

৭০১৯ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভাল আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের নয়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়া অন্যরা যজহর به উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে না' কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

২১৪৭ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ إِنَْاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيَّنَّا اللَّهُ أَنْ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ، وَقَالَ : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ-

৩১৪৭. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : এক ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন। সে রাতদিন তা পাঠ করছে। আরেক ব্যক্তি বলে, এ ব্যক্তিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তা দেওয়া হতো, আমিও সেরূপ করতাম যে রূপ সে করছে। এই প্রসঙ্গিতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিটির কুরআনের সাথে কায়ম থাকার অর্থ তার কুরআন তিলাওয়াত করা। এবং তিনি বললেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ : ২২) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন, — وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ, পার (২২ : ৭৭)

৭০২০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُ الْإِنْسَانُ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ مِنْ إِنَْاءِ اللَّيْلِ وَإِنَْاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ-

৭০২০ কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্র তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যে রূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করছে।

৭.২১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ
الَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ قَالَ
سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ مَرَارًا لَمْ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ -

৭০২১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সালিম তার পিতা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু'টি বিষয়েই ঈর্ষা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে। আমি সুফয়ান (র)-কে একাধিকবার শুনেছি কিন্তু তাকে الخمر উল্লেখ করতে শুনিনি। অর্থাৎ এটি তার বিস্তৃত হাদীসগুলোর অন্যতম।

২১৪৮ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ ، وَقَالَ : لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ : أَبْلَغَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ اْعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَسْتَخَفُّكَ أَحَدٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : ذَلِكَ الْكِتَابُ هَذَا الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ كَقَوْلِهِ : ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَا شَكَّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَعْزِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يَعْزِي بِكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ أَتُؤْمِنُونِي أَبْلَغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ

৩১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না (৫ : ৬৭)। যুহরী (র) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে বার্তা প্রেরণ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দায়িত্ব হলো পৌঁছানো, আর আমাদের কর্তব্য হলো মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন : রাসূলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য (৭২ : ২৮)। তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিচ্ছি। কাব ইবন মালিক (রা) যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে (তাবুক যুদ্ধে শরীক হওয়া) থেকে পিছনে রয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ বলেন : আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও (৯ : ১০৫)। আয়েশা (রা) বলেন, কারো ভালো কাজে

তোমাকে আনন্দিত করলে বলো, আমল কর, তোমার এ আমল আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, সমস্ত মু'মিন দেখবেন। আর তোমাকে কেউ যেন বিচলিত করতে না পারে।

মা'মার (র) বলেন, **هَدَى لِّلْمُتَّقِينَ**-এর অর্থ এ কুরআন, **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ**-এর অর্থ বর্ণনা ও পথ প্রদর্শন। আল্লাহর এ বাণীর মত **اللَّهِ**-এর অর্থ এটি আল্লাহর হুকুম। **لَا رَيْبَ فِيهِ**-এর অর্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। **تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ** অর্থাৎ এগুলো কুরআনের নিদর্শন। এর উদাহরণ আল্লাহরই বাণীঃ যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান করো আর চলতে থাকে সেগুলো তাদের নিয়ে। এখানে **بِهِمْ**-এর অর্থ **بِكُمْ** অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে। আনাস (রা) বলেন, নবী **ﷺ** তাঁর মামা হারমকে তাঁর গোত্রের কাছে পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর কি? আমি আল্লাহর রাসূল **ﷺ**-এর বার্তা পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন

৭.২২ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا **ﷺ** عَنْ رَسُولِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ-

৭০২২ ফায়ল ইবন ইয়াকুব (র)..... মুগীরা (রা) বলেন। আমাদের নবী **ﷺ** আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে আমাদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা (শহীদ) করা হবে, সে জান্নাতে চলে যাবে।

৭.২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ **ﷺ** كَتَمَ شَيْئًا حَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ **ﷺ** كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةُ-

৭০২৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে, নবী **ﷺ** (ওহীর) কিছু জিনিস গোপন করেছেন। মুহাম্মদ (র) বলেন..... আয়েশা (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে বলে নবী **ﷺ** ওহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না। মহান আল্লাহ বলেন : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর (৫ : ৬৭)।

৭.২৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ

اللَّهُ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوا لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا-

৭০২৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরম্ভ করল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আল্লাহ্ র কাছে, কোন গুনাহটি সব চাইতে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহ্ র বিপরীত কাউকে আহ্বান করা অথচ তিনিই (আল্লাহ্) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : এর পর তোমার সঙ্গে আহ্বান করবে এই ভয়ে (তোমার) সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : এরপর তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরই সমর্থনে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহ্ র সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে.....(২৫ : ৬৮)।

৩১৬৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : قُلْ فَاتُوا بِالْثُورَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُعْطِيَ أَهْلُ الثُّورَةِ الثُّورَةَ فَعَمِلُوا بِهَا ، وَأُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ ، وَأُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ يَتْلُونَهُ يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَتْلَى يَقْرَأُ ، حَسَنُ التَّلَاوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ ، لَا يَمْسُهُ لَا يَجِدُ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ ، وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثُّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ عَمَلًا ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِبِلَالٍ أَخْبِرْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنْي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

৩১৪৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)। নবী ﷺ-এর বাণী : তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারাও সে অনুযায়ী আমল করল। তোমাদেরকে দেওয়া হলো কুরআন, সুতরাং তোমরা এ অনুযায়ী আমল কর।

আবু রাযীন (র) বলেন, -يَتْلُونَهُ-এর অর্থ তাঁর নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে অনুসরণ করা। আবু আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, يتلى অর্থ পাঠ করা হয়। অর্থ حسن التلاوة —

কুরআন সুন্দরভাবে পাঠ করা। لا يمسبه -এর অর্থ কুরআনের স্বাদ ও উপকারিতা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যতীত না পাওয়া। কুরআনের উপর সঠিক আস্থা স্থাপনকারী ছাড়া কেউই তা যথাযথভাবে বহন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন : যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল এরা তা বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত! যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬২ : ৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে বললেন : ইসলামে থাকা অবস্থায় যেটি দ্বারা তুমি মুক্তির বেশি প্রত্যাশী, আমাকে তুমি সে আমলটি সম্পর্কে অবহিত কর। বিলাল (রা) বললেন, আমার মতে মুক্তির বেশি প্রত্যাশা রাখতে পারি যে আমলটি দ্বারা, তা হচ্ছে আমি যখনই ওযু করেছি, তখন নামায আদায় করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হলো-- কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন, এরপর জিহাদ, এরপর কবুল হওয়া হজ্জ

৭.২৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بِقَاوُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةُ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلُ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمَلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَعْطِيتُمُ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا مِنَّا وَآكْثَرُ خَيْرًا، قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مِنْ أَشَاءُ-

৭০২৫ আবদান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উদাহরণ হচ্ছে, আসরের নামায এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এমনিতে আসরের নামায আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেওয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী আমল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেওয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল; এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল বেশি। এতে আল্লাহ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না। আল্লাহ বললেন : এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।

২১০. **بَابُ وَاسْمِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ عَمَلًا**، وَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩১৫০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা নামাযে পাঠ করল না, তার নামায আদায় হল না

৭.২৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْوَلِيدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

৭০২৬ সুলায়মান (র) ও আব্বাদ ইবন ইয়াকুব আসাদী (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : যথাসময়ে নামায আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সদ্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

২১১. **بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ضَجُورًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا**

৩১৫১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হতাশকারী আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ (৭০ : ১৯, ২০, ২১)

৭.২৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيَ الرَّجُلُ وَأَدْعُ الرَّجُلَ الَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ، أُعْطِيَ أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكَلَ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ فَقَالَ عَمْرُو مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ-

৭০২৭ আবু নুমান (র)..... আমর ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাল এল। এর থেকে তিনি এক দলকে দিলেন। আর একটি দলকে দিলেন না। অতঃপর তাঁর কাছে এ খবর পৌছল যে, যারা পেলো না তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। এতে তিনি বললেন: আমি একজনকে দিয়ে আবার আরেক জনকে দেই না। পক্ষান্তরে যাকে আমি দেই না, সে-ই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি প্রিয়। এমন বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডথ্রেস ডট কম।

কিছু সম্প্রদায়কে আমি দিয়ে থাকি, যাদের অন্তরে রয়েছে অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব। আর কিছু সম্প্রদায়কে আমি মাল না দিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ যে স্বচ্ছতা ও কল্যাণ রেখেছেন তার উপর সোপর্দ করি। এদেরই একজন হলেন, আমার ইবন তাগলিব (রা)। আমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তিটার বিনিময়ে আমি একপাল লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়াও পছন্দ করি না।

২১৫২. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

৩১৫২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

৭.২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا قَرَّبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولًا-

৭০২৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

৭.২৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شَيْءًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ-

৭০২৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এটি একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহ্ বলেন): আমার বান্দা যদি আমার কাছে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার কাছে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বর্ণনাকারী এখানে بَاعًا কিংবা بُوْعًا বলেছেন। মুতামির (র) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭.৩. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّكَ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ-

[৭০৩০] আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ প্রতিটি আমলের কাফফারা রয়েছে, কিন্তু রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করব। রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিস্কের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।

[৭.৩১] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيَمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ-

[৭০৩১] হাফস ইবন উমর ও খালীফা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন : কোন বান্দার জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইবন মাস্তার চাইতে উত্তম। এখানে ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

[৭.৩২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ بَنٍ مُغْفَلٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعَ ابْنُ مُغْفَلٍ يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيْعُهُ قَالَ آءَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

[৭০৩২] আহমদ ইবন আবু সুরায়জ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল আলমুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর উটনীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সূরা ফাত্হ কিংবা সূরা ফাতহের কিছু অংশ পড়তে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তারজীসহ তা পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআবিয়া (র) ইবনুল মুগাফফালের কিরাআত নকল করে পড়ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকজন ভিড় জমানোর আশংকা না হত, তবে আমিও তারজী করে ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইবনুল মুগাফফাল (রা) নবী ﷺ-এর কিরাআত নকল করে তারজী সহকারে পাঠ করেছিলেন। তারপর আমি মুআবিয়া (রা)-কে বললাম, তাঁর তারজী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আ, আ, আ, তিনবার।

۳۱۵۲ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَةِ وَكُتِبَ اللَّهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ : فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ بْنُ

حَرْبٍ أَنْ هِرْقُلُ دَعَا تَرْجُمَانَهُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقُلَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

৩১৫৩. অনুচ্ছেদ : তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) আমাকে এ খবর দিয়েছেন, হিরাক্লিয়াস তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর পত্রখানা আনার জন্য হুকুম করলেন এবং তা পড়লেন। (তাতে লিপিবদ্ধ ছিল) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম — আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের প্রতি এ পত্র প্রেরিত। তাতে আরও লেখা ছিল **بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْإِيمَانُ** (হে কিতাবীগণ এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই)

৭.৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَتُكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الْآيَةَ-

৭০৩৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করত, আর মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করত। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কিতাবধারীদেরকে তোমরা বিশ্বাস করো না আবার তাদেরকে মিথ্যারোপও করো। বরং তোমরা আল্লাহর এ বাণীটি **إِيمَانُ** (আমরা - আমরা আল্লাহ ওমা অনল ইলিনা আয়ে ওমা অনল ইলিকম) - আল্লাহতে এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি) বল।

৭.৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنِيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا نُسَخِّمُ وَجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالُوا فَاتَّوُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاؤُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعُورُ اقْرَأْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنَهُمُ الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نَكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا ، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِيُ عَلَيْهَا الْحَجَارَةَ-

৭০৩৪ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন ইহুদী নারী-পুরুষকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আনা হলো। তারা যিনা করেছিল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা ইহুদীগণ এ যিনাকারী ও যিনাকারিণীদের সাথে কি আচরণ করে থাক? তারা বলল, আমরা এদেরকে (এক পদ্ধতিতে) মুখ কালো ও লাক্ষিত করে থাকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তাওরাত এনে তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাদেরই খুশিমত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, হে আওয়ার! তুমি পাঠ কর। সে পাঠ করতে লাগল। পরিশেষে এক স্থানে এসে সে তাতে আপন হাত রেখে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার হাতটি উঠাও। সে হাত উঠাল। হঠাৎ যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম)-এর আয়াতটি স্পষ্টত দেখা যাচ্ছিল। তিলাওয়াতকারী বলল, হে মুহাম্মদ! এদের (দু'জনের) মধ্যখানে শাস্তি পক্ষান্তরে রজমই, কিন্তু আমরা পরস্পর তা গোপন করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রজমই করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, যিনাকারী পুরুষটিকে মেয়ে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে দেখেছি।

২১০৬ **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ وَزَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ**

৩১৫৪. অনুচ্ছেদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীঃ কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত পুত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।

৭.২০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا أَدْنَى اللَّهِ لَشَيْءٍ مَا أَدْنَى لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -

৭০৩৫ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ উচ্চস্বরে মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, অন্য কিছুর প্রতি সেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না।

৭.২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهُ أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُبْرِئُنِي وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحَيًّا يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَّرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمَرٍ يُتْلَى، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا -

৭০৩৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবাযর, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র), আয়েশা রা)-এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন। তাঁকে যখন অপবাদকারিগণ অপবাদ দিয়েছিল। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, ঈর্নাকারীদের এক একজন সে সম্পর্কে আমার কাছে হাদীসের এক এক অংশের বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রা) বলেন, এর দরুন আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন জানি, আমি নির্দোষ পবিত্র এবং আল্লাহ আমাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! কিন্তু আমার মর্যাদা আমার কাছে এরূপ পযুক্ত ছিল না যে, এ ব্যাপারে ওহীই নাযিল করবেন। যা তিলাওয়াত করা হবে আমার মর্যাদা আমার কাছে আর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : যারা এমন জঘন্য অপবাদ এনেছে পূর্ণ দশটি গায়ত।

৭.২৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ-

১০৩৭ আবু নুআয়ম (র).....বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এশার নামাযে রা والزيتون والتين পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তাঁর চেয়ে সুন্দর ক্বিরাআত আর রো থেকে আমি শুনি নি।

৭.২৮ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَتُخَافُ بِهَا-

০৩৮ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় পনে থাকতেন। আর তিনি উচ্চস্বরে (তিলাওয়াত) করতেন। যখন তা মুশরিকরা শুনল, তারা কুরআন ও র বাহককে গালমন্দ করল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার মায়ে কুরআন উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপে চুপেও পড়বেন না।

৭.২৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَادْنُتْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

[৭০৩৯] ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবু সা'সাআ (র)-কে বললেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, তুমি বকরীপাল ও ময়দানকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন বকরীর পাল কিংবা ময়দানে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ মুআযযিনের আযানের স্বর যতদূর পৌছবে, ততদূরের জিন, ইনসান, অন্যান্য জিনিস যারাই শুনবে, কিয়ামতের দিন তারা তার সপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

[৭.৬.] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ-

[৭০৪০] কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক থাকত আমার কোলে অথচ আমি তখন ঋতুমতী অবস্থায় ছিলাম।

২১০০ : بَابُ : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

৩১৫৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর (৭৩ : ২০)

[৭.৬১] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمَسُورَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهِ بِرِدَائِهِ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَقْرَأْنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرَأْنِيهَا فَقَالَ أَرْسِلْهُ أَقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَقْرَأْنِي فَقَالَ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

[৭০৪১] ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (র) ও আবদুর রহমান ইবন আবদুল ক্বারী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে উমর ইবন খাতাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে (নামাযে) সূরায়ে ফুরকান তিলাওয়াত

করতে শুনেছি। আমি একাগ্রচিত্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ তিলাওয়াত করছিলেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিলাওয়াত করাননি। এতে আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। তারপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তবে তোমার কিরাআতের মত নয়। তারপর আমি তাঁকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে চললাম। এরপর আমি বললাম, আমি শুনলাম একে ভিন্ন শব্দ দ্বারা সূরা ফুরকান পাঠ করতে, যা আপনি আমাকে শিখাননি। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি পড়, হে হিশাম! এরপর আমি যেরূপ কিরাআত শুনেছিলাম তিনি সেরূপ কিরাআত পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কুরআন অনুরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (পাঠ) নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয়, তা সেভাবে তোমরা পাঠ কর।

۳۱۵۶ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ يَذْكُرُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ مَيْسَرٌ مُهَيَّأٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ هُوَ نَا قِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ-

৩১৫৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (৪৫ : ৩২)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়। মিসর অর্থ প্রস্তুতকৃত। মুজাহিদ (র) বলেন, يسرنا القرآن بلسانك -এর অর্থ আমি কুরআন তিলাওয়াত আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি

۷. ۴۲ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُطَرَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ-

৭০৪২ আবু মা‘মার (র)..... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমলকারীরা কিসে আমল করছে? তিনি বললেন, যাকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়।

۷. ۴۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عَوْدًا فَجَعَلَ تَكْتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ

مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا إِلَّا نَتَكَلَّ ؟ قَالَ اْعْمَلُوا فِكُلْ مُيسِرٌ فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ-

৭০৪৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কোন জানাযায় ছিলেন। তারপর তিনি একটি কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে নির্ধারিত করা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন : তোমরা আমল করতে থাক। প্রত্যেককেই সহজ করে দেয়া হয়। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : الْآيَةَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ —সূতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে.....।

৩১৫৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُجِيدٌ فِي لَوْحٍ مُحْفُوظٍ ، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ
مُسْطُورٍ ، قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوبٌ : يَسْطُرُونَ يَخْطُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُهُ
مَا يَلْفِظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْتُبُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ،
يُحَرِّفُونَ يَزِيلُونَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتِبَ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ
يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ دِرَاسَتِهِمْ تِلَاوَتُهُمْ وَأَعْيَةُ حَافِظَتُهُ وَتَعْيِينُهَا وَتَحْفَظُهَا وَأَوْحَى
هَذَا الْقُرْآنَ لَأَنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ ، وَقَالَ لِي
خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ رَبِّي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ لِمَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْفَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي
غَضَبِي وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (৮৫ : ২১, ২২) শপথ ত্বর পর্বতের। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে। (৫২ : ১, ২)

কাতাদা (র) বলেন, مسطور অর্থ লিপিবদ্ধ 'يسطرون' অর্থ তারা লিখেছ الكتاب অর্থ৭ কিতাবের স্তর ও মূল ما يلفظ অর্থ যা কিছু বলা হয়, তা লিপিবদ্ধ হয়। এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ভালমন্দ সব লিপিবদ্ধ করা হয়। যিরফুন-এর অর্থ পরিবর্তন করা। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কোন কিতাবের শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। তবে তারা তাহরীফ তথা অপব্যাক্ষ্য করতে পারে। دراستهم অর্থ তাদের তিলাওয়াত, واعية অর্থ সংরক্ষণকারী, تعيها অর্থ তা সংরক্ষণ করে। এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি (৬ : ১৯)। অর্থ৭ মক্কাবাসী এবং যাদের কাছে এ কুরআন প্রচারিত হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য সতর্ককারী। আমার কাছে খালীফা (র) বলেছেন, মুতামির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর মাখলুকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ

রাখলেন। “আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রবল হয়েছে” এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে

৭.৬৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ-

৭০৪৪ মুহাম্মদ ইবন আবু গালিব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো “আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে” এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লিপিবদ্ধ আছে।

২১৫৮ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ، إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ، وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّرِينَ أَحْيَاوَا مَا خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بَيْنَ اللَّهِ الْخَلْقَ مِنَ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَسَمَّى النَّبِيَّ ﷺ الْإِيمَانَ عَمَلًا ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، وَقَالَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَقَالَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَرْنَا بِجُمْلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنَّ عَمَلَنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَمَلًا

৩১৫৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও (৩৭ : ৯৬)। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (৫৪ : ৪৯)। ছবি নির্মাতাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দাও। তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যেন এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁর আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ (৭ : ৫৪)

ইবন উয়ায়না (র) বলেন, আল্লাহ্ খালককে আমার থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। কেননা তার বাণী হলো : **الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** - জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। নবী ﷺ ঈমানকেও আমল বলে উল্লেখ করেছেন। আবু যার (র) ও আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহ বলেন : **جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** - এটা তাদের কাজেরই প্রতিদান। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের নির্দেশ দিন, যেগুলো মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কয়েম করা এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এসবকেই তিনি আমলরূপে উল্লেখ করেছেন।

৭.৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدٌ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَّرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا أَكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَا حَدِيثَكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسَحَمَلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِنَهَبٍ إِبِلٍ فَسَالَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ بِخُمْسِ ذُودٍ غَرِ الذُّرَى ثُمَّ أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْنَا تَغْفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُهُ وَاللَّهِ لَا نَفْلَحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا-

৭০৪৫ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারমের এ গোত্রটির সাথে আশ'আরী গোত্রের গভীর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। এক সময় আমরা আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার আনা হল। এতে মুরগীর গোশতও ছিল। এ সময় তাঁর নিকট বনী তায়মুল্লাহর এক ব্যক্তি ছিল। সে (দেখতে) যেন আযাদকৃত গোলাম (অনারব)। তাকেও আবু মূসা (রা) খেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু জিনিস খেতে দেখেছি, যার ফলে এটি খেতে আমি ঘৃণা করি। এই জন্য কসম করেছি, আমি তা আর খাব না। আবু মূসা (রা) বললেন, তুমি এদিকে এসো, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি এক সময় আশ'আরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দেব না। আর তোমাদের দেওয়ার মত আমার কাছে বাহন নেই। তারপর নবী ﷺ -এর

কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হলে তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আশ'আরীদের দলটি কোথায়? তারপর তিনি পাঁচটি মোটা তাজা ও উত্তম উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে ফিরার পথে বলতে লাগলাম, আমরা যে কি কর্মটি করলাম! নবী ﷺ কসম করে বললেন, আমাদের বাহন দেবেন না। এবং তাঁর কাছে দেওয়ার মত বাহন নেই। তারপরও তো তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। হয়ত আমরা তাঁকে তাঁর কসম সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় পেয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা কখনো সফলকাম হবো না। তাই আমরা তাঁর কাছে আবার গেলাম এবং তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের বাহন দেইনি, বরং দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহর কসম! আমি কোন বিষয়ে কসম করি যদি তার বিপরীতে মঙ্গল দেখতে পাই, তবে তা করে নেই এবং (কাফ্ফারা দিয়ে) কসম থেকে বের হয়ে আসি।

৭.৬১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرْمٍ، فَمَرْنَا بِجَمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوا إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآيَتَاءَ الزَّكَاةَ، وَتَعَطُّوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالظَّرُوفِ الْمَزْفَتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ-

৭০৪৬ আমর ইবন আলী (র).....আবু জামরা দুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে মুযার গোত্রের মুশরিকদের বসবাস। যদ্বন্ধন আমরা সম্মানিত মাস (আশ'হরে হুরম) ছাড়া আর কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন, যা মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাদেরও আহবান জানাতে পারব। নবী ﷺ বললেনঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার। আর তোমরা জান কি, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, নামায কয়েম করা, যাকাত দেয়া, গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। তোমাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, (তা হলো) লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরি পাত্রে, খেজুর গাছের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্রে, আলকাতরা জাতীয় (রাসায়নিক) দ্রব্য দিয়ে প্রলেপ দেওয়া পাত্রে, মাটির সবুজ ঘটিতে তোমরা পান করবে না।

৭.৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-

৭০৪৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তখন তাদেরকে হুকুম করা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দাও।

৭.৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-

৭০৪৮ আবু নুমান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর।

৭.৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَمَّارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً-

৭০৪৯ মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন : তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক।

২১৫৭ بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

৩১৫৯. অনুচ্ছেদ : শুনাংগার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না

৭.৫০. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْتَّمْرِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا-

৭০৫০ হুদবা ইব্ন খালিদ (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কুরআন তিলাওয়াতকারী ঈমানদারের উদাহরণ উত্তরজ্জার (কমলালেবু) মত। এর স্বাদও উত্তম এবং ঘ্রাণও হৃদয়গ্রাহী। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ যেন খেজুর। এটি খেতে স্বাদ বটে, তবে তার কোন সুঘ্রাণ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহ্গার ব্যক্তিটি সুগন্ধি ঘামের তুল্য। এর ঘ্রাণ আছে বটে, তবে স্বাদে তিক্ত। আর যে অতি গুনাহ্গার হয়ে আবার কুরআনও তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলের মত। এ ফল স্বাদেও তিক্ত এবং এর কোন সুঘ্রাণও নেই।

৭.৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَسُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَسُوْا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجَنِيُّ فَيَقْرُقُهَا فِي أُذُنٍ وَلِيهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلُطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ-

৭০৫১ আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ-কে জ্যোতিষদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তারা মূলত কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে যা সত্য হয়। এতে নবী ﷺ বললেন : এসব কথা সত্য। জ্বিনেরা এসব কথা প্রথম শোনে, (মনে রেখে) পরে এদের দোসরদের কানে মুরগির মত করকর রবে নিক্ষেপ করে দেয়। এরপর এসব জ্যোতিষী সামান্য সত্যের সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

৭.৫২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فَوْقِهِ قِيلَ مَا سِيْمَاهُمْ قَالَ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيْدُ-

৭০৫২ আবু নুমান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যুদয় ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুগুন।

۲۱۶. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلِهِمْ تَوَزَّنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطُ الْعَدْلُ بِالرُّؤْمِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْنَرُ الْمَقْسُطِ وَهُوَ الْعَادِلُ ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

৩১৬০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড (২১ : ৪৭)। আদম সন্তানদের আমল ও কথা পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, রুমীদের (ইটালীয়দের) ভাষায় الْقِسْطُ অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। الْقِسْطُ শব্দমূল হল الْقِسْطُ অর্থ ন্যায়পরায়ণ। অপর পক্ষে الْقَاسِطُ-এর অর্থ (কিছু) জালিম।

۷.۵۲ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ-

৭০৫৩ আহমাদ ইবন আশকাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দু'টি কলেমা (বাণী) রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ (আমলের) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহান্নাল্লাহিল আযীম-- আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।

(تَمْ صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ